কিন্ডার গার্টেন এ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি-প্রাইমারি মন্তেসরী টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
(ব্রতচারী, কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত
কলকাতা-৭০০ ১২৪
ফোন : (০৩৩)২৫৫২ ০১৭৭
মোঃ - ৯৮৩৬১৮৪৭১২

৫২ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ২৯ ভাদ্র - ৪ আশ্বিন, ১৪২৫ ঃ ১৫ সেপ্টেম্বর - ২১ সেপ্টেম্বর , ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 47, 15 September - 21 September 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : শনিবার : মাঝেরহাট সেতু পতনের অভিঘাত অব্যাহত

রাজ্যে। তারই মধ্যে আতঙ্ক বাড়িয়েছে শিলিগুড়ি থেকে মাত্র ২৫ কিলোমিটার দূরে ফাঁসিদেওয়ায় সেতু ভেঙে পড়া। নিন্দুকেরা বলছেন, বারবার উত্তরবঙ্গে এসেও বিপর্যয় রোধ করতে পারেন নি মুখ্যমন্ত্রী।

রবিবার : সোশ্যাল মিডিয়া এখন সরকারের মাথা ব্যাথার

কারণ। ছোট বড় সমস্ত ঘটনা হুড়মুড় করে প্রতিক্রিয়া সহ চলে আসছে প্রতি সেকেন্ডে। থাকছে গুজব, মিথ্যা প্রচার ও অতিরঞ্জিত বক্তব্য। তাই রাজ্য সরকার নজরদারি শুরু করেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যার আওতায় থাকছেন সচিবরাও।

সোমবার : মানবিক কারণে রাজীব গান্ধি হত্যা মামলায় অভিযুক্ত

সাতজনকেই মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল তামিলনাড়ু সরকার। সুপারিশ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজ্যপালের কাছে। বিরোধীরা অবশ্য বলছেন আগামী নির্বাচনে তামিল ভোট টানতেই এই সিদ্ধান্ত।

মঙ্গলবার : সেতু সংস্কারে টাকা দিচ্ছে না অর্থ দফতর। এই

অভিযোগে মশগুল সারা রাজ্য। তার মধ্যে আগামী দুর্গাপুজোয় পুজো কমিটিগুলোকে দেওয়ার জন্য ২৮ কোটি টাকা দেওয়ার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। উঠে আসছে রাজ্যবাসীর তীব্র প্রতিক্রিয়া।

বুধবার : পেট্রোল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধিতে সরকারের বাড়তি

আয় নিয়ে জোর জল্পনা চলছে দেশজুড়ে। কর ছাড় দিতে রাজি ছিল না কোনও সরকারই। শেষ পর্যন্ত টানাপোড়েনের রাজনীতিতে বাজিমাত করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লিটার পিছু ছাড় দিলেন ১ টাকা।

বৃহস্পতিবার : কলকাতা আছে কলকাতাতেই। প্রচারের ফানুস ভেদ

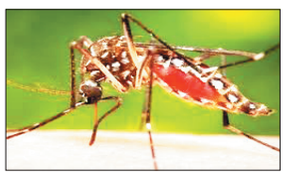

করে আক্রমণ ডেঙ্গুর। ঘোষণায় অন্তত চেষ্টা করছে পুরসভা। তবুও বাড়ছে ডেঙ্গুতে মৃত্যু। একমাত্র উপায় তথ্য গোপন। সেটাই চলছে পুরোদমে।

শুক্রবার : দ্বিতীয় হুগলি

সেতু দিয়ে যাওয়া আসায় আগামী অক্টোবর থেকে দিতে হবে না টোল ট্যাক্স। আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও এই ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। এতে নাকি যানজট ও দূষণ কমবে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

...সহিয়া নীরব ব্যাথা : মন্ত্রী, আমলা সহ ভিআইপিদের যাত্রা নয়নাভিরাম করতে সবুজে সেজেছিল দ্বিতীয় হুগলি সেতুর একাংশ। নীল-সাদা টবের সমারোহ জানিয়ে দিচ্ছিল কলকাতার আধুনিকতা। মাঝেরহাট সেতু পতনের পর মোহভঙ্গ হয়েছে বিশেষ অঞ্চলের। ব্রিজ ভারী হয়ে যাওয়ার ভয়ে লক্ষ লক্ষ সরকারি টাকার সৌন্দর্যের স্থান হয়েছে ব্রিজের নিচে পথের ধুলোয়। ছবি : অরুণ লোধ

অটল প্রজ্ঞায় টলমল রাজ্য

ওঙ্কার মিত্র

এক দেশপ্রেমী পুরুষ এসে ভারতবর্ষের মানচিত্রের সামনে দাঁড়ালেন। জাদুদণ্ড হাতে নিয়ে মানচিত্রের উপরে বুলিয়ে এক চতুর্ভূজ এঁকে দিলেন। লহমায় পাল্টে গেল উন্নয়নের দিশা। দেশজুড়ে শিল্প, কৃষি ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনের ছোঁয়ায় প্রাণ ফিরে পেল ভারতবাসী। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলকে খুব সংক্ষেপে ও গভীরতায় এভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। ভারতবাসীর রাজনৈতিক অজ্ঞতায় অটলজি আর ক্ষমতায় ফেরেননি বটে কিন্তু তাঁর সোনালী চতুর্ভূজ প্রকল্প দেশবাসীর হৃদয়ে প্রতিদিন প্রতিপলে শ্রদ্ধার অনুরণন তোলে। তাঁর সাম্প্রতিক প্রয়াণে সেই অভিব্যক্তিই জানিয়েছে ভারতবাসী।

ইতিহাস বলে, জিটি রোড নির্মাণ করে প্রথম দেশের দুই প্রান্তকে জুড়ে মানুষের মনে স্থায়ী জায়গা দখল করে আছেন দূরদর্শী শাসক শের শাহ। অটলজি তারই আধুনিক প্রতিচ্ছবি। পাঁচ বছরের জমানা, একটি কালজয়ী প্রকল্প, নিলডাউন থেকে দুপায়ে খাড়া দেশ। অটলবিহারী শেষ ক্ষমতায় এসেছিলেন ১৯৯৯ সালে। দেশের চারটি মুখ্য শহর দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই, চেন্নাই সহ ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে জুড়ে সোনালী চতুর্ভূজের পরিকল্পনাটা রচনা করা হয় তার আগে ১৩ মাসের শাসনে। ১৯৯৯ সালের ৬ জানুয়ারি এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন অটলবিহারী। ২০০১ সালে শুরু হয় সিক্স ও ফোর লেন সড়কের জয়যাত্রা। মোট দৈর্ঘ্য ৫৮৪৬ কিলোমিটার। প্রকল্প ব্যয় ৬০০ বিলিয়ন টাকা। পরিকল্পনা, জমি অধিগ্রহণ সহ নানা জটিল অঙ্ক পেরিয়ে শুরু হল নির্মাণের কাজ। হাইওয়েতে জুড়ে গেল চারটি মেগা শহর। ছুঁয়ে গেল আহমেদাবাদ, বেঙ্গালুরু, ভুবনেশ্বর, কটক, জয়পুর, কানপুর, পুনে, সুরাট, বিজয়ওয়াড়া, আজমের, ভাইজাগ, বুদ্ধগয়া, বারানসী, আগ্রা, ধানবাদ, গান্ধিনগর, উদয়পুর ও ভাদোদরা। ভারতবর্ষের ইতিহাস-ভূগোল মিলেমিশে একাকার। কথা ছিল ২০০৬ সালে শেষ হবে সোনালী চতুর্ভূজ। জমিজমার সমস্যা ও নানা প্রশাসনিক জটিলতায় লেগে গেল বাড়তি আরও ৬ বছর। ২০১২ সালে শেষ হল ভারতের সবচেয়ে বড় ও বিশ্বের পঞ্চম বৃহৎ হাইওয়ে প্রকল্প। ততদিনে অটলবিহারী ক্ষমতা ছেড়ে বসবাস করছেন ভারতবাসীর হৃদয়ে। আজও হাইওয়ে পেরোবার সময় বারবার ভেসে ওঠে তাঁর মুখচ্ছবিটা।

সোনালী চতুর্ভূজের এই ১২ বছরের সফরে প্রথমেই বাজিমাৎ করেছে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ। প্রথমে ১৪৫৪ কিলোমিটারের দিল্লি-কলকাতা ও পরে ১৬৮৪ কিলোমিটারের কলকাতা-চেন্নাই হাইওয়ে পেয়েছে এই রাজ্য।

এরপর পাঁচের পাতায়

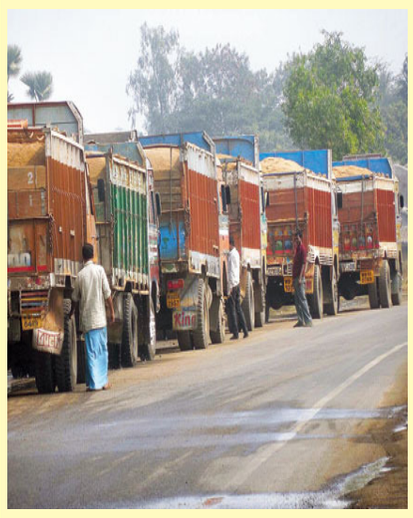

সোনালী চতুর্ভূজ

প্রথম জুড়ল দিল্লি-কলকাতা (এনএইচ২)।

দ্বিতীয় বারে কলকাতা-চেন্নাই (এনএইচ ৬), খড়্গপুর-বালেশ্বর (এনএইচ ৬০), বালেশ্বর-চেন্নাই (এনএইচ ৫)।

তৃতীয় খেপে মুম্বই-বেঙ্গালুরু (এনএইচ ৪), বালাসোর-কৃষাণগিরি, তামিলনাড়ু (এনএইচ ৭), কৃষাণগিরি-নিকট চেন্নাই (এনএইচ ৪৬)।

চতুর্থ ও শেষ খেপে দিল্লি-কিষাণগড় (এনএইচ ৮), আজমের বাইপাস (এনএইচ ৭৯এ), নাসিরাবাদ-চিতোরগড় (এনএইচ ৭৯), চিতোরগড়-উদয়পুর (এনএইচ ৭৬)।

পতনের ত্রিভূজ

২০১৩ সালে ভেঙে পড়ে উল্টোডাঙা ব্রিজ।

২০১৬ সালে পতন হয় পোস্তা উড়ালপুলের।

এবার ২০১৮ সালে ভেঙে পড়ল মাঝেরহাট ব্রিজ।

আলিপুর থেকে ডাঃ হারবার

চার থানা স্থানান্তকরণে আইনজীবীমহলে বিক্ষোভ

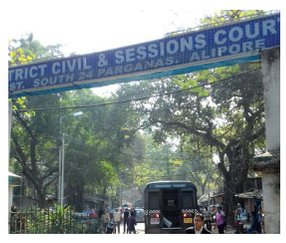

নিজস্ব প্রতিনিধি : আদালতে লক্ষ লক্ষ মামলা জমে থাকায় এমনিতেই সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। তার উপর যদি চেনা জায়গা ছেড়ে দূরে কোথাও মামলা স্থানান্তরিত হয় তাহলে আর যন্ত্রণার অন্ত থাকবে না। সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার আলিপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের এক সভার নির্যাস থেকে জানা গেল যে, বজবজ, মহেশতলা, বিষ্ণুপুর এবং রবীন্দ্রনগর থানা এলাকা আলিপুর আদালত ছেড়ে পাড়ি দিচ্ছে ডায়মন্ড হারবার এলাকা ভুক্ত হওয়ার জন্য। ইতিমধ্যেই নাকি এই প্রস্তাব এসেছে বার অ্যাসোসিয়েশনের কাছে। তাই বার অ্যাসোসিয়েশন এক সভা করে জানিয়ে দিয়েছে সাধারণ মানুষের কষ্টের কথা। তাদের দাবি প্রস্তাবিত থানা এলাকার অধিবাসীদের আলিপুরে আসা অনেক সহজ ডায়মন্ড হারবারে যাওয়ার থেকে। যদি ৭ দিনের মধ্যে এই প্রস্তাব ফিরিয়ে নেওয়া না হয় তাহলে তাঁরা বিক্ষোভে সামিল হবেন।

জেলার মানুষের সুবিধার্থে মহকুমা গুলিতে আদালত তৈরি করে সেখানে বিচার ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই সরকার গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন মহকুমায় ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে আদালতের পরিকাঠামো। সম্প্রতি ডায়মন্ড হারবার আদালতও চালু হওয়ার মুখে। অথচ সরকারের প্রস্তাবে সেটাই এখন প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। বার অ্যাসোসিয়েশনের কর্তাদের দাবি এমন অবিবেচকের মতো প্রস্তাবে যদি যন্ত্রণা কমার থেকে বেড়ে যায় তাহলে পুরো উদ্দেশ্যটাই বিফলে যাবে।

অর্থাভাবে আটকে টাউন হলের সংস্কার

সদিচ্ছার প্রশ্ন তুলছে পুজো অনুদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন শারদোৎসবের ঢাকে কাঠি পড়তেই কলকাতা পুরসংস্থার কোষাগার থেকে মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় দেড় কোটির অধিক অর্থের ব্যয় গৃহীত হল। কলকাতা পুলিশের হিসাব মতো কলকাতা মহানগরে বারোয়ারি পুজো সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। এর মধ্যে প্রায় দেড় হাজার পুজো কমিটিকে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতো ১০ হাজার টাকা করে সরকারি অনুদান দেবে কলকাতা পুরসংস্থা। যা ভূ ভারতে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। গত ১১ সেপ্টেম্বর পুজোর প্রস্তুতি সংক্রান্ত এক বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, পুর মহাধ্যক্ষ খলিল আহমেদ, বিশেষ মহাধ্যক্ষ, তাপস চৌধুরী সহ পুরসংস্থার পদস্থ আধিকারিকরা। এরই সঙ্গেই কলকাতায় মহিলা পরিচালিত পুজো কমিটিগুলিকে বিশেষ সাহায্যও করা হবে।

এদিকে পুর বামফ্রন্ট নেত্রী ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বরিষ্ঠ পুরপ্রতিনিধি রত্না রায় মজুমদারের বক্তব্য, কলকাতা পুরসংস্থার প্রস্তাব মেনে রাজ্যের পূর্ত দফতর কলকাতার ঐতিহ্যশালী টাউন হল সংস্কারের কাজে হাত দিলেও অর্থাভাবে তা গতি হারাচ্ছে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এই সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। ২০১৯-এর আগস্টের মধ্যে এই কাজ শেষ করার কথা।

এরপর ছয়ের পাতায়

চলছে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী নির্বাচনের আগে এবারের বাৎসরিক বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। স্বভাবতই নির্বাচন কমিশন অন্যান্য বছরের রীতি ভেঙে চলতি সংশোধনের সময় নির্ধারণ করেছে দু মাস। শুরু হয়েছে গত ১ সেপ্টেম্বর। এদিনই প্রকাশিত হয়েছে, খসড়া তালিকা । চলবে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। এই সময়ে বিএলও (বুথ লেভেল অফিসার)-রা বসবেন প্রত্যেকটি ভোটকেন্দ্রে। সাধারণ মানুষ যারা আগামী ১ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখের ভিত্তিতে ১৮ বছর পূর্ণ করবেন তারা ওই সব কেন্দ্রে এসে ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন ৬ নম্বর ফর্মে। যারা ইতিমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তাদেরকে বিয়োজন, সংশোধন ও স্থানান্তরের আবেদন করতে হবে যথাক্রমে ৭, ৮ এবং ৮এ ফর্মে। এরপর শুনানি, গ্রহণ ও বর্জন। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে আগামী বছর ৮ জানুয়ারি। উল্লেখ্য চারটি রবিবার ৯ ও ২৩ সেপ্টেম্বর এবং ৬ এবং ২৮ অক্টোবর নির্ধারিত হয়েছে বিশেষ প্রচার হিসাবে।

এরপর ছয়ের পাতায়

সাগরে যাওয়ার বিকল্প পথ হতে পারে হুগলি নদী

কুনাল মালিক

পুজো মিটতে না মিটতেই শুরু হয়ে যাবে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গঙ্গাসাগর মেলার কাউন্ট ডাউন। মাঝেরহাট সেতু বিপর্যয়ের পর রাজ্য সরকার তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের কপালে চিন্তার ভাঁজ। কারণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ডায়মন্ড হারবার রোড ধরে মাঝের হাট দিয়েই কাকদ্বীপের লট নম্বর আটে পৌঁছায়। তার পর মুড়িগঙ্গা পেরিয়ে কচুখালি হয়ে গঙ্গাসাগর ধাম। ট্রেন পথে পুণ্যার্থীদের সামান্য শতাংশ যাতায়াত করেন। রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের অন্দরে প্রশ্ন জাগছে আগামী ৩ মাসে আদৌ কি মাঝেরহাট ব্রিজ সারানো সম্ভব হবে? মাঝেরহাটের নীচে দিয়ে কী বিকল্প পথ এত কম সময়ের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে? তাহলে গঙ্গাসাগর যাবার বিকল্প পথ কি? নানা দফতর

নানা মত দিচ্ছেন। কেউ বলছেন বাবুঘাট থেকে ভিন রাজ্যের পুণ্যার্থীদের বাসগুলি ইএম বাইপাস দিয়ে বারুইপুর হয়ে ডায়মন্ড হারবার রোড ধরানো হবে। কিন্তু যানজটে ইএম বাইপাসে এমনিই প্রতিদিন নাজেহাল হচ্ছেন মানুষ। নতুন করে তাহলে আরও সমস্যা তৈরি হবে নাতো? আমাদের পত্রিকার পক্ষ থেকে রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিদের কাছে একটি প্রস্তাব রাখলাম। আগামী গঙ্গাসাগর মেলায় পুণ্যার্থীদের যাওয়ার জন্য বাবুঘাট থেকে হুগলি নদী পথ কি ব্যবহার করা যায় না? রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সপার্ষদ বছর চারেক আগে এই পথেই গঙ্গাসাগর গিয়েছিলেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

জলপথ : পরিবহনের ভিন্ন অভিমুখ

কল্যাণ রায়চৌধুরী

মূলত পরিবহন ব্যবস্থার দুটি রূপ। একটি যাত্রী পরিবহন ও অন্যটি 'কার্গো' অর্থাৎ মাল পরিবহন। সাধারণত, এই পরিবহনগুলি হয়ে থাকে তিনটি পদ্ধতিতে। একটি স্থলপথ, একটি জলপথ ও আরেকটি আকাশপথে। কম ব্যয়ে তুলনামূলক দ্রুত গতির পরিবহন হল স্থলপথ। আধুনিক বিশ্বে এই পরিবহন ব্যবস্থাই বেশি জনপ্রিয় হয়েছে। ভারতে জনপদ বৃদ্ধির হার যত বেড়েছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়েছে স্থলপথ পরিবহন ব্যবস্থা। পাশাপাশি আকাশপথ পরিবহন ব্যবস্থারও উন্নতি হয়েছে। কিন্তু প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে জলপথ পরিবহন ব্যবস্থার। তবে আকাশপথ পরিবহন রীতিমতো ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় কম ব্যয়ের তুলনামূলক দ্রুত গতিসম্পন্ন স্থলপথ পরিবহনের গুরুত্ব বেড়েছে সবথেকে বেশি। আর জলপথ পরিবহন গুরুত্বহীন হয়ে পড়ায় নদী খালগুলি ক্রমশ জলহীন হয়ে শুকিয়ে হারিয়ে যেতে বসেছে। নদীমাতৃক দেশ ভারতবর্ষের ততোধিক নদীমাতৃক রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের নদীমাতৃক উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাদ্বয় আজ ক্রমশ নদীহীন ও অসহায় হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় একটা সময় জলপথ পরিবহনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কিন্তু স্বাধীনোত্তর কালে স্থল পরিবহন বা সড়ক পরিবহনকে প্রাধান্য দেওয়ায় জলপথ পরিবহন ব্যবস্থা আজ বিলুপ্ত।

ইদানিং একের পর এক যে হারে উড়ালপুল বিপর্যয় ঘটে চলেছে তাতে জলপথ পরিবহন নিয়ে নতুনভাবে ভাবনাচিন্তা করার সময় হয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞমহল। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বিশিষ্ট লেখক ও ইতিহাস সমীক্ষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় বলেন, 'পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে পর্তুগিজরা বাণিজ্য ও রাজ্য বিস্তারের জন্য জলপথে প্রথমে ভারতবর্ষে আসেন। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় ইছামতী, চূর্ণি, যমুনা, সরস্বতী, বিদ্যাধরী, পোর নদী, চালুন্দিয়া নাম 'বাঘের খাল'। নদিয়া জেলার মদনপুরের কাছে কালীডাঙা হল যমুনা নদীর উৎসমুখ। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য এই যমুনা নদী দিয়েই গোবরডাঙায় এসে

ইত্যাদি নদীগুলির অনেকেই আজ মৃত এবং কোনও কোনও নদী মৃতপ্রায়। হুগলির ত্রিবেণীর মাঝখানে গঙ্গা, পশ্চিমে সরস্বতী ও পূর্বে যমুনা আলাদা হয়েছে। যেখান থেকে সেই জায়গাটার নাম মুক্ত ত্রিবেণী। গঙ্গা থেকে যেখানে যমুনা আলাদা হয়েছে, সেখানকার ইছাপুরের জমিদার রাঘব সিদ্ধান্ত বাগীশকে উচিত শিক্ষা দিতে শিবির গেড়েছিলেন। যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গমস্থল টিপি'র কাছে তিনি নৌকা গড়েছিলেন বহির্শত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্যে। যমুনার দৈর্ঘ্য ৫৪ কিমি।

এরপর পাঁচের পাতায়

নতুন সপ্তাহের শুরুতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল বেয়াররা, বেশ নিচে অর্থবাজার

পার্থসারথি গুহ

নতুন বছর অর্থাৎ ২০১৮–র শুরুটাই হয়েছিল বড় মাপের একটা ঝাঁকুনি দিয়ে। তাতে আবার কিছু সংস্কারপন্থী মানুষ চমকে উঠেছিলেন আগাম কোনও অশনি সঙ্কেতের কথা ভেবে। যদিও কারেকশন যে স্বাভাবিক নিয়মে আসবে তা জানা কথাই ছিল। কিন্তু কবে সেটা সংগঠিত হবে তা নিয়ে সন্দেহ থেকে যাচ্ছিল। সেইসব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মাস ছয়েক আগেই ১০–১২ শতাংশের সেই কারেকশনের বৃত্ত সম্পূর্ণ করেছে নিফটি মহারাজ। অনেকটা পড়তে দেখা গিয়েছে সেনসেক্সকেও। বহু প্রতীক্ষিত সেই সংশোধনী আরম্ভ হয়েছিল ফেব্রুয়ারির একেবারের প্রথম থেকে। যাতে একধাক্কায় নিফটি ও সেনসেক্স বেশ ভালো রকমের পয়েন্ট খুইয়ে বসে। তৎকালীন অবস্থায় ১১,২০০–র নিফটি ৯০০ পয়েন্টের বেশি হারিয়ে ও সেনসেক্স প্রায় ৩ হাজার পয়েন্টের মেদ ঝরিয়ে নেমে আসে অনেকটাই নিচে। এরপর ফের বাজারের চাবিকাঠি হাতে নিয়ে নেয় বুলরা। বস্তুত, তাঁদের লাগাতার কেনার ওপর ভর করে (যাতে সমানভাবে শরিক হয় দেশি ও বিদেশি ফান্ড) ভারতীয় অর্থ

অর্থনীতি

সূচক জোর আগের উচ্চতাকে তো ছাড়িয়ে যায়ই নতুন টপ করে ফেলে অল্প সময়ের মধ্যে।

এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো আমেরিকা তথা গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে যে সাময়িক মন্দা দেখা দিয়েছে তা যত দ্রুত কাটবে ততটাই তাড়াতাড়ি ভারত সহ অন্যান্য বাজার শুধরে যাবে। আর সেই কারেকশন বিশ্বব্যপী যতটাই দীর্ঘায়িত হবে ততটাই নিচের দিকে ঝোঁক থাকবে তামাম বাজারের। যথারীতি ভারতের বাজারেও আপাতত এই চড়াই–উতরাইয়ের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হবে। এরকম অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই অর্থবাজারে ট্রেড করতে হবে খুব সাবধানে। কম দামে পাচ্ছি বলে

হামলে কেনা যেমন চলবে না, তেমনই ভালো শেয়ার ঠিকঠাক দাম না পেলে বিক্রি করাটাও ঠিক হবে না। এক্ষেত্রে যেটা করা যেতে পারে সেটা হল সাপোর্টের জায়গায় বারংবার কেনো আর রেজিস্ট্যান্স দেখলেই বেচো। এই নীতি চালিয়ে যেতে হবে ততদিন যতদিন বাজার পুরোপুরি ঠিক হচ্ছে না। এই অস্থিরতা যেমন আশঙ্কা জাগাবে পদে পদে, ঠিক তেমনই ট্রেডিংয়ের নানা কলাকৌশলেও রপ্ত করে তুলবে সাধারণ লগ্নিকারীদের।

এই মুহূর্তে হয়তো নিফটি আরও খানিকটা নিচে আসলেও আসতে পারে। সেক্ষেত্রে ১০,৪০০–১০,৭০০ হবে খুব আকারের সাপোর্ট। অবশ্য এটা তখনই হবে যখন ১১ হাজার ভাঙবে। তার আগে হয়তো বারবার ১১ হাজারের মানসিক সাপোর্ট নিয়ে বাজার ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে। আর রেজিস্ট্যান্স বলতে আপাতত ১১,৭০০–র কাছেপিঠের জায়গা। অর্থাৎ ওপর নিচ মিলিয়ে ১ হাজার পয়েন্টের একটা জায়গার মধ্যে ঘোরাফেরা করবে সূচক। যতক্ষণ ওপরের জায়গাটার ওপর নিফটি না দাঁড়াতে পারছে সাবলীলভাবে ততদিন ওপরে গেলে বেচতে হবে একাধিকবার। আর ১০,৬০০–র কাছেপিঠে (অবশ্যই কড়া স্টপ লস দিয়ে) কিনে নিতে হবে সেটা। শেয়ারের ক্ষেত্রেও চেনা সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স মেনে কাজ করতে হবে এই মুহূর্তে।

বাজার অনেকটা পড়লেও সব শেয়ার যে একদম ব্যাপকভাবে পড়ে যায় বা গিয়েছে তা কিন্তু নয় মোটেই। বরং বেশ কিছুশেয়ার এই অস্থিরতার মধ্যেও নতুন উচ্চতা খুঁজে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের চলাফেরায় যে বলিষ্ঠ ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা তাদের ত্রৈমাসিকে ফলাফলের গুণে বলীয়ান। আগামী দিনেও এই মিড ক্যাপ ও স্মল ক্যাপ সেক্টর যে চলবে তার ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে ভরপুরভাবেই। তারসঙ্গে আবার আইটি ও ফার্মা আবার নতুন করে যে প্রাণ খুঁজে পাচ্ছে এটাও নিঃসন্দেহে একটা বড় ঘটনা। এর সঙ্গে কিছু লার্জ ক্যাপের শেয়ারও ভালো চলাফেরা দেখাতে শুরু করেছে। তবে এই কয়েকদিনে বিদেশিদের একটা বড় বিক্রি যেমন লক্ষ্য করা গিয়েছে তেমনই ভারতীয় ফান্ডগুলো আবার কেনা শুরু করেছে বড় আকারে। সেটা প্রায় মাসখানেক চলার পর, লাভ ওঠাবার জন্যই হয়তো এবার আবার ডিআইআইরা একটু বিক্রি–বাট্টা করছেন। সেজন্যই বড় ধরনের কারেকশন হলেও তা সামলে নিতে পারছে ভারতের অর্থবাজার। আগামীদিনেও এই প্রবণতা অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা প্রবল।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৫ সেপ্টেম্বর – ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

মেষ : মনের উদ্যম থাকলেও মাঝে মাঝে অবসাদ আসবে। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় ও চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। গৃহে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টা ভাল। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। ব্যবসায় লাভ যোগ রয়েছে।

বৃষ : শিক্ষায় অমনোযোগিতার জন্য মনের মত ফল পাওয়া যাবে না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য হানির যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পারবেন। শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

মিথুন : একটু বুদ্ধি বিবেচনা করে চললে আপনি লাভবান হবেন। বন্ধুদের থেকে সাবধান হতে হবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আয় মোটামুটি হবে। ব্যবসায় লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মস্থলে শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।

কর্কট : দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে অবহেলা করবেন না। মনের মধ্যে বিভিন্নরকম সন্দেহ বাসা বাঁধতে পারে, মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে নতুনের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করুন তাতে আপনার ভাল হবে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে।

সিংহ : স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আপনার শিল্পীবোধ অন্যকে আকৃষ্ট করবে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ বাধা বিঘ্ন আসবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে মনের মত ফল পাবেন না। কিন্তু অর্থ আসবে। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। দৈব দুর্ঘটনার যোগ।

কন্যা : বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। লেখাপড়ায় বাধার মধ্যে দিয়েও সফলতা পাবেন। মানসিক শক্তির জোরে অসাধ্য সাধন করতে সমর্থ হবেন। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করলে যথেষ্ট ভাল ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে।

তুলা : কর্মস্থলে সুনাম যশ বৃদ্ধি পাবে। চলাফেরায় সাবধান থাকতে হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা। পূর্ব পরিকল্পিত কাজগুলি সুন্দর ভাবে করতে সক্ষম হবেন। বয়স্করা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : সন্দেহের বশে অন্যকে কটু কথা বলবেন না। ভ্রাতা বা ভগ্নীর দ্বারা উপকৃত হবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। কিন্তু চেষ্টা করলে সফলতা আসবে। ব্যবসায়ে লাভযোগ লক্ষিত হয়।

ধনু : গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। জপ, ধ্যানের দ্বারা শান্তি আনতে হবে। শরীর ভাল যাবে না, ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট, যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে বাধার মধ্যেও শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাওয়ার যোগ রয়েছে।

মকর : মনের উদ্যম নিয়ে এগিয়ে চলুন সফলতা আসবে। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। যাঁরা জমিজমা কাজে লিপ্ত তা ভাল ফল পাবেন অর্থাৎ লাভবান হবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। শিরঃপীড়ায় বা চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

কুম্ভ : প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হতে হবে। খুব চিন্তা–ভাবনা করে মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন। জেদের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করতে যাবেন না। পড়াশুনায় ভাল ফল পাওয়া যাবে। কর্মযোগ শুভ।

মীন : লেখাপড়ায় ভাল ফল পেতে পারেন। আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। কর্মে উন্নতি বা নতুন কর্ম লাভের যোগ রয়েছে। গৃহে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন।

রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরে ৭৬১৫ স্টাফ নার্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৭,৬১৫ জন স্টাফ নার্স, গ্রেড–টু নেবে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর। প্রার্থী বাছাই করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারির ডিপ্লোমাধারী পুরুষ প্রার্থীরাও আবেদন যোগ্য। এই নিয়োগের অ্যাব্রিজড্ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর : R/SN/53(1)/1/2018.

শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারির ডিপ্লোমা : মোট শূন্যপদ ৪,৫২৯টি (সাধারণ ২৩৫৫, তফসিলি জাতি ৯৯৬, তফসিলি উপজাতি ২৭২, ওবিসি–এ ৪৫৩, ওবিসি–বি ৩১৭, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১৩৬)। এর মধ্যে ২৩৫টি অসংরক্ষিত, ১০০টি তফসিলি জাতি, ২৭টি তফসিলি উপজাতি, ৪৫টি ওবিসি–এ, ৩২টি ওবিসি–বি এবং ১৪টি দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট শূন্যপদ পুরুষ প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত।

বেসিক বি এসসি নার্সিং : মোট শূন্যপদ ২,২৯৯টি (সাধারণ ১,১৯৫, তফসিলি জাতি ৫০৬, তফসিলি উপজাতি ১৩৮, ওবিসি–এ ২৩০, ওবিসি–বি ১৬১, দৈহিক প্রতিবন্ধী ৬৯)।

পোস্ট বেসিক বিএসসি নার্সিং : মোট শূন্যপদ ১৩৮টি (সাধারণ ৭২, তফসিলি জাতি ৩০, তফসিলি উপজাতি ৮, ওবিসি–এ ১৪, ওবিসি–বি ১০, দৈহিক প্রতিবন্ধী ৪)।

এছাড়া পূর্বের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ৬৪৯টি শূন্যপদ এখনও পূরণ করা হয়নি। এই ৬৪৯টি শূন্যপদে নিয়োগের প্রক্রিয়া এবার শুরু হয়েছে। তার মধ্যে জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডওয়াইফারি যোগ্যতায় ৪৭১টি, বেসিক বিএসসি (নার্সিং) যোগ্যতায় ৮২টি এবং পোস্ট বেসিক বিএসসি (নার্সিং) যোগ্যতায় ৯৬টি শূন্যপদ সংরক্ষিত।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbhrb.in প্রার্থীর চালু–ই মেল আইডি থাকতে হবে। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করা যাবে ১৭ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। বিস্তারিত জানতে আগ্রহীরা ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে নজর রাখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

রাজ্য পোস্টাল সার্কেলে ২৪২ মাল্টি টাস্কিং স্টাফ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাল্টি টাস্কিং স্টাফ পদে ২৪২ জনকে নিয়োগ করবে কেন্দ্রের ডাক বিভাগ। নিয়োগ করা হবে পশ্চিমবঙ্গ পোস্টাল সার্কেলের অন্তর্গত বিভিন্ন ডিভিশন ও ইউনিটে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : Rectt/R–46/DR/2014.

মোট শূন্যপদ : ২৪২টি। ক্যাটেগরি অনুসারে শূন্যপদ : সাধারণ ১৪০, তফসিলি জাতি ৪১, তফসিলি উপজাতি ১৪, ওবিসি ৪৭)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী, ৩টি করে শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী এবং অস্থিসংক্রান্ত (একটি হাত ক্ষতিগ্রস্ত বা পেশির দুর্বলতা আছে) প্রতিবন্ধী, ১টি করে শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী ফোর, দৈহিক প্রতিবন্ধী ফাইভ ক্যাটেগরি এবং ২৪টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

ডিভিশন বা ইউনিট অনুসারে শূন্যপদ : পোস্টাল স্টোর্স ডিপো কলকাতা : ২৭টি, এমএমএস কলকাতা, ১৬টি, দক্ষিণ কলকাতা : ২৯টি, উত্তর কলকাতা : ১৪টি, কলকাতা জিপিও : ৭টি, মধ্য কলকাতা : ১টি, পূর্ব কলকাতা : ১টি, বড়বাজারে হেড অফিস : ১২টি, নর্থ প্রেসিডেন্সি : ৭টি, সাউথ প্রেসিডেন্সি : ১টি, নদিয়া উত্তর : ১টি, মুর্শিদাবাদ : ২টি, বীরভূম : ৬টি, আলিপুর হেড অফিস ১টি, আসানসোল : ৩টি, বাঁকুড়া : ১টি, হাওড়া : ৪টি, মেদিনীপুর : ১১টি, বর্ধমান : ১টি, উত্তর হুগলি : ৩টি, পুরুলিয়া : ১টি, তমলুক : ৪টি, জলপাইগুড়ি : ১টি, দার্জিলিং : ১টি, কোচবিহার : ১টি, রেলওয়ে মেল সার্ভিস শিলিগুড়ি : ৩টি, পোস্টাল স্টোর্স ডিপো শিলিগুড়ি : ৪টি, কলকাতা রেলওয়ে মেল সার্ভিস : ৬টি,

কাজের খবর

কলকাতা এ পি সর্টিং : ১৯টি, রেলওয়ে মেল সার্ভিস ওয়েস্ট বেঙ্গল : ১৭টি, রেলওয়ে মেল সার্ভিস এইচ : ৯টি, রেলওয়ে মেল সার্ভিস এস বি : ১১টি, ফরেন পোস্ট : ১৩টি, আন্দামান ও নিকোবর আইল্যান্ড : ২টি, সার্কেল স্ট্যাম্প ডিপো : ১টি।

প্রার্থী যে–কোনও একটি ডিভিশন বা ইউনিটের শূন্যপদের জন্যই আবেদন করতে পারবেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক পাশ, সঙ্গে স্থানীয় ভাষা জানতে হবে। স্থানীয় ভাষাটি অবশ্যই দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ে থাকতে হবে।

বয়স : ৪–১০–২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ১৮,০০০–২৯,৭০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি ১০০ নম্বরের কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে এই সব বিষয় : জেনারেল নলেজ, ম্যাথমেটিক্স, ইংলিশ এবং সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ভাষা। মোট সময়সীমা ২ ঘন্টা। পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল (ব্র্যাকেটে সিটি কোড) : কলকাতা (০০১), শিলিগুড়ি (০০২), গ্যাংটক (০০৩), পোর্ট ব্লেয়ার (০০৪), মেদিনীপুর (০০৫), হাওড়া (০০৬), বর্ধমান (০০৭), বহরমপুর (০০৮)।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : http://cpmg-wbrecruit.in/recmtssep18 প্রার্থীর ই–মেল আইডি থাকতে হবে। দরখাস্তের শেষ তারিখ ৪ অক্টোবর। প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের সময় পাওয়া ইউনিক রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং পাসওয়ার্ড লিখে রাখবেন। এগুলি পরে কাজে লাগবে। অনলাইন দরখাস্তের সময় প্রার্থীর জেপিজি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফটো (২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং সই (২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন।

অ্যাপ্লিকেশন ফি বাবদ দিতে হবে ১২০ টাকা এবং পরীক্ষার ফি বাবদ দিতে হবে ৪০০ টাকা। মহিলা, তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের পরীক্ষার ফি লাগবে না। ফি জমা দেওয়া যাবে ই–পেমেন্ট সুবিধাযুক্ত যে–কোনও পোস্ট অফিসে, চালানের মাধ্যমে। পোস্ট অফিসের তালিকা পাবে উপরোক্ত লিঙ্কে। চালানের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৮ অক্টোবর। তবে, চালান ডাউনলোড করে নিতে হবে ৪ অক্টোবরের মধ্যে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.westbengalpost.gov.in প্রয়োজনে ই–মেল করতে পারেন এই ঠিকানায় : mtsexam2018@gmail.com

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ বিতরণ নিগমে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেশ কিছু অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার নেবে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ বিতরণ নিগম। নিয়োগ হবে ইলেক্ট্রিক্যাল, সিভিল, মেকানিক্যাল এবং ইনফর্মেশন টেকনোলজি অ্যান্ড কমিউনিকেশন শাখায়। প্রার্থীকে গেট–২০১৯ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং বৈধ স্কোর কার্ড থাকতে হবে। এই নিয়োগের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নম্বর : MPP/2018/03.

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয় বা ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স (কম্বাইন্ড) বা পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৪ বছরের বিই বা বি টেক বা বিএসসি

ইঞ্জিনিয়ারিং)। অথবা ফিজিক্সে অনার্স–সহ বিএসসি, সঙ্গে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৩ বছরের বিটেক। সেইসঙ্গে অবশ্যই ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ই ই) বিষয়ে গেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয় বা কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৪ বছরের বিই বা বিটেক বা বিএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং)। পাশাপাশি, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (সিই) বিষয়ে গেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৪ বছরের বিই বা বিটেক বা বিএসসি বা বিএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং)। পাশাপাশি, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (এমই) বিষয়ে গেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে। ইনফর্মেশন টেকনোলজি অ্যান্ড কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে ইনফর্মেশন টেকনোলজি বা কম্পিউটার সায়েন্স বা ইলেক্ট্রনিক্স বা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন বা ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশনে বিই বা বিটেক বা বিএসসি (ইঞ্জিনিয়ারিং)। কম্পিউটার সায়েন্সে এমএসসি বা এমসিএ ডিগ্রিধারীরাও আবেদনের যোগ্য। অনার্স সহ বিএসসি ডিগ্রিধারীরাও আবেদন করতে পারেন, সেক্ষেত্রে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিটেক পাশ করে থাকতে হবে। সেইসঙ্গে অবশ্যই কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইনফর্মেশন টেকনোলজি (সিএস) বিষয়ে গেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে থাকতে হবে। সবক্ষেত্রেই ফাইনাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে দরখাস্ত করতে পারেন।

বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, বিসি–রা ৩ ও দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ১৫,৬০০–৩৯, ১০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে ৫,৪০০ টাকা।

গেট পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর শূন্যপদের সংখ্যা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে এই ওয়েবসাইটে : www.wbsedcl.in যারা ২০১৯ সালের গেট পরীক্ষায় বসার জন্য আবেদন করছেন কেবল তাঁরাই উপরোক্ত পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। ২০১৯ সালের গেট পরীক্ষা হবে ২, ৩, ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি। গেট–এর জন্য অনলাইন দরখাস্ত করা যাচ্ছে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.gate.iitm.ac.in দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ অক্টোবর। দরখাস্তের পর যে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও অ্যাপ্লিকেশন নম্বর পাওয়া যাবে তার সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ বিতরণ নিগমের জন্য দরখাস্ত করা যাবে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

বিজয়া ব্যাঙ্কে ৩৩০ প্রবেশনারি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রবেশনারি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (ক্রেডিট) পদে ৩৩০ জনকে নিয়োগ করবে বিজয়া ব্যাঙ্ক। প্রথমে তিন মাসের ট্রেনিং। ট্রেনিং চলাকালীন নির্দিষ্ট হবে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। সফলভাবে ট্রেনিং শেষে নিয়োগ করা হবে জেনারেল ব্যাঙ্কিং শাখায়, জুনিয়র ম্যানেজমেন্ট গ্রেড স্কেল–ওয়ানে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 03/2018.

মোট শূন্যপদ : ৩৩০টি (সাধারণ ১৬৭, তফসিলি জাতি ৪৯, তফসিলি উপজাতি ২৫, ওবিসি ৮৯)। এর মধ্যে ৩টি করে শূন্যপদ অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী, দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও বৌদ্ধিক প্রতিবন্ধী এবং ৪টি শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৬০ শতাংশ নম্বর সহ স্নাতক, সঙ্গে কমার্স বা সায়েন্স বা ইকনমিক্স বা ল–য়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। অথবা ফিনান্সে স্পেশ্যালাইজেশন সহ এমবিএ বা বিজনেস ম্যানেজমেন্ট বা বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা। অথবা সিএ বা আইসিডব্লুএ বা কোম্পানি সেক্রেটারি কোর্স পাশ।

বয়স : ১–৮–২০১৮ তারিখে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রথমে তিন মাসের ট্রেনিং দেওয়া হবে। স্টাইপেন্ড প্রতি মাসে ১৫,০০০ টাকা। সফলভাবে ট্রেনিং শেষে নিয়োগ করা হবে প্রবেশনারি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (ক্রেডিট) পদে। তখন বেতনক্রম : ২৩,৭০০–৪২,০২০ টাকা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.vijayabank.com দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর।

এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিশদ তথ্যের জন্য আগ্রহীরা দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

শব্দবার্তা ৯৬

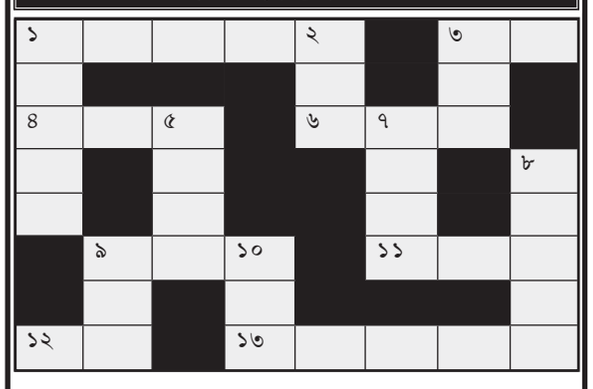

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। বিদ্যুতের সাহায্যে উৎপন্ন আলো, বিজলিবাতি ৩। পরিবার, দল ৪। জমা–খরচের খাতা ৬। শিব ৯। রহিত, রদ ১১। অন্ধকার ১২। 'দুরন্ত ঘূর্ণির এই লেগেছে–' ১৩। প্রযত্ন, উদ্যম।

উপর–নীচ

১। হিন্দুরা এই দুটো জিনিসকে পবিত্র বলে মনে করে ২। শবাধার ৩। শ্রীকৃষ্ণের এক নাম ৫। রসপূর্ণ ৭। মহিমা, ক্ষমতা ৮। সাধ্যের সীমাবদ্ধতা ৯। শিখধর্মগুরু ১০। সাহিত্যে আজকাল এই ভাষার প্রচলন বেশি।

সমাধান : শব্দবার্তা ৯৫

পাশাপাশি : ১। মারামারি ৩। অররু ৫। শশব্যস্ত ৭। নসিব ৯। নাটোর ১২ কবিরাজ ১৫। সমাজ ১৬। শতরঞ্জ।

উপর–নীচ : ১। মাসমাহিনা ২। মালিশ ৩। অধস্তন ৪। রুলি ৬। শক্ত ৮। বকশিগঞ্জ ১০। রকবাজ ১১। চারা ১৩। জড়িত ১৪ তাস।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস ● **চলমান বিক্রেতা** – প্রতাপ চক্রবর্তী।

বমাল ডাকাত ধৃত

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : সোনারপুরে ডাকাতির ছক কষার আগেই ধরে ফেলে সোনারপুর থানার পুলিশ। ক্ষিরিশতলায় একটি সোনার দোকানে ডাকাতি করার জন্য তৈরি হচ্ছিল একটি ডাকাত দল। রবিবার ভোর রাতে পুলিশের সোর্সের মাধ্যমে খবর পায় যে বেশ কিছু দুষ্কৃতী জড়ো হয়েছে ডাকাতি করার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে থানার কাছেই ক্ষিরিশতলা। পুলিশ গিয়ে তাদের হাতে নাতে ধরে ফেলে। ৪ জন ডাকাতকে ধরে ফেলে। বাকিরা পালায়। জেরার মুখে সমস্ত কিছু কবুল করে। এছাড়া উদ্ধার হয় লোহার রড, ভোজালি ও তাজা বোমা।

গৃহবধূকে খুন মদ্যপ স্বামীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : মদ খেয়ে মারধর করে মেরে গলায় দড়ি দিয়ে এক গৃহবধূকে খুন করার অভিযোগ উঠলো খোদ স্বামীর বিরুদ্ধে। মৃত গৃহ বধূর নাম শিখা মন্ডল(২৭)। মৃতার স্বামী নকুল মন্ডলকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার নিকারীঘাটা গ্রামপঞ্চায়েতের মৌখালি গ্রামের সাতমুখী খালপাড়ে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

মৃত গৃহবধুর বাপের বাড়ির লোকজনের অভিযোগ অন্যান্য দিনের মতো রবিবার রাতে নকুল মন্ডল মদ,গাঁজা খেয়ে বাড়িতে এসে শিখা দেবীর উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দেয়। খবর পেয়ে বাপের বাড়ির লোকজন গিয়ে দেখেন শিখা দেবীর মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা বিষয়টি পুলিশে জানালে ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। উল্লেখ্য, গত প্রায় আটবছর আগে নিকারীঘাটা গ্রামপঞ্চায়েতের হাতামারী গ্রামের শিখা দেবীর বিয়ে হয় মৌখালি গ্রামের পেশায় মাছ বিক্রেতা নকুল মন্ডলের সাথে। ওই দম্পতির একটি বছর সাতেকের পুত্র সন্তানও রয়েছে। বিয়ের পর থেকেই মদ গাঁজা খেয়ে শিখা দেবীর উপর অত্যাচার করতো বলে শিখাদেবীর বাবা গৌর হালদারের অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে আরো জানা গেছে শিখা দেবীকে বিয়ে করার আগে নকুল মন্ডল হুগলি জেলায় দুটি বিয়ে করে এবং সেখানেও স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে রয়েছে। নকুল মন্ডল বছর আটেক ক্যানিংয়ে এসে পুনরায় শিখা মন্ডল কে বিয়ে করে সংসার শুরু করে। হুগলি জেলায় সংসার থাকায় এবং প্রতিদিনই মদ,গাঁজা খেয়ে বাড়িতে ঢুকে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বচসা হতো বলে অভিযোগ।

এ বিষয়ে গৌরবাবু ক্যানিং থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ক্যানিং থানার পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে।

চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: ফের চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগ উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার রাতে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ ও দেখান মৃতের আত্মীয় পরিজনরা। পরে অবশ্য ক্যানিং থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। মঙ্গলবার রাতে ক্যানিং বারুইপুর রোডে বাইক দুর্ঘটনায় জখম হয় বছর পঁচিশের যুবক বাপন সরদার। দুর্ঘটনার পর জীবনতলা থানার গৌড়দহ শ্রীকৃষ্ণপুরের বাসিন্দা বাপন সরদারকে স্থানীয় ঘুটিয়ারিশরিফ ব্লক প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যায় পরিবারের লোকেরা। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করার পর বাপনকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। বাপনের পরিবারের দাবি দুর্ঘটনার পর যথেষ্ট সুস্থ ছিল বাপন। নিজের পায়ে হেঁটেই হাসপাতালে যায় সে। কিন্তু ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে পেটে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হয় তার। অভিযোগ সে কথা জানিয়ে বারে বারে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসককে জানালেও তিনি সেভাবে গুরুত্ব দেননি। ধীরে ধীরে বাপনের অবস্থা জটিল হতে শুরু করলে তাকে দুটি ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। অভিযোগ সেই ইঞ্জেকশন দেওয়ার সাথে সাথেই মৃত্যু হয় ওই যুবকের। এই ঘটনার পর চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখান রুগীর পরিবারের লোকেরা। পরে ক্যানিং থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার রাতে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়।

টোটো–লরি সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন এক মহিলা। আহত মহিলার নাম রোজিনা গাজী। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার শঙ্কর মোড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকালে কয়েকজন যাত্রী নিয়ে একটি টোটো বাসন্তী যাওয়ার সময় অপর দিক থেকে ক্যানিংয়ের দিকে আসা দ্রুতগামী একটি লরি সজোরে টোটো কে ধাক্কা মারলে গুরুতর জখম হন রোজিনা গাজী নামে এক মহিলা। স্থানীয় পথচারীরা রোজিনাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য প্রথমে বাসন্তী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। রোজিনা গাজীর অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাঁকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল থেকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা। খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে টোটো এবং লরির চালক সহ লরিটি আটক করেছে।

ক্যানিংয়ের কলেজহাট বাজারে বিধ্বংসী আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল তিনটি দোকান। শুক্রবার সকাল দশটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার কলেজহাট বাজারে। স্থানীয় একটি মিস্টির দোকানে প্রথমে আগুন লাগে। মুহূর্তে আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের আরও দুটি দোকানে। মিষ্টির দোকানে মজুত গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। স্থানীয় দমকল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ঘটনার দীর্ঘক্ষণ পর দমকল আসায় স্থানীয় বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। ঘটনাস্থলে ক্যানিং থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। শুক্রবার সকালে স্থানীয় দীপক সরদারের মিষ্টির দোকানে পরটা ভাজার কাজ চলছিল। অভিযোগ সেই সময় অসাবধানতার কারণে আগুন গ্যাস সিলিন্ডারে লেগে যাওয়ায় বিস্ফোরণ হয়। ঘটনায় মিষ্টির দোকানের একজন কর্মী জখম হন। আতঙ্কে দোকান ছেড়ে বেরিয়ে আসেন সকলে। দোকানের ভিতরে একাধিক গ্যাস সিলেন্ডার মজুত থাকার কারণে একাধিক বিস্ফোরণ ঘটে। আগুনের তীব্রতায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার মানুষজন। স্থানীয়রাই প্রথমে জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু আগুনের তীব্রতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। ঘটনার জেরে মোট তিনটি দোকান ভস্মীভূত হয়ে গেছে। মিষ্টির দোকানের পাশাপাশি আরজেদ গাজী, মনসুর লস্করের দুটি সাইকেলের দোকান ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ঘটনায় প্রায় ছ' লক্ষের বেশি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দমকল ও ক্যানিং থানার পুলিশ।

সাতগাছিয়ায় হেলে পড়েছে লোহার পোল, দুর্ঘটনার আশঙ্কায় গ্রামবাসীরা

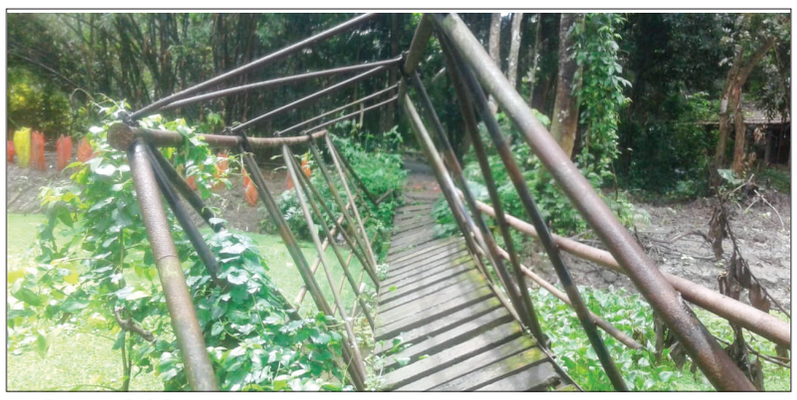

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত সাতগাছিয়া গ্রামের ঘোষ পাড়া (পঞ্চাননতলা) ও সোনাপুর গ্রামের সংযোগকারী লোহার পোলটি দীর্ঘকাল ধরে খালের এক পাশে হেলে পড়েছে। ওই বিপজ্জনক পোল দিয়েই দুই গ্রামের বাসিন্দারা যাতায়াত করছেন। হামেশাই ছোটো খাটো দুর্ঘটনা লেগে আছে। বড় কোনও দুর্ঘটনার জন্য এলাকার বাসিন্দারা আতঙ্কগ্রস্ত। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি অবিলম্বে ওই লোহার পোল সংস্কার করুক সেচ দফতর। সাতগাছিয়া অঞ্চলের প্রাক্তন উপপ্রধান তথা বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি মলয় সাঁতরা এই প্রসঙ্গে জানান, ওই পোলটা ছাড়াও, আরো দুটি পোলের অবস্থা খারাপ। সব কটিরই সংস্কারের জন্য সেচ দফতরকে বলা হয়েছে। সেচ দফতর শীঘ্রই কাজ শুরু করবে।

এই প্রসঙ্গে সাব ডিভিশনাল সেচ দফতরের আধিকারিক সুবীর ব্যানার্জী জানালেন। সব কটি পোল সংস্কারের জন্য 'সয়েল টেস্ট' চলছে। শীঘ্রই সংস্কার শুরু হবে।

তবে তিনি পরবর্তী সময়ে প্রতিবেদককে ফোন করে জানান, এটা আমি অফিসিয়ালি বললাম না, যা বলবেন আমার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অশেষ কুমার সাহার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আমি শীঘ্রই বিস্তারিত ভাবে খোঁজ নিচ্ছি।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রুখে বোর্ড গঠন শাসক দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : দীর্ঘদিন শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জর্জরিত বাসন্তী ব্লকের সর্বত্র। একাধিক মৃত্যু, রক্তপাত হয়েছে বাসন্তী ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে। সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বিরোধীরা যখন পঞ্চায়েত বোর্ড দখলের দিবাস্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন, ঠিক তখনই সেই স্বপ্নে জল ঢেলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রুখে এককভাবে শাসকদলের দুটি গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে বিনা রক্তপাতে বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করলো।

উল্লেখ্য, ফুলমালঞ্চ গ্রামপঞ্চায়েতের মোট পঞ্চায়েত সদস্য সংখ্যা ২৩,নির্বাচনে তৃণমুলের মাদার তৃণমূল কংগ্রেস গোষ্ঠী পায় ৬টি আসন,যুব তৃণমূল ৮,নির্দল ৭,আরএসপি ১,বিজেপি ১টি করে আসন পায়। বৃহস্পতিবার, ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন হলে মাদার তৃণমূল,যুব তৃণমূল কংগ্রেস একত্রিত হলে মোট ১৪ টি আসন নিজেদের পক্ষে পান। বিরোধীদের পক্ষে যায় ৯

জন সদস্য।

শাসক দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে প্রধান নির্বাচিত হন ইউসুফ আনসারি(মোল্লা),উপপ্রধান নির্বাচিত হন শংকর সরদার। শান্ত পরিবেশে গ্রামপঞ্চায়েত বোর্ড গঠন হওয়ায় আগামী দিনে এলাকায় শান্তি ফিরবে বলে আশাবাদী এলাকার সাধারণ মানুষজন।

অন্যদিকে বৃহস্পতিবার বাসন্তীর ঝড়খালি গ্রামপঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন হলে সেখানেও শাসকদল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করে পুনরায় ক্ষমতার রাশ নিজেদের হাতে রাখলো। প্রধান পদটি মহিলা সংরক্ষিত হওয়ায় প্রধান নির্বাচিত হন গুরুদাসী মন্ডল ,এবং উপপ্রধান নির্বাচিত হন প্রাক্তন প্রধান দিলীপ মন্ডল। উল্লেখ্য ঝড়খালি গ্রামপঞ্চায়েতে মোট সদস্য সংখ্যা ১৭,তৃণমূল ১৬ টি,নির্দল ১টি। এদিন ঝড়খালি গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনের সময় নির্দলের জয়ী সদস্য তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় বিরোধীদের কোন অস্তিত্ব রইলো না।

নিজের জীবন বিপন্ন করে অপরকে প্রাণে বাঁচাল সিভিক

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : সাক্ষাত মৃত্যুর হাত থেকে প্রাণে বাঁচলো ব্যক্তি। এ এমন এক রোমহর্ষক চাঞ্চল্যকর ঘটনা যে,কোন ছায়াছবির দৃশ্যকেও হার মানাবে। তেমনই এক নাটকীয় ঘটনায় বছর ৪০ এর এক ব্যাক্তিকে সাক্ষাত মৃত্যুর হাত থেকে প্রাণে বাঁচালো এক সিভিক ভলেন্টিয়ার। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার তালদি বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন খিরীশতলা মোড়ে। তালদির দক্ষিণ তালদির বাসিন্দা মানসিক ভারসাম্যহীন খোকন হালদার এদিন ক্যানিং–বারুইপুর রোডের পাশে খিরীশতলা সংলগ্ন ৪০ ফুট একটি খিরীচ গাছে উঠে কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করার জন্য ঝোলার চেষ্টা করে। সেই মুহূর্তে রাস্তার পাশে কৌতূহলী প্রচুর মানুষ উৎসাহ নিয়ে দেখার জন্য অপেক্ষা করছিল। যখন সকলে কৌতূহল দেখতে ব্যস্ত ঠিক তখনই চোখের সামনে একজন মানুষ গলায় দড়ি দিয়ে মারা যাবে আর সকলে তাকিয়ে আনন্দ উপভোগ করবেন এটা কিছুতেই হতে দেবে না সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্যানিং থানার আধিকারিক কে ফোনে ঘটনার কথা জানান স্থানীয় এক সিভিক ভলেন্টিয়ার পবিত্র হালদার। মুহূর্তে থানা থেকে ফোনে ওই সিভিক কে জানান হয় যেনতেন প্রকারে ওই ব্যাক্তি কে যেন বাঁচানো হয়। থানার কথা শুনে নিজের জীবন বিপন্ন করে সিভিক ভলেন্টিয়ার পবিত্র হালদার বিশাল খীরিচ গাছে উঠে খোকন হালদার কে নামাতে গেলে খোকন হালদার সিভিক ভলেন্টিয়ার পবিত্রকে বার পাঁচেক জোরে জোর লাথিও মারেন। গাছের উপরে নিজেকে কোন রকম ভাবে সামলে নিয়ে মৃতপ্রায় ওই ব্যাক্তি কে গাছের নীচে নামিয়ে আনেন পবিত্র।

ইতিমধ্যে ক্যানিং থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয়। ক্যানিং থানার এসআই শুভময় দাস বলেন ,একজন সিভিক ভলেন্টিয়ার যেভাবে নিজের জীবন বিপন্ন করে বিশাল খিরীচ গাছে উঠে মৃতপ্রায় ব্যাক্তি কে প্রাণে বাঁচিয়েছে তা সত্যি প্রশংসনীয় এবং পুলিশ মহলের গর্ব। যদিও সিভিক ভলেন্টিয়ার পবিত্র হালদার বলেন সিভিক ভলেন্টিয়ার হিসাবে আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি মাত্র।

কর্তব্যরত পুলিশের মানবতার অনন্য নজির

নিজস্ব প্রতিনিধি : মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো ক্যানিং থানার কর্তব্যরত পুলিশ কর্মী। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং মাতলা ব্রিজ সংলগ্ন দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম হলেন এক যুবক। আহত যুবকের নাম দীপক সাহা। তার বাড়ি ক্যানিংয়ের জয়দেব পল্লীতে। এদিন সন্ধ্যায় বাসন্তীর দিক দিয়ে দ্রুত গতিতে আসছিলেন দীপক সাহা,সেই সময় রাস্তার পাশে অপর একটি বাইকের সাথে মুখোমুখি ধাক্কা মারেন দীপক। গুরুতর আহত অবস্থায় দীপক রাস্তার উপর পড়ে থাকলেও উত্তেজিত জনতা দীপকের দ্রুত গতিতে বাইক চালানো এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অপর বাইকের ধাক্কা মারার জন্য জমায়েত হয়ে যায় সেই সাথে মারার জন্য উদ্যত হতে থাকেন। ইতি মধ্যে মাতলা ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় কর্তব্যরত ছিলেন ক্যানিং থানার এসআই সামাউন বাসার এবং সিভিক ভলেন্টিয়ার রফিক লস্কর। খবর পাওয়া মাত্র তাঁরা কোনও দোষগুণ বিচার না করে উত্তেজিত জনতার কবল থেকে দীপক সাহা কে উদ্ধার করে পুলিশ গাড়িতে করে তুলে নিয়ে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এবিষয়ে ক্যানিং থানার এসআই সামাউন বাসার বলেন, দুর্ঘটনা ঘটতেই পারে। কিন্তু দুর্ঘটনাগ্রস্থ মানুষ যাতে আগে চিকিৎসা পরিষেবা পায় তার জন্য উদ্ধার করেই নিজের গাড়িতে করে হাসপাতালে নিয়েই যাই এবং পুলিশ হিসাবে কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করেছি মাত্র। পুলিশের এমন কর্তব্য পালন দেখে সাধারণ মানুষজন প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

বিপজ্জনক মল্লারপুর ব্রিজ দুর্ঘটনার হাতছানি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পোস্তা,মাঝেরহাট ব্রিজ ভাঙার পরেও হুঁশ ফেরে নি প্রশাসনের। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বীরভূম জেলার ৬০ নং জাতীয় সড়কের মল্লারপুর ব্রিজ। বর্ধমান – সাহেবগঞ্জ লুপ রেললাইনের উপর অবস্থিত ৬০ নং জাতীয় সড়কের মল্লারপুর ব্রিজ। ৬০ নং জাতীয় সড়কের বীরভূম জেলায় অবস্থিত নয়টি সেতুর সংযোগস্থলে ত্রুটি ধরা পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাণিগঞ্জ – মোড়গ্রাম ৬০ নং জাতীয় সড়ক। মল্লারপুর ব্রিজের উপর দিয়ে প্রতিদিন বেসরকারি বাস,লরি,ট্রাক,সরকারি বাস,টোটো,ছোটো গাড়ি সহ অসংখ্য যানবাহন যাতায়াত করে। চলছে ঝুঁকি নিয়ে পারাপার। নলহাটির ব্রাহ্মণী নদীর ব্রিজ,বাঁশলৈই ব্রিজ,চিনপাই বক্রেশ্বর সেতু,জেলার সদর শহর সিউড়ির তিলপাড়া ব্রিজ জরাজীর্ণ অবস্থায় বিরাজমান। কোথাও দেখা দিয়েছে ফাটল। আবার কোথাও উঠে গিয়েছে নাট বল্টু। ভারী গাড়ি পেরোলে থরথহর কাঁপে ব্রিজ। তাও এই সমস্ত ব্রিজ দিয়ে প্রতিদিন বেসরকারি বাস,লরি,ট্রাক,সরকারি বাস,টোটো,ছোটো গাড়ি সহ অসংখ্য যানবাহন যাতায়াত করছে। যেকোনও সময় ঘটে যেতে পারে বড়োসড়ো দুর্ঘটনা আশঙ্কা জেলাবাসীর। এই সমস্ত ব্রিজগুলির দ্রুত সংস্কারের দাবি জানিয়েছে জেলার বাসিন্দারা।

আইনি জটিলতা থাকায় বৈবাহিক সম্পর্কের ছেদ

মলয় সুর, হুগলি : উত্তরপ্রদেশের এক যুবতীকে ফুঁসলিয়ে বাংলার হুগলির ভদ্রেশ্বর অ্যাঙ্গাস অঞ্চলে থাকছিল এক যুবক। স্থানীয় সূত্র মারফত জানা যায়, উত্তরপ্রদেশের ওল্ড বেরিলির বারাদই থানার অন্তর্গত সামগঞ্জ এলাকার মেয়ে ভারতী বর্মার (১৮) সাথে মুসলমান যুবক জাহিদ হোসেনের (২২) প্রথম পরিচয় হয়। দ্রুত ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে তাঁদের মধ্যে। শেষমেষ তা প্রেমের সম্পর্কে গড়ায়। এরপর চলতি মাসে ওই যুবতীকে বিয়ে করবে বলে জানায় জাহিদ। এদিকে যুবতীর বাবা সুনীল কুমার বর্মার বেশ কয়েকটি জুয়েলারি দোকান রয়েছে বেরিলি শহরে। সেখানেই জাহিদ হোসেন সোনা রুপোর পালিশের কাজ করতেন। তাঁর এক ছেলে বরুণ ও একমাত্র মেয়ে ভারতী রয়েছে। জাহিদের আদি বাড়ি বিহারের ছাপড়া জেলায়। বর্তমানে অ্যাঙ্গাস নর্থ গোয়ালপাড়া অঞ্চলের বাসিন্দা। তাঁর বাবা–মা মারা গিয়েছেন। এলাকাটি সম্পূর্ণ হিন্দি ভাষাভাষী অঞ্চলে পরিণত রয়েছে। এদিকে ওই যুবতীর বাবা প্রেমের সম্পর্ক জানতে পেরে জাহিদের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। জাহিদের তিন মাসের জেল হয়। দীর্ঘদিন ধরে জাহিদ উত্তর প্রদেশের বেরিলিতে জুয়েলারির কাজ করছিল। এর পরেই সে সুযোগ বুঝে ভারতীকে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে ট্রেন ধরে পালিয়ে আসে। কিন্তু মেয়ের বাবা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন। সেই সূত্র ধরেই উত্তর প্রদেশের পুলিশ ৫ সেপ্টেম্বর বুধবার রাত ৩টের সময় অ্যাঙ্গাসে তার খোঁজে তল্লাশি চালিয়ে জাহিদকে গ্রেফতার করে ভদ্রেশ্বর থানায় নিয়ে আসে। পরের দিন ৬ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার চন্দননগর কোর্টে নিয়ে যায়। সেখানে বিচারপতি ট্রানজিট রিম্যান্ডে দু'জনকে উত্তরপ্রদেশের বেরিলি পুলিশের হাতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন। তবে বিবাহ সম্পর্কিত তথ্য কোর্টে রেজিস্ট্রি করে বিবাহ হয়। কিন্তু তরুণীর অবিভাবকরা তা মানতে নারাজ, কারণ মেয়ে নাবালিকা ও হিন্দু ঘরের।

বজবজ কালীবাড়ির ১২৫ বছর পূর্তি উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গঙ্গা, শ্মশান আর কালীমন্দির এই ত্রয়ীর সঙ্গম সাধকদের পক্ষে আদর্শ স্থান। বাওয়ালির মণ্ডল জমিদার কুমুদ বাবুর এক বোন ছিলেন পরমা সুন্দরী। নাম ছিল সরস্বতী। তাঁরই নামানুসারে বজবজ চিত্রিগঞ্জের সরস্বতী ঘাট মহাশ্মশানের তবে স্থান পূর্বেই ছিল। বীরভূমের দয়াল ঘোষ কর্মসূত্রে বজবজে এসে মাতৃ সাধনায় মেতে ওঠেন। তাঁর গুরু স্বামী পূর্ণানন্দের হাত ঘুরে মহাসাধক কমলাকান্তের পূজিতা কালীমাতা কষ্টি পাথরের মূর্তি দয়াল ঠাকুরের কাছে আসে। তারাশঙ্করের 'গণদেবতার গোঁসাই বাবার' বাস্তব চরিত্র ফুল্লরা পীঠের পূজারী রামজী সাধুর আগমন ঘটে ওই দেবীমূর্তির পূজারি হিসাবে। আকারে ছোট বলে রামজী সাধুর

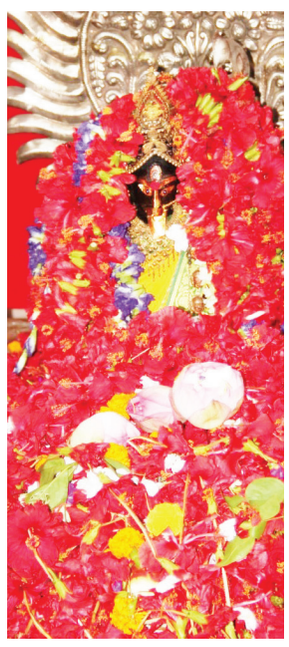

দেওয়া নাম বজবজ কালীবাড়ির 'খুকী মা' এর মন্দিরের বয়স হল ১২৫ বছর। এত ঐতিহাসিক ঐতিহ্য সম্পন্ন কালীবাড়ির ১২৫ বছর পূর্তি উৎসব যাতে যথাযোগ্য মর্যাদায় সম্পন্ন হয় তার সুব্যবস্থা করেছেন বর্তমান মন্দির কমিটি। মন্দির কমিটির সভাপতি দিলীপ চক্রবর্তী ও যুগ্ম সম্পাদক রমেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও সৌরেন ব্যানার্জী। উৎসব কমিটির সভাপতি গৌতম দাশগুপ্ত (উপপুরপ্রধান বজবজ পুরসভা) উৎসব কমিটির সম্পাদক অতীন্দ্রনাথ দাস।। ৮ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর চারদিনের উৎসবে জমজমাট ছিল মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণ। ৮ সেপ্টেম্বর প্রভাত ফেরি দিয়ে উৎসবের সূচনা হয়। প্রভাত ফেরিতে অংশগ্রহণ করেন অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বজবজের ভূমিপুত্র আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক ৯৩ বছর বয়সী গণেশ ঘোষ মহাশয়। ধর্মীয় আলোচনায় বিভিন্ন দিনে অংশগ্রহণ করেন স্বামী প্রেমানাথানন্দজী মহারাজ (রামকৃষ্ণ মিশন), দিলীপ মহারাজ (সম্পাদক ভারত সেবাশ্রম সংঘ), স্বামী সত্য ধর্মানন্দজী মহারাজ (রামকৃষ্ণ মিশন) এবং স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ (মধু মহারাজ, আলমবাজার মঠ)। যাত্রাপালা কীর্তন, কালী কীর্তন ও ভক্তি গানে মুখরিত হয় অনুষ্ঠান মঞ্চ। ১০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠান মঞ্চে হাজির ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের সম্পাদক দিলীপ মহারাজ ও স্বামী বিদ্যজ্ঞানানন্দজী মহারাজ, ইতিহাস গবেষক গণেশ ঘোষ, বাওয়ালি জমিদার বংশের প্রতিনিধি সমর মণ্ডল ও আলিপুর বার্তার সাংবাদিক নির্মল গোস্বামী। মানুষের জীবনে তেমন ভাবে সত্য ধর্মের প্রতিফলন হচ্ছে না বলে আক্ষেপ করেন। গণেশ ঘোষ এই কালী বাড়ির ঐতিহ্যময় ইতিহাস বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানটি সুন্দর ভাবে সঞ্চালনা করে সৌরেন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়। অনুষ্ঠানের শেষ দিনে ভক্তিসঙ্গীত পরিবেশন করেন বিখ্যাত শিল্পী অদিতি মুন্সী।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ১৫ সেপ্টেম্বর – ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

বিজয় মালিয়ার বাক্যবাণে কতটা বিদ্ধ হবে শাসক শিবির

বিদেশের মাটিতে বসে একের পর এক দেশত্যাগী (বলা ভালো দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া পাবলিক) ব্যবসায়ীর লিস্ট ক্রমে চওড়া হচ্ছে। আর তাতে নানাভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রের শাসক দলের যোগসাজশের কথা। বলাবাহুল্য, বিরোধীদের তোলা এই অভিযোগ পাশ কাটানোর অনেক চেষ্টা শাসক পক্ষ করছে বটে কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তত জুত যেন কমছে। বিশেষ করে লোকসভা নির্বাচন যত সামনে আসছে তত এই দেশ থেকে পলায়ন করা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে শাসক বিজেপির নেতা–মন্ত্রীদের নৈকট্য আরও প্রকট হচ্ছে। সম্প্রতি এতে ঘৃতাহুতি পড়েছে ব্যাঙ্ক প্রতারণা কাণ্ডে ইংল্যান্ডে পালিয়ে থাকা বিজয় মালিয়ার মন্তব্যে। মালিয়া এক সাক্ষাতকারে জানিয়েছেন তিনি ভারত ছেড়ে যাওয়ার আগে দেশের অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। মুখে অর্থমন্ত্রীর নাম না নিলেও সময়টার কথা বিজয় মালিয়া তুলে ধরেছেন তাতে অর্থমন্ত্রীর আসনে যে অরুণ জেটলি ছিলেন তা দিনের আলোর মতো পরিস্কার। বস্তুত, এই কথার পর থেকে আরও চাপ তৈরি হয়েছে বিজেপির বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির পদত্যাগ দাবি করেছেন। রাহুলের বক্তব্য, যতদিন না পর্যন্ত বিজয় মালিয়ার আনা এই অভিযোগ থেকে অর্থমন্ত্রী পুরোপুরি নিষ্কৃতি পাচ্ছেন ততদিন তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা উচিত নয়। এই প্রসঙ্গে অনেকেই লালকৃষ্ণ আডবানির নজির টানছেন। তাঁদের কথা, লালকৃষ্ণ আডবানির বিরুদ্ধে হাওয়ালা কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠায় তিনি মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। সেই দৃষ্টান্ত মেনে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলিরও নিজেকে দায়মুক্ত করা উচিত বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল থেকে দেশের আপামর জনগণ। যদিও রাজনৈতিক নেতা ও মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আকচারই উঠে থাকে। এটাই যেন ভারতীয় রাজনীতির ট্র্যাডিশন হয়ে উঠেছে। কংগ্রেস কমিউনিস্ট, বিজেপি বা তৃণমূলের মতো কোনও আঞ্চলিক দল, সে কেন্দ্র আর রাজ্য যেখানেই হোক না কেন তাঁদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ওঠে ভুরি ভুরি। সেসব দল কতটা নিজেদের আবর্জনা পরিস্কার করতে সচেষ্ট হয় তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন থেকেই যায়। অনেকে সময় দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখে রণংদেহী হয়ে উঠলেও কাজের বিচারে হাতেগোণা কয়েকজনকে শাস্তি দিয়ে (তাও বলা কওয়া শাস্তি বলাই ভালো) নমো নমো করে দায়িত্ব সারে এইসব দল। তাই বিজয় মালিয়ার মতো একজন 'প্রতারক' ব্যবসায়ী যখন দেশের অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তোলেন তখন একটা সেনসেশন তৈরি হয় খুব স্বাভাবিকভাবেই। যদি সত্যিকারের সৎ সাহস থাকে আর প্রকৃত সততা থাকে তবে জেটলি সাহেবের উচিত মালিয়ার গুগলি সপাটে মাঠের বাইরে ফেলা। যদি এর পরেও তিনি গুটিয়ে থাকেন, আর তাঁর দল বিজেপি কোনও ব্যবস্থা না নেয় তবে বুঝতে হবে ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। এর ফলে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে নিশ্চিতভাবে ক্ষতি হবে টিম নরেন্দ্র মোদীর। এটা বোঝার জন্য কোনও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে পালটা একটা প্রশ্ন এসে যাবেই। তা হল , একটা দলকে না হয় দুর্নীতির অভিযোগে গদিচ্যুত করা গেল। কিন্তু তাদের জায়গায় যে বা যারা আসবে তারা কতটা সৎ?

অমৃত কথা

কর্মযোগ

অনাসক্তিই পূর্ণ আত্মত্যাগ

ইহাই মনুষ্যমাত্রের স্বাভাবিক প্রবণতা, চারিদিক হইতে যাহা কিছু সব গ্রহম করা এবং এক কেন্দ্রের চারিদিকে জড়ো করা। সেই কেন্দ্রে তাহার নিজের মধুর আমি।যখন এই প্রবণতা ভাঙিতে থাকে, যখন নিবৃত্তি বা সেদিক হইতে চলিয়া যাওয়ার ভাব আসে, তখনই নীতি এবং ধর্ম আরম্ভ হয়। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই কর্ম, প্রথমটি অসৎ কর্ম,দ্বিতীয়টি সৎ কর্ম। এই নিবৃত্তিই সকল নীতি এবং ধর্মের মূল ভিত্তি। উহার পূর্ণতাই সম্পূর্ণ 'আত্মত্যাগ' পরের জন্য মন, শরীর এমন কি সর্বস্ব ত্যাগ করিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকা। যখন এই অবস্থা লাভ হয়, তখনই মানুষ কর্মযোগে সিদ্ধি লাভ করে। সৎকর্মের ইহাই শ্রেষ্ঠ ফল। এক ব্যক্তি সমগ্র জীবনে একটি

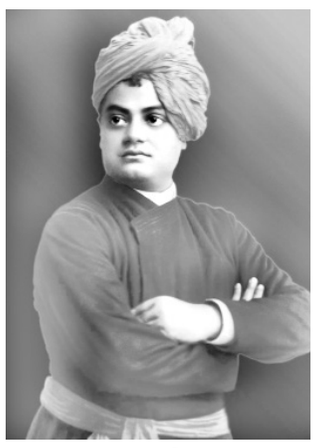

দর্শনশাস্ত্রও পাঠ করেন নাই, তিনি হয়তো কখনো কোনরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন নাই, এবং এখনো করেন না, তিনি হয়তো সারা জীবনে একবারও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন নাই, কিন্তু যদি কেবল সৎ কর্মের শক্তি তাঁহাকে এমন অবস্থায় লইয়া যায়, যেখানে তিনি পরার্থে তাঁহার জীবন ও যাহা কিছু সব ত্যাগ করিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, জ্ঞানী জ্ঞানের দ্বারা এবং ভক্ত উপাসনা দ্বারা যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তিনিও সেইখানেই পৌঁছিয়াছেন। সুতরাং দেখি জ্ঞানী, কর্মী ও ভক্ত সকলে একইস্থানে উপনীত হইলেন, মিলিত হইলেন। এই একস্থান আত্মত্যাগ। মানুষে মানুষে দার্শনিক মত ও ধর্মবিষয়ক পদ্ধতি যতই ভিন্ন হউক না কেন, পরার্থে আত্মবিসর্জন করিতেপ্রস্তুত ব্যক্তির সমক্ষে সমগ্র মানবজাতি সসম্ভ্রমে ও ভক্তিসহকারে দণ্ডায়মান হয়। এখানে কোনপ্রকার মতবিশ্বাসের প্রশ্নই উঠে না এমন কি যাহারা সর্বপ্রকার ধর্মভাবের বিরোধী,তাহারাও যখন এইরূপ সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জনের কোন কাজ দেখে তখন অনুভব করে, এ কাজকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে।তোমরা কি দেখ নাই, খুব গোঁড়া খ্রীস্টানও যখন এডুইন আর্নল্ডের 'এশিয়ার আলোক' পাঠ করেন।

ফেসবুক বার্তা

গণেশের বাহন বদল তাড়াতাড়ি আসতে এখন ঘোড়াই ভরসা

শিকাগো বক্তৃতার গুরুত্ব স্বাধীনতার পর থেকে জাতির জীবনে ক্রমশ ফিকে হয়ে যাচ্ছে

নির্মল গোস্বামী

শুধু আমাদের দেশ নয়, সারা বিশ্ব আজ গর্বিত যে সেই মহান পুরুষ এই ধুলো মাটির ধরণীতে ৩৯টা বছর মানব শরীর নিয়ে কাটিয়ে গিয়েছেন। তিনি আমাদেরই মতোই ক্ষুধা–তৃষ্ণায় কাতর হয়েছেন। সুখে–দুখে–আনন্দে–বিষাদে আবেগে মানবীয় অভিব্যক্তিতে মথিত হয়েছেন। তিনি এই পৃথিবীকে ভালোবেসে ছিলেন। আবার এই দেশ ভারতবর্ষকে বড় বেশি ভালোবাসতেন, নিজের জীবনের থেকেও। অভাগা দেশ, ততোধিক অভাগা এই দরিদ্র ভারতবাসী। দরিদ্র তারা উভয় দিকে। জীবন ধারণের উপাচারের অভাব, আর চিন্তার দৈন্যতা আরো প্রকট।

তাঁর জীবনে নানা অলৌকিক কীর্তিকলাপের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা হল ১৮৯০ সালে ১১ সেপ্টেম্বর শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম কংগ্রেসের মঞ্চে বক্তৃতা প্রদান। বেদ–উপনিষদ সহ ভারতের সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব তিনি প্রমাণ করেছিলেন ওই বক্তৃতায়। এবং সব থেকে বড় কথা হল তাঁর যুক্তিকে বিশ্ববাসী গ্রহণ করেছিল সেদিন। ওই এক বক্তৃতায় তিনি ভারতের হাজার হাজার তথাকথিত সাধু সন্ন্যাসীর থেকে নিজস্ব বৈশিষ্টে অনন্য হলেন। প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্ম সম্পদ কত উন্নত ছিল তার উদাহরণ ছিলেন তিনি নিজে। তাঁকে দেখে তাঁর জ্ঞানের পরিমাপ করা তৎকালীন ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সাধ্য ছিল না। বোস্টনের এক অধ্যাপক স্বামীজীর পরিচয় পত্রে ধর্ম সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন যে আমাদের দেশে যত অধ্যাপক আছে সবার মেধা এক সঙ্গে যোগ করলেও এই তরুণ ভারতীয় সন্ন্যাসীর মেধার কাছে কিছুই নয়। আমার মনে হয়, ভারতে এবং বিশ্বের দরবারে আজও তিনি শ্রেষ্ঠ ভারতবাসী। আর এই শ্রেষ্ঠত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল শিকাগোর মঞ্চে। সেদিন শিকাগোর সভায় কতজন ভারতবাসী উপস্থিত ছিল তা জানি না। বোধহয় হাতে গোনা কয়েকজন। কিন্তু দেশের লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী উদ্বেলিত আলোড়িত হল সেই সমাচার শুনে। কলম্বাস হলের শ্রোতারা পাঁচমিনিট ধরে হাততালি দিয়েছিল আর ভারতবাসী আত্মপরিচয়ের আনন্দে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। পরাধীনতার নাগপাশে বদ্ধ অপমান লাঞ্ছিত জীবনে আশার আলোর দেখা পেল ভারতবাসী। বিশ্ব ধর্ম সভার মঞ্চের সব আলো গিয়ে পড়ছে আমাদের ঘরের ছেলে বিলের মুখের উপর। সংবাদপত্রের হেড লাইন হচ্ছে তাঁকে নিয়েই। ওই আয়ত দীঘল উজ্জল চক্ষু দুটির দৃষ্টিপাতে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে সাহেবদের গর্ব। তারা মাথা আনত করতে বাধ্য হচ্ছে ওই দীন ভারতীয় সন্ন্যাসীর ধুলি ধুসরিত পদতলে। একি ভারতবাসীর পক্ষে কম গর্বের, কম শ্লাঘার, যে সাহেবদের বুটের লাথি খেতে অভ্যস্ত সেই সাহেবরা একজন ভারতবাসীকে কাঁধে তুলে নাচানাচি করছে– এ যে আমাদের কাছে স্বপ্নের অতীত! সেই পূত পবিত্র শুভ মুহূর্তের বয়স হল ১২৫ বছর। ভারতের গড় আয়ুর নিরিখে দুটি প্রজন্ম পার হয়ে গেছে। ভারতবর্ষও অনেক বদলে গিয়েছে– তাই সেই অতীতে নির্যাসের ঘ্রাণ আজ আর পাওয়া সম্ভব নয়।

তবে ইতিহাস কাউকে ভোলে না। ইতিহাসের বিচারে শিকাগো বক্তৃতার গুরুত্ব অপরিসীম। এই বক্তৃতার নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল। সমাজ এবং সময়ের দাবি পূরণ করেই এই পৃথিবীর সমস্ত ঘটনা ঘটে চলেছে। সময়ের দাবি মেনেই আবিষ্কৃত হয়েছে দর্শন, বিজ্ঞান–এর বিভিন্ন যুগপোযোগী তত্ত্ব।

স্বামীজীর শিকাগো বক্তৃতার যত না প্রয়োজন ছিল ইউরোপীয়দের, তার থেকে বেশি প্রয়োজন ভারতবাসীর। তবুও ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কেন তার নরেনকে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে নিয়ে গেলেন? কারণ ঠাকুরও জানতেন যে সাহেবদের দ্বারা প্রশংসিত জিনিস ভারতবাসী চোখ বুজে গ্রহণ করবে। ভারতের অধ্যাত্ম ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্যের খবর ইউরোপীয়দের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল আর ভারতবাসীদের ঘুম থেকে ডেকে তুলে আনন্দময় সেবা কর্মে দেশের যুব সম্প্রদায়কে নিয়োজিত করার দায় ছিল। একে অপরের সেবায় মুমূর্ষ জাতির দেহে প্রাণের সঞ্চার হবে। প্রাণের হিল্লোলে সমস্ত রকম ভেদাভেদ ভুলে মানবতার উন্মেষ ঘটবে দ্রুত। মনুষত্বের সাধনায় পথ প্রদর্শক হবে ধর্ম। তাই ধর্মের জয়গান গাইতে বিবেকানন্দকে বার বার ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছুটে গিয়েছেন বক্তৃতা দিতে।

স্বামীজীর স্বপ্ন সফল হয়েছিল ভারতবর্ষে। তারই শ্রীমুখ নিসৃত স্বাধীনতা সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী সফল হয়েছে। সেদিনে ভারত তথা ভারতের যুব সম্প্রদায় স্বামীজীর বাণীকেই জীবনের পাথেয় করে এগিয়ে গিয়েছিল বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। তারা সহজেই মৃত্যুকে হাসতে হাসতে বরণ করার আত্মশক্তি অর্জন করেছিল স্বামীজীর কাছ থেকে। শিবের অবস্থান পাথরের মূর্তিতে নয়, জীবন্ত মানুষের মধ্যে। ধর্মের অভিমুখকে এই যে ঘুরিয়ে দিলেন তাতেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠল ভারতবাসী। মানুষ মগ্ন হল মনুষ্যত্বের সাধনায়।

হয়তো বা যুগ–প্রয়োজনের দাবি মেনেই তাই হয়েছিল। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় হল যে স্বাধীনতার পর ভারতবাসী স্বামীজীকে ঠাঁই দিলেন ঠাকুর ঘরের নির্জন বেদীতে।

কথা ছিল ধর্মের অনুশীলনে মানুষ ক্রমশ দেবত্বে উন্নীত হবে। ধর্মের অনুশীলন হচ্ছে, ভীষণভাবে হচ্ছে। দেশে মন্দিরের অভাব নেই। মঠ মিশনও আজ হাজার হাজার। সাধু সন্ন্যাসীদের সংখ্যাধিক্যও আজ চোখে পড়ার মতো। কিন্তু জাতিগতভাবে ভারত আজ বিশ্বের দরবারে দুর্নীতিপরায়ণ জাতি। শুধু জাতি হিসাবেই নয়, গড় ভারতবাসীর জীবনের উদ্দেশ্য হল আপনি বাঁচলে বাপের নাম। সমাজের সর্ববিধ পেশায় রত মানুষেরা আজ অসৎ। কেন হল এমন? আমরা জানি বুদ্ধদেবের পর নতুন ধর্মের প্রাবল্যে ভারতবাসী উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য, চিকিৎসা বিজ্ঞানে চরম উৎকর্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। বুদ্ধের মতোই জীব সেবার মন্ত্র নিয়ে হাজির হলেন স্বামীজী। কিন্তু ব্যক্তি জীবনকে বাদ দিলে জাতির জীবনে তেমন উৎকর্ষতা চোখে পড়ে না। এর প্রধান কারণ হল রাষ্ট্র ধর্মকে গ্রহণ করেনি। বুদ্ধধর্মকে যদি তৎকালীন ভারতের অধিকাংশ রাজা মহারাজারা গ্রহণ না করতেন, তাহলে বৌদ্ধ ধর্মের ওই বিকাশ সম্ভব হত না। এবং অত দ্রুত জাতীয় উন্নয়ন হত না। স্বামীজীর মানব সেবার ধর্ম রাষ্ট্র দ্বারা পরিত্যক্ত হল। তাই তার প্রভাব জাতীয় জীবনে দেখা যায় না। বরং উল্টোটাই দেখা যায়। অসাধু নেতাদের প্রভাবে সাধারণ মানুষও আজ অসাধু হয়ে যাচ্ছে। জীবনে সত্যের ঠাঁই নেই। ভোগের জন্য সব কিছু করতে রাজী।

স্বামীজী নিজে রাজা মহারাজাদের সঙ্গে মিশতেন বলে তখন সমালোচনা শুনতে হয়েছিল। তাদের স্বামীজী বলেছিলেন যে আমি সাধারণ ১০ জনকে বুঝিয়ে স্বমতে আনলে যা কাজ হবে যদি একজন রাজাকে স্বমতে আনতে পারি তাহলে ১০০ জনের কাজ তিনি একাই করে দেবেন। রাজাদের যে সমাজে কত গুরুত্ব তা স্বামীজী নিজে বুঝে ছিলেন। কিন্তু এই গণতন্ত্রের নামে লুট তন্ত্রের শাসকরা তা বুঝবে কেন? সেকুলার রাষ্ট্র নেতারা আজ আকণ্ঠ পাঁকে তলিয়ে যাচ্ছে, জাতিকে সঙ্গে নিয়ে। উদ্ধারের কাণ্ডারীকে জন্মদিনে ফুল মালা দিয়েই কর্তব্য শেষ করে।

রামকৃষ্ণ মিশন আগামী এক সপ্তাহ সম্প্রীতি দিবস হিসাবে পালন করার কথা ঘোষণা করেছে। শিকাগো বক্তৃতায় ধর্মের ভেদাভেদ স্বামীজী ঘুচিয়ে দিয়েছেন একটি ঘোষণা তা হল যে আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি পৃথিবীর সব ধর্মই সত্য। তাই আমার গুরু বলেছেন 'যত মত, তত পথ।' পৃথিবীর সেই মত গ্রহণ করেনি তাই আজ ধর্মের বিষ বাষ্পে শ্বাস নেওয়া কঠিন হচ্ছে ক্রমশ। আমাদের দুর্ভাগ্য যে স্বামীজীর একালব্য শিষ্য সুভাষের হাতে রাষ্ট্রভার পড়েনি। পরলে আমরা এতোকাল মনুষত্বে সীমা অতিক্রম করে দেবত্বের আঙিনায় পা রাখতে পারতাম। জাতিগত ভাবে।

মানব কল্যাণে রাধারানীর আবির্ভাব

তারকব্রহ্ম দাস ব্রহ্মচারী : শ্রী গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃতযুগল– মাধুরী হলো সর্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য তত্ত্ব। লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ হলেন সর্বশক্তিমান আর শ্রীমতি রাধারানী হলেন হ্লাদিনী রূপা স্বরূপ শক্তি, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের বিকার। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে–

''রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।

স্বরূপশক্তি–হ্লাদিনী নাম যাঁহার।।''

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ এক আত্মা। কিন্তু এক আত্মা হলেও, তাদের দেহ ভেদ না থাকলেও অনাদি কাল হতেই তাঁরা দুটি দেহ ধারণ করে আছেন লীলারস আস্বাদন করার জন্য। লীলার নিমিত্তই দুটি দহের প্রয়োজন, কারণ একাকী লীলা হয় না।

''রাধা–কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।

অন্যোন্যে বিলাসের আস্বাদন করি।।''

শক্তিমান ও শক্তির বিলাস বৈভবের নামলীলা। হ্লাদিনী স্বরূপ শক্তির সহিত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের যে লীলা তাকে নিত্যলীলা বা চিদ্বিলাবলে। জড়জগতের হেয়তা এখানে স্পর্শ করে না অর্থাৎ জড়জগতের জুগুপ্সিতভাব এখানে নেই। সেই নিত্যজগতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা সর্বদা নব নবায়মান সৌন্দর্য মাধুর্যে ভরা, নিত্যনবোল্লাস রসে পূর্ণ অনন্ত বৈচিত্রময়। আমাদের এই পার্থিব জগতের অতৃপ্ত কামনাময় অপূর্ণ হৃদয় সেই নিত্যধামে নিত্য ও পূর্ণ বস্তুর সেবায় পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে। সেই নিত্যধামে গোলক হতে শ্রীমতি রাধারানী ভৌমব্রজ মণ্ডলে অবতরণের উদ্দেশ্য হলো মধুর রসাশ্রিত জীব সমূহের নিগূঢ় সেবায় পথ প্রদর্শন। আর সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবায় শ্রীমতি রাধারানীর পরিচারিকা রূপে আত্মনিয়োগ করাই সাধনভজনের চরম ও পরম প্রাপ্তি। তাঁর দাস্যই নিখিল নরনারীর চরমতম সাধনার পরমতম বস্তু প্রাপ্তির মূলকারণ।

জন্মজন্মান্তর ধরে নিজস্বরূপ ভ্রষ্ট জীবসমূহ অনন্ত দুঃখের সাগরে ভাসমান হয়ে চুরাশি লক্ষ জন্ম পরিক্রমা করে চলেছেন। এই জীবনসমূহ উদ্ধারের জন্য বেদ–পুরানাদি বহু শাস্ত্রে বহু সাধন পন্থা, যেমন কর্মে মুক্তি, জ্ঞানে মুক্তি, যোগে সিদ্ধিলাভের কথা থাকলেও শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমলের নিত্য সেবাসুখ লাভের সম্ভাবনা নাই। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবা লাভই জীবের নিত্যস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হবার একমাত্র উপায়। তাই শ্রীমতি রাধারানীর প্রাণ ত্রিতাপ দুঃখ জ্বালায় জর্জরিত জীবের জন্য কেঁদে উঠল নিজস্ব রূপভ্রষ্ট জীবসমূহকে পরম অমৃতময় পথের সন্ধান দিতে।

শ্রীকৃষ্ণ সেবা হতে জীবকে নিত্য সেবায় নিযুক্ত করতে হলে অনিত্যের প্রতি আসক্তি দূর করে শ্রীকৃষ্ণ সেবায় উন্মুখী কতরাই করুণাময়ী শ্রীমতি রাধারানীর ইচ্ছা। এটি তার জীব উদ্ধারণলীলার পূর্বাভাস। এটি অপরের দ্বারা সম্ভব নয়। নিজের জীবন আচরণ করে শ্রীকৃষ্ণসেবা রূপ সুনির্মল সুখ হতে বঞ্চিত জীবকে শ্রীকৃষ্ণ সেবায় উন্মুখী করতে পারলেই জীবের বাস্তব মঙ্গল। স্বয়ং গোলোকেশ্বরী শ্রীমতি রাধারানী এভাবে চিন্তা করতে করতে প্রাপঞ্চিত লীলারসময় এসে উপস্থিত হলো। পাঁচ সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে গত দ্বাপর যুগের শেষ ভাগে সোয়া শত বৎসর কাল ভৌমলীলা করবার অভিপ্রায় গোলোক হতে ভূলোকের ব্রজমণ্ডলে তিনি ভাদ্রমাসে শুক্লাষ্টমী তিথিতে সোমবার মধ্যাহ্ন কালে রাভেল নামক গ্রামে বৃষভানু রাজার গৃহে কীর্তিদা দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

দুর্বারগতিতে শ্রীকৃষ্ণ প্রেমসিন্ধু মাঝে পতিত হয়ে কায়–মন–বাক্যের যে গতি সেটি হলো শ্রীমতী রাধারানীর কৃষ্ণ ভজনের মূল সূত্র, এটিই তাঁর নিত্যপ্রাণ প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সেবা পদ্ধতি– যা চিরকাল শ্রীমতি রাধারানীর বিশুদ্ধ চিত্তে নিবদ্ধ ছিল। জীবজগতে এটি অনর্পিত ছিল। কৃপাময়ী শ্রীমতি রাধারানীর ইচ্ছা হলো এই পন্থার দ্বারা জগৎজীবকে তাঁর প্রিয়সহচরী করে প্রাণদয়িত শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করবেন। শ্রীমতি রাধারানী সচ্চিদানন্দময়ী, কৃষ্ণপ্রেমের আধার স্বরূপী, মহাভাব বিভাবিতা, সর্বলক্ষ্মীময়ী, তাঁর কোনও কামনা বা বাসনার ইচ্ছা হয় না। তিনি নিত্যকাল আত্মকামা, আত্মরামা,

তবে জগৎ জীবকে তাঁর সহচরী করার ইচ্ছা জাগ্রত হলো কেন? ভক্ত বাৎসল্য হেতু কৃপাশক্তির সঞ্চালনে তাঁর এরূপ আহৈতুকী ইচ্ছার উদয় হলো।

তাঁর এই ইচ্ছা সমস্ত জগৎ জীবের কল্যাণের জন্য । এটি জীবের পক্ষে মঙ্গলের আলয় স্বরূপ। বিষয় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত রসের আকর। সেই রস ঘনীভূত হয়ে পরিণামে বিশুদ্ধ প্রেমের উদ্ভব হয়, আর তা আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহস্বরূপিনী শ্রীমতি রাধারানীর চিত্তগত কৃষ্ণসেবার পরিপাকে সমুৎপন্ন হয়। সেই জন্য হ্লাদিনী প্রধানা শ্রীমতি রাধারানী শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের ভাণ্ডারী।

কৃপাময়ী শ্রীমতি রাধারানী কৃপা করে যাকে তা প্রদান করবে তিনি শুধুমাত্র তার অধিকারী হবেন। ত্রিকালের সমস্ত সৌন্দর্য–মাধুর্যের ঘনীভূতা লাবণ্যসার শ্রীমতি রাধারানীর আজ শুভ আবির্ভাব তিথি। তিনি সমস্ত জীবজগতে প্রতিশুভ দৃষ্টিপাতপূর্বক পরমমঙ্গল করুন।

রাধারানীর জন্মলীলা

মুরারী গুপ্ত দাস : জগৎশক্তি তিন প্রকার– পদ্মিনী, শাশ্বত ও হ্লাদিনী। কৃষ্ণের পদ্মিনী শক্তির মাধ্যমে জগৎ সৃষ্টি করেন। শাশ্বত শক্তির মাধ্যমে তিনি নিজেকে জানতে পারেন এবং জীবেরা শ্রীকৃষ্ণ কে জানতে পারেন। হ্লাদিনী শক্তির মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ উপভোগ করেন এবং জীবেরা কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করেন এই হ্লাদিনী শক্তির প্রতিমূর্তি হলেন শ্রীমতি রাধারানী।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বলা হয়েছে– ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে বৃন্দাবনে মাধবী লতার কুঞ্জে রত্নসিংহাসনে উপবেশন করে লীলা বিলাসের ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্রই তাঁর বাম অঙ্গ থেকে অপূর্ব রূপ মাধুরী সম্পন্না শ্রীমতি রাধারানী প্রকাশিত হলেন। তাঁর অঙ্গকান্তি ছিল তপ্তকাঞ্চন বর্ণ এবং তিনি সমস্ত দিব্য অলংকারে ভূষিতা ছিলেন। তখন শ্রীমতি রাধারানী নিজের কায়ব্যূহ থেকে অসংখ্য গোপী রূপে নিজেকে বিস্তার করে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধান করলেন। এভাবেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতি রাধারানী ও গোপীকা গণের সঙ্গে মাধুর্য্যরসে নিত্য লীলাবিলাস করেন।

পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে, দেবকার্য সাধনে পৃথিবীর ভার অপহরণের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার দিবসের মধ্যে একবার এই পৃথিবীতে অবতরণ করলে পরপুরুষের মুখ দর্শন করতে হবে। এই ভয়ের কথা শ্রীমতি রাধারানী জ্ঞাপন করলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে অভয়প্রদান করেন।

যথা সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে নন্দ– যশোদার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন এবং ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে মধ্যাহ্নে বিশাখা নক্ষত্রে সর্বশুভোদয় মুহূর্তে রাজা বৃষভানু–কীর্তিদার কন্যারূপে শ্রীমতি রাধারানী গোকুলের অন্তর্গত রাভেলে জন্মগ্রহণ করেন। রাধারানীর তপ্তকাঞ্চন বর্ণেরছটায় গৃহটি আলোকিত হল। পরপুরুষ দর্শনের ভয়ে যেহেতু তিনি চোখ বুজেছিলেন, তাই কন্যা সন্তানটিকে জন্মান্ধ মনে করে সকলে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তখন নারদ মুনি এসে তাঁদের সন্দেহ দূর করে আশ্বাস প্রদান করেন যে, যথাসময়ে কন্যা চক্ষু ফিরে পাবেন।

রাধারাণীর জন্মোৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে শিশু–কৃষ্ণকে সঙ্গে নিয়ে নন্দ–যশোদা বৃষভানু রাজার গৃহে উপস্থিত হলেন। নন্দ মহারাজকে রাজা বৃষভানু ও যশোদামাকে কীর্তিদা যখন আলিঙ্গন করছিলেন, তখন কৃষ্ণ হামাগুড়ি দিয়ে রাধারানীর পালঙ্কের কাছে এসে তার চোখে হাত দিতেই রাধারানী কৃষ্ণের দিকে তাকান। এভাবেই উভয় উভয়কে দর্শন করে প্রেমানন্দে অভিভূত হয়ে পড়েন।

এদিকে সকলে শিশুদুটির কাছে এসে দেখেন রাধারানী চক্ষু উন্মীলিত করে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে আছেন। তখন আনন্দে রাজা বৃষভানু কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিলেন এবং বললেন কৃষ্ণই রাধারানীর চক্ষু প্রদান করেছেন। তারপর মহানন্দে রাধারানীর জন্মোৎসব পালিত হয়।

পাঠকের কলমে

ট্রাফিক পুলিশের কেরামতিতে টাইম মেশিনে গাড়ির অতীত ভ্রমণ

গত ২৩–৮–২০১৮ তারিখে আমার কাছে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে ম্যাসেজ দেওয়া হয় WB 22U6623 নম্বরের গাড়িটির ট্রাফিক রুল লঙ্ঘনের জন্য ফাইন হয়েছে। এরপর ৩–৯–২০১৮ তারিখে ম্যাসেজে বলা হয় যে ৩১ আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত গাড়ির চারটি কেস আছে। অন লাইনে পেমেন্ট করতে গিয়ে আমি দেখি যে কেস কোর্টে চলে গেছে। কেসের লিস্টে দেখা যাচ্ছে ২০১৪ সালে একটি ও ২০১৫ সালের তিনটি মোট চারটি ট্রাফিক আইন ভঙ্গের কেস আছে। উল্লেখ থাকে যে আমি কলকাতা পুলিশের ওয়েবসাইট খুলে দেখি যে ৬টি ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের কেস আছে। ওই তারিখেই অন লাইনে ৬টি কেসের ফাইল পেমেন্ট করেন। সেই ৬টি কেসের মধ্যে শেষতম কেস ১২–৯–২০১৬। তারিখে প্রশ্ন হল এই ১৮ সালে আবার ২০১৪ সালের ১টা এবং ২০১৫ সালের তিনটি কেস কোথা থেকে এলো? ১৯/৯/২০১৬ তারিখে সার্চের সময় ওই ২০১৪, ১৫ সালের কেসগুলো কোথায় লুকিয়ে ছিল? তাহলে কি বলা যায় যে কলকাতা পুলিশের ওয়েবসাইট টাইম মেশিনের দৌলতে ২০১৮য় এসে ২০১৪ সালের অতীতে ভ্রমণ করছে? নাকি গাড়িটি অতীতে ভ্রমণ করছে? এ এক গোলক ধাঁধা। কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের বদনাম আছে অহেতুক টাকা আদায়ের। এটা কি তেমনি একটা কেস। ভাগ্যিস ২০১৯–২০ সালের কেস অগ্রিম পাঠায়নি।

রবীন হালদার, কলকাতা

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

কুপ্রস্তাব, মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি : রায়পুর গ্রামে এক গৃহবধূকে কুপ্রস্তাব দেওয়ার প্রতিবাদ করায় গৃহবধূর শ্বশুরকে কোপানোর অভিযোগ উঠল যুবকদের বিরুদ্ধে। গৃহবধূর শ্বশুর রামপুরহাট সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পোস্তর খোল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : মালদা থেকে ঝাড়খণ্ডে পাচারের সময় বীরভূম জেলার পদুমা থেকে আশি কেজি পোস্তর খোল সমেত একটি গাড়ি আটক করলো দুবরাজপুর থানার পুলিশ। চালক পলাতক। চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

মোমো আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'মোমো' গেম চ্যালেঞ্জ খেলার বার্তা পেলো রাজগ্রামের চা বিক্রেতা বাচ্চু শেখ, লাউজোড় গ্রামের কুনাল মালি ও সুরজিৎ মালি, কেন্দ্রডাঙাল গ্রামের মোবাইল দোকানের মালিক মহ: আব্দুল কুদ্দুস। খেলতে না চাওয়ায় খুনের হুমকি দেওয়া হয় বলে জানায় কুদ্দুস। যা নিয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

বিডিও বদলি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সরকারি রুটিনমাফিক বদলি হলেন প্রান্তিক অঞ্চল রাজনগরের বিডিও দীনেশ মিশ্র। তিনি হুগলি জেলার ধনেখালির বিডিও হলেন। ব্লক ও পঞ্চায়েতসমিতির কর্মাধ্যক্ষরা বিদায় সম্বর্ধনা দেন। রাজনগরের নতুন বিডিও হলেন অলোক মল্লিক। আগে তিনি মগরাহাটের বিডিও পদে কর্মরত ছিলেন।

বিদ্যালয়ে মদের বোতল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিদ্যালয়ে এসে প্রথমে বিদ্যালয় চত্বর থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ভাঙাচোরা মদের বোতল পরিস্কার করতে হয় ছাত্রীদের। ঘটনাস্থল ভদ্রপুর জুনিয়র বালিকা বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে নেই সীমানা প্রাচীর,সামনেই বড়ো পুকুর। তাই বিদ্যালয় ছুটির পর সন্ধ্যায় সমাজবিরোধীদের মদের আসর বসে বিদ্যালয় চত্বরে বলে অভিযোগ ছাত্রী,অভিভাবক এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের।

চটুল নাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিক্ষক দিবসে লাভপুর শম্ভুনাথ কলেজে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলো তৃণমূল পরিচালিত ছাত্র সংসদ। সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চে চলছে চটুল নাচ। সেই ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয়েছে বিতর্ক।

প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনার আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা ও কিষাণ সহায়তা কেন্দ্রের উপযোগিতা এই আলোচনা সভার অনুষ্ঠানে কৃষি বিকাশ শিল্প ও ভারত সেবাশ্রম সংঘর উদ্যোগে ৮ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ইন্সটিটিউশন ভবনে অনুষ্ঠিত হয় । এই আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকেন কেন্দ্রীয় কৃষি বিভাগের সদস্য ধনঞ্জয়কুমার সিং, ভারত সেবাশ্রম–এর জীবনানন্দ মহারাজ ভারত সঞ্চার নিগম ডেপুটি ডায়রেক্টর অরচন আদিত্ব কৃষি বিকাশ কেন্দের প্রধান সেক্রেটারি গৌতম গোস্বামী ও কৃষি বিকাশের ডাইরেক্টর প্রসেনজিৎ বোস। এদিনের আলোচনা সভায় উঠে আসে কেন্দ্রের কৃষি বিমায় চাষিদের পরিবারবর্গকে ঋণ দেওয়া যাতে করে চাষিরা নির্বিঘ্নে চাষ করতে পারে। কারণ সুনামি বা আয়লা বা অগ্নি কান্ড ঘঠে গেলে যে পরিমান চাষের ক্ষতি হয় সে গুলোকে বিমা যোজনার আওতায় পড়বে বলে এই আলোচনা সভায় বক্তব্য রেখেছেন । এই যোজনায় বর্ধমান, দুই চব্বিশ পরগনায় বহু চাষি এই বিমার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেদিন ধনঞ্জয় বাবু বলেন, আমরা চাষিদের ঘরে ঘরে গিয়ে বিমার কথা বোঝাবো যাতে করে ফসল সুরক্ষিত হয়। তিনি বলেন ছয়টি জেলায় বিমা করলে হবে না সবকটি জেলাতে চাষিদের কেন্দ্রে বিমার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। চাষিরা বলতে বর্গাদার চাষিরা ও এ সুযোগ পাবে। বহু চাষি এখনও জানে না এই কেন্দ্রের বিমা যোজনার কথা। এই কার্যকারিতা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপিয়ে দিলে হবে না । রাজ্য সরকারকেও এই দায়িত্ব নিতে হবে । সেদিন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিমা সদস্যরা এসেছিলেন।

বাড়িতে বসে ড্রাইভিং লাইসেন্স মিলবে না : মন্ত্রী

দেবাশিস রায়, কাটোয়াঃ ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করার ক্ষেত্রে অবশেষে কঠোর অবস্থান নিতে চলেছে রাজ্য পরিবহন দপ্তর। এবার থেকে আর বাড়িতে বসে সহজে ড্রাইভিং লাইসেন্স মিলবে না। এজন্য নাগরিকদের পরিবহন দপ্তরে সরাসরি এসে যোগ্যতা ও সক্ষমতার প্রমাণ দিতে হবে। শুধু তাই নয়, এই প্রক্রিয়াটি সিসিটিভির আওতায় এনে যথাযথভাবে নথিভুক্ত করা হবে। শীঘ্রই এই গোটা প্রক্রিয়াটি রাজ্যের সর্বত্রই শুরু হয়ে যাবে বলে স্পষ্টতই জানিয়ে দিয়েছেন পরিবহন ও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গত ৭ সেপ্টেম্বর পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় এসেছিলেন মহকুমা পরিবহন দপ্তরের (এআরটিও) আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সহ এলাকার বাসস্ট্যান্ডের আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ কাজের শিলান্যাস করতে। এই উপলক্ষ্যে কাটোয়া কাশীরাম দাস বিদ্যায়তনের মাঠে জমজমাট একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, রাজ্য পরিবহন দপ্তরের প্রধান সচিব বি পি গোপালিকা, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের বিদায়ী সভাধিপতি দেবু টুডু, পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, কাটোয়ার মহকুমাশাসক সৌমেন পাল, কাটোয়ার বিধায়ক ও পুরচেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

এতদিন কাটোয়া মহকুমাবাসীকে ড্রাইভিং লাইসেন্স সহ পরিবহন সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজের জন্য বর্ধমানে জেলা পরিবহন দপ্তরে যেতে হত। অবশ্য এর আগে কালনায় মহকুমা পরিবহন দপ্তর তৈরি হওয়ায় সেখানকার বাসিন্দারা এবিষয়ে প্রভূত সুবিধা পেতে থাকেন। এরপরই কাটোয়ায় এআরটিও স্থাপনের দাবি জোরালো হতে থাকে। অবশেষে মধুরেণ সমাপয়েত। কাটোয়া মহকুমাশাসকের কার্যালয়ের বিল্ডিংয়ে পরিবহন দপ্তরটি খোলা হয়েছে। রাজ্যে এই নিয়ে মোট ৫১টি এধরনের কার্যালয় খোলা হল বলে পরিবহন মন্ত্রী জানিয়েছেন। এরই পাশাপাশি কাটোয়া বাসস্ট্যান্ডের আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ কাজের জন্য পরিবহন দপ্তর ৩.৩ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। একইসঙ্গে পূর্ব বর্ধমান জেলার জলপথ ও সড়ক পরিবহনের উন্নয়নে এ পর্যন্ত ২০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে বলে শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এই জেলার মেমারি, গুসকরা, মন্তেশ্বর, কালনা বাসস্ট্যান্ডের নানাবিধ উন্নতি সহ জেলার সীমান্তবর্তী নদীপথের মোট ১৪টি ফেরিঘাটের উন্নতিতে যথাযথ অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে। নদীপথে যাত্রী পরিবহনকে আরও আকর্ষণীয় ও নিরাপদ করে তুলতে পুজোর আগেই রাজ্যজুড়ে প্রায় ২৫টি লঞ্চ নামানো হবে। তার মধ্য থেকে কাটোয়াকেও একটি লঞ্চ দেওয়া হবে। কাটোয়ায় ভাগীরথী নদীর অপরপাড়ে নদিয়ার বল্লভপাড়া ফেরিঘাটে একটি জেটি নির্মাণের প্রস্তাবও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে মন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন।

শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, নদীপথে নদিয়া ও পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন এলাকার মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থাকে আরও নিরাপদ করার জন্য রাজ্য সরকার সচেষ্ট হয়েছে। এজন্য রাজ্যের জলধারা প্রকল্পে বিভিন্ন ফেরিঘাটে আধুনিক প্রযুক্তির অত্যন্ত নিরাপদ যন্ত্রচালিত যান চালানোর অনুমতি দেওয়া হবে এবং এই প্রকল্পে সরকার এক লক্ষ টাকা করে সাবসিডি দেবে। একইসঙ্গে এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বেশ কিছু হেলমেট, জুটব্যাগ, চারাগাছ, চশমা বিভিন্নজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী হিসেবেও এদিন শুভেন্দু অধিকারী কাটোয়াবাসীর উদ্দেশে দু'–চার কথা বলেন। তিনি পরিবেশ রক্ষায় বাসিন্দাদের প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের পরিবর্তে জুট অর্থাৎ পাটের তৈরি ব্যাগ ব্যবহারের আবেদন জানান। সেইসঙ্গে বলেন, কাটোয়ায় যদি একটি নেচারপার্ক গড়ে তোলার জন্য আমার কাছে লিখিত প্রস্তাব পাঠানো হয় তাহলে সেটাও বিবেচনা করা হবে।

ওষুধের তারিখ নিয়ে বিভ্রান্তি রায়দিঘি হাসপাতালে

মেহেবুব গাজী, ডায়মন্ড হারবারঃ ভিটামিন ডি–৩ ওরাল ড্রপ। যেটা সরকারি হাসপাতাল থেকেই দেওয়া হয় শিশুদের জন্য। কিন্তু ওষুধের প্যাকেট দেখে চক্ষুতো চড়ক গাছ। ম্যানুফ্যাকচারিং ১৮০১ সাল এবং এক্সপায়ারি ১৯০৬। মানে ১০০ বছর আগের ওষুধ। অবাক হচ্ছেন নাকি? ভাবছেন গুজব? না তা নয়। সত্যি এমন ওষুধ মিলছে রায়দিঘি গ্রামীণ হাসপাতাল সহ বেশ কিছু সুন্দরবনের গ্রামীণ হাসপাতালে। সদ্যোজাত শিশুর ওষুধের প্যাকেটে মিলল এমনই দৃষ্টান্ত। চলতি বছরের গত ২৪ আগস্ট মথুরাপুর ২নম্বর ব্লকের রায়দিঘি থানার ২৩ নম্বর লাটের বাসিন্দা স্বপ্না জানা ও তরুণ জানা নামক এক দম্পতির সন্তান হয় রায়দিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে। ছুটি দেওয়ার সময় ওই ভিটামিন ড্রপটি ওই দম্পতিকে দেওয়া হয়। যথারীতি বাড়িতে এসে বেশ কিছুদিন ওষুধ নিয়মিত খাইয়ে যাচ্ছিল তারা তাদের শিশুকে। এমতাবস্থায়ে তারা সেই ওষুধের মেয়াদ নির্ধারিত সময় দেখতে গিয়েই হতবাক হয়ে যায়। তারপরেই ঘটে যত বিপত্তি। শরীরের উন্নতি তো দূরের কথা অবনতি বাড়তে থাকে এমনটাই অভিযোগ পরিবারের। পরে হাসপাতাল থেকে দেওয়া ওষুধ নিয়ে স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে যায়। ওই চিকিৎসক স্থানীয় হাসপাতালে যোগাযোগ করতে বলে। নজরে আসে ওষুধের শিশির ম্যানুফ্যাকচারিং ডেটের দিকে। এই খবর রটে গেলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে গোটা এলাকা। এমনকি হাসপাতালে গেলে সেখানেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে রায়দিঘির রোগীর পরিবারের মধ্যে।

অন্যদিকে রায়দিঘি হাসপাতালে আমাদের প্রতিনিধি গেলে এক স্বাস্থ্য কর্মী জানায়, 'তারিখ মেয়াদ সবই ঠিক আছে। তিনি বোঝাতে চাইলেন

১৮০১ মানে জানুয়ারির এক তারিখে চলতি বছরে তৈরি। আর মেয়াদ শেষ মানে যেটা লেখা আছে ১৯০৬,সেটা আগামী বছরের জুন মাসে।'

কিন্তু প্রশ্ন এখন একটাই। কেন এইরকম ভাবে লেখা। এতে তো কোথাও মাস বছর তারিখ কোন কিছুই আলাদা ভাবে উল্লেখ করা নেই। এতে তো সাধারণ মানুষই নয় এমনকি অনেক ওষুধ দোকান থেকে অনেক চিকিৎসকের বুঝতে অসুবিধা হবে। বিভ্রান্তিতে ভুগছে সাধারণ মানুষ থেকে সকলেই। সত্যি গন্ডগোল? যদিও ভুল বসতই হয় তাহলে কেন এরম গাফিলতি?

এ নিয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ত্রিদিব দাস জানায়, ' এই যে ভিটামিন ডি–৩ বাচ্চাদের সিরাপ আমাদের স্বাস্থ্য জেলার যে সকল হাসপাতালে সাপ্লাই হয়েছে সেইগুলোর গুণগত মান বা অন্য যেকোনো বিষয়ে ভুল নেই। শুধু মাত্র প্রিন্টিং এর মানে ছাপার ভুল হয়েছে। অর্থাৎ এখানে বছর আর মাস একসাথে লিখে দেওয়া আছে। আসলে উচিত ছিল বছর মাস আলাদা করে লেখা। মানে বছর আর মাসের মাঝে কোন আলাদা ভাবে ডট বা হেলানো দাঁড়ি থাকে অর্থাৎ আর বাকি যেসকল ওষুধ এর শিশির গায়ে লেখা থাকে সেইভাবেই লেখা উচিত ছিল। এটাই কোম্পানির ভুল হয়েছে। আর তার জেরেই সাধারণ মানুষ থেকে সকলেরই মধ্যেই একটা বিভ্রান্ত ছড়িয়েছে। তবে যে সংস্থা কে এই ওষুধ তৈরির কাজ টেন্ডার দিয়ে কাজ করানো হয়েছিল তাদের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। এবং এ বিষয়ে স্বাস্থ্যভবনের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকেও জানাবেন। যাতে এবিষয়ে খুব শীঘ্রই সমস্যার সমাধান করা যায়।'

ওষুধের প্রিন্টিং এর এই ভুল যদিও স্বীকার করে নিয়েছেন নিচু তলা থেকে ওপরতলা সকলেই, কিন্তু প্রশ্ন একটা থেকেই যায়। কেন এই ভুল। যেখানে সাধারণ মানুষের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। আতঙ্কের বীজ বপন হচ্ছে সকলের মধ্যে। তাহলে কি স্বাস্থ্য দপ্তরের ভুল বলে দায় সারা পালা নাকি অন্য কিছু প্রশ্ন থাকছে। নাকি খড়গের আঘাতে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে খান খান করে শেষ করে দেবে। তবে এনিয়ে সতর্ক থাকা উচিত সকলেরই।

কাঁচকল বন্ধ, বেকার ৩৫০ কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুজোর মুখেই বন্ধ হয়ে গেল হাওড়া নিশ্চিন্দা থানার ঘোষ পাড়া পঞ্চায়েতে অবস্থিত পাল পাড়ার একটি কাঁচকল। কারখানাটিতে কাজ করতেন প্রায় ৩৫০ জন কর্মী। বেশ কয়েক মাস আগে একবার বন্ধ হলেও পুনরায় খুলে ছিল টিমটিম করে চলা এই কাঁচকলটি। প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে নতুন প্রযুক্তি আনিয়ে কাঁচকল চালু করতে দরকার বহু অর্থ প্রয়োজন। সে সামর্থ নেই মালিকের। শনিবার সকালের শিফটে কাজে আসা কর্মীদের হাতে তাই তুলে দেওয়া হয় মালিকের পক্ষের সই করা কারখানা বন্ধের নোটিশ, যা দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তারা।

ধিক্কার সভা পুলিশের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিশ্চিন্দা দেওয়ান চকের শিক্ষক স্বপন মালাকারকে হেনস্থার বিরুদ্ধে এবার পথে নামল এপিডিআর। বাদ জাননি স্থানীয় বাসিন্দারাও। এলাকায় অত্যন্ত ভদ্র এবং শিক্ষিত ছেলে হিসাবে পরিচিত স্বপনবাবু। ফলে স্বপনবাবুর উপরে রাজনৈতিক হিংসা কোনভাবেই মেনে নেন নি স্থানীয় বাসিন্দারা। আর যে বিষয়টি নিয়ে স্বপন বাবুর লড়াই, সেই বিষয়টি কেবল মাত্র স্বপনবাবুরই সমস্যা নয়। সমস্যা স্থানীয় ভাবে সকলেরই। তাই এই লড়াই এলাকার একটি অন্য মাত্রা পেয়েছে বলা যায়। আর এই বিষয়টি কে সামনে রেখেই আজ সোমবার রাজচন্দ্রপুরের তিন রাস্তার মোড় এলাকায় এক ধিক্কার সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় হাজির ছিলেন মন্দাক্রান্তা সেন সহ আরও অনেকে। সভায় এক বক্তার বক্তব্য অত্যন্ত সময়োপযোগী। তিনি বলেন সেদিন রাতে যে কয়েকজন পুলিশ কর্মী স্বপনবাবুকে তার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এসেছিলেন তারা কি ভুলে গিয়েছেন চাকরি পাওয়ার সময় কি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন? তারা কি ভুলে গিয়েছেন সারা মাস কাজ করার পরে যে মোটা টাকা বেতন পান তা এই জনগণের কাছ থেকেই পান। কেবল মাত্র কয়েকজন মন্ত্রী এমএলএ–দের কথা মতো চলার কাজ তাদের নয়। তাদের কাজ জনগণের নিরাপত্তা দেওয়া। আর এই নিরাপত্তার জন্যেই সরকার জনগণের কাছ থেকে কর আদায় করে সেই টাকা বেতন বাবদ

সাগরে যাওয়ার বিকল্প পথ

প্রথম পাতার পর

তেমন কোনও সমস্যা হয়নি। প্রাচীনকালে যখন সড়ক ব্যবস্থার এত উন্নতি হয়নি তখন এই নদীপথেই পুণ্যার্থীরা গঙ্গাসাগর যেতেন। এখন থেকেই যদি পরিবহন দফতর এই পথে পুণ্যার্থীদের যাতায়াত সংক্রান্ত বিষয়ের সম্ভাবনা নিয়ে সমীক্ষা করে তাহলে মনে হয় নতুন দিগন্ত খুলে যেতে পারে। এর ফলে সড়ক পথে যেমন চাপ কমবে, দূষণও হ্রাস পাবে। তাছাড়া ভাঁটার সময় লট নম্বর আটে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী মুড়ি গঙ্গার তীরে অপেক্ষা করেন। কারণ মুড়ি গঙ্গার পলি এখন জ্বলন্ত সমস্যা। সেই সমস্যা মনে হয় হুগলি নদী পথে থাকবে না। হুগলি নদীপথে যে ব্লক বা ওয়ার্ডগুলো কিংবা পুরসভা পড়বে, সেই স্থানীয় প্রশাসন যদি নদীপথে লঞ্চে কিংবা বড় ভুটভুটিতে পানীয় জল চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা রাখে, তাহলে পুণ্যার্থীদের পরিষেবাতেও লাগতে পারে। আমাদের বক্তব্য হুগলি নদীপথে গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীদের যাতায়াতের কতটা সম্ভাবনা আছে, তা খতিয়ে দেখুক রাজ্য সরকার। এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) শ্যামল মণ্ডল বলেন, গঙ্গাসাগরে তীর্থযাত্রীদের যাতায়াতের জন্য বিকল্প পথের সন্ধানে চিন্তাভাবনা চলছে। হুগলি নদীপথ ও আমাদের চিন্তার মধ্যে আছে। তবে জেলাশাসক নিজে বিষয়টি রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করছেন। তীর্থযাত্রীদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেটাই নিশ্চিত করা আমাদের উদ্দেশ্য।

অটল প্রজ্ঞায় টলমল রাজ্য

প্রথম পাতার পর

শুধু কি তাই! ২০০৯ সালের ঘোষণা অনুযায়ী সমস্ত ফোর লেনকে রূপান্তরিত করা হয় সিক্স লেনে। পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসা বাণিজ্য, অন্তর্দেশীয় আদানপ্রদান বেড়ে গেল কয়েকগুণ। রাজ্যে লক্ষ্মী এসে পৌঁছাল সোনালী চতুর্ভূজের হাইওয়ে ধরে। কিন্তু তৎকালীন অদূরদর্শী, স্থবির বামফ্রন্ট সরকারের অপদার্থতায় সেই বাংলার লক্ষ্মী আজ জরাগ্রস্ত সড়কে মুখ থুবড়ে পড়ছে। কারণ বামেদের সরকার বুঝতেই পারে নি সোনালী চতুর্ভূজের হাত ধরে পণ্য পরিবহনের যে ধাক্কা এই শহরে এসে পৌঁছবে তার জন্য তৈরি হতে হবে তাদের। অর্থাৎ একদিকে তৈরি হল শহরে ঢোকার হাইওয়ে যেখান দিয়ে প্রতিদিন ধেয়ে আসছে দশ–বিশ–তিরিশ চাকার ট্রাকের ঝাঁক আর অন্যদিকে শহরের সড়ক–সেতু রয়ে গেল মান্ধাতা আমলে। ফলে পূর্ব ভারতের প্রবেশ দ্বার এই রাজ্য সোনালী চতুর্ভূজের সুফল হারিয়ে দৈন্য হয়ে রয়ে গেল। বেহাল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে থমকে রইল শিল্প। কালের অদ্ভুত খেলায় বামেদের অকর্মণ্যতার দায় এসে পড়ল সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর যিনি সেই সময় অটল মন্ত্রিসভারই গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন।

পণ্য পরিবহনে সক্ষম ৫০০ মিটারের বেশি দৈর্ঘ্যের ব্রিজ নির্মাণে বামেদের কর্মদক্ষতা একবার খতিয়ে দেখা যাক। ৩৪ বছরের বাম শাসনে এ রাজ্যে বড় ব্রিজ তৈরি হয়েছে তিনটি। একটি হুগলি নদীর ওপর ১০০৪ মিটারের ঈশ্বর গুপ্ত সেতু যা জুড়েছে বাঁশবেড়িয়া–কল্যাণী। চালু হয়েছে ১৯৮৯ সালে। দ্বিতীয়টি দক্ষিণেশ্বর–বালি সংযোগকারী ৮০০ মিটারের নিবেদিতা সেতু। যা হুগলি নদীর উপর দিয়ে চালু হয় ২০০৭ সালে। তৃতীয় বারে ২০০৯ সালে মাতলা নদীর উপর দিয়ে তৈরি হয় মাতলাসেতু। এই সেতু জুড়ে দেয় ক্যানিং–বাসন্তীকে। এছাড়াও বাম আমলে কেন্দ্রীয় উদ্যোগে হুগলি নদীর উপর দিয়ে ১৯৯২ সালে চালু হয় ৪২২.৯৬ মিটার দীর্ঘ বিদ্যাসাগর সেতু বা সেকেন্ড হুগলি ব্রিজ। অথচ তৃণমূলের সাত বছরেই তৈরি হয়েছে তিনটি বড় সেতু। ২০১৫ সালে চালু হয় ৪৫০০ মিটারের পরমা ফ্লাইওভার। ২০১৬ সালে সুবর্ণরেখা নদীর উপর তৈরি ১৪৭২ মিটারের জঙ্গল কন্যা ও কংসাবতী নদীর উপর ৭৫০ মিটারের লালগড় সেতু। এছাড়াও সম্প্রতি হয়েছে দুটি জনপ্রিয় ফ্লাইওভার। মা ও গার্ডেনরিচ। এর বাইরে ফরাক্কা ব্যারেজ থেকে শুরু করে বিবেকানন্দ সেতু, দুর্গাপুর ব্যারেজ সহ ছোটখাট সেতু তৈরি হয়েছে কংগ্রেস আমলে যা আজ যৌবন হারিয়ে বৃদ্ধ বয়সে চলে যাওয়ার অপেক্ষায় দিন গুনছে।

সোনালী চতুর্ভূজের পাশাপাশি অটলজি শুরু করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা। কারণ তিনি জানতেন সোনালী চতুর্ভূজের জোয়ার এসে শেষ পর্যন্ত পৌঁছবে গ্রামেগঞ্জে। কৃষিজাত দ্রব্যের বিপণনে পরিবহনে লাগবে সড়ক যোগাযোগ। হলও তাই। বাম আমলে তেমন অগ্রগতি না হলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার আসার পর গ্রাম সড়ক নির্মাণে গতি এসেছে। কিন্তু যোগাযোগের মূল কেন্দ্র কলকাতা ও শহরতলি ধুঁকছে গতি মন্থরতায়। তাই সবই বিফলে যেতে বসেছে। ইতিমধ্যেই ভেঙে পড়েছে তিনটি সেতু। শেষ মাঝেরহাট সেতু ধসে পড়ায় বিচ্ছিন্ন হয়েছে ডায়মন্ড হারবারের মতো জাতীয় সড়ক। অন্যান্য ব্রিজগুলি তার দৈন্যতায় প্রতিদিন খুঁজে পাচ্ছে খবরের কাগজের পাতা ও দূরদর্শনের পর্দা। মানুষ আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে। চেতলা ব্রিজের নিচে সামান্য পলেস্তারা খসে পড়লেও ব্রেকিং নিউজ হয়ে যাচ্ছে চ্যানেলগুলিতে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে ব্রিজগুলিতে ১০ চাকা ২০ চাকার ট্রাক চলাচল নিষিদ্ধ করেছে প্রশাসন। অর্থাৎ রাজ্যের পরিবহন ও বাণিজ্য চলে গেল বিশ বাঁও জলে। রাজ্যের ছোট বড় সেতু নিয়ে অবিশ্বাসের বিষবাষ্প প্রতি মিনিটে ছড়িয়ে পড়ছে রাজ্যবাসীর মনে। এর সঙ্গে রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার ধুনোর গন্ধ। বাংলার অগ্রগতিতে দুর্গন্ধ মম করছে। রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী গাল পাড়ছেন সরকারি আধিকারিকদের। সেখানেও কঠিন সময়ে অসহিষ্ণুতার বাতাবরণ। এতদিন বাদে মাঝেরহাটে গোঁত খেয়ে সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষায় কমিটি গড়েছে সরকার। গাফিলতির দায় এড়াতে হাতিয়ার সেই বস্তাপচা পদ্ধতি 'তদন্ত'। এরপর কাটাছেঁড়া চলবে। রাজনৈতিক হাতিয়ার হয়ে আগামী নির্বাচনে ঝড় তুলবে সেতুপতন। পরিকাঠামো থেকে সরে যাবে সেই তিমিরেই। এভাবে আর কতদিন? উত্তর খুঁজতে গিয়ে হিমশিম বাংলাবাসী।

জলপথ : পরিবহনের ভিন্ন অভিমুখ

প্রথম পাতার পর

এই যমুনার তীরে গোবরডাঙার খাঁটুরা গ্রামে প্রায় ৯০টি চিনির কারখানা ও একটি লবণ কারখানা ছিল। বড় বড় বাণিজ্য তরি ও রণতরি সে সময় চলাচল করত এই যমুনা নদী দিয়ে। এখানেই গড়ে উঠেছিল নীল শিল্প। সে সময় এই নদী পথ দিয়ে এক এলাকার চিনি, লবণ, পাট, শস্য ইত্যাদি কলকাতার বড়বাজারে পৌঁছাতো। সেখানে থেকে অন্যত্র রফতানি হত। আজ নদীগুলির অপমৃত্যু হয়েছে। পরিবহনের সুবিধার্থে নদীপথের উপর বড় বড় বাঁধ দিয়ে সেতু নির্মাণ, পাটা, বোল্ডার ইত্যাদির ফলে নদীর গতিপথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া ১৮৮২–৮৩তে দমদম থেকে খুলনা পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ কালে যমুনা নদীর উপর রেলপুল নির্মাণের ফলেও এই নদীর বিস্তার অনেক কমানো হয়। এই রেলপথ নির্মাণও যমুনা নদীর অপমৃত্যুর অন্যতম কারণ। কালে কালে স্থলপথে পরিবহনের ব্যাপক চাপ পড়তে শুরু করে। স্থলপথের এই চাপ কমাতে গেলে মৃতপ্রায় নদীগুলির সংস্কারের আশু প্রয়োজন। কারণ, পরিবহন ব্যবস্থা বিশেষ করে কার্গো অর্থাৎ মাল পরিবহন ব্যবস্থাকে নদীপথের মাধ্যমে চালুকরণে সরকার উদ্যোগী হলে স্থলপথের চাপ যেমন অনেকটাই কমে, তেমনই উড়ালপুল বিপর্যয়ের হাত থেকে অনেকাংশে রক্ষা পাওয়া যায়।'

ইছামতী নদী সংস্কার সহায়তা কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক ও বর্তমান অন্যতম উপদেষ্টা কবি বিপ্লব চন্দ বলেন, 'ইছামতী নদীর সঙ্গে মাতলা নদীর একটা সংযোগ আছে। মাতলার মাধ্যমে ইছামতী সাগরে মিশেছে। কলকাতার নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে টালি সাহেব একটি নিকাশি খাল কাটেন। সেটি টালি নালা হিসেবে খ্যাত। এই টালিনালাও মাতলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাগরে মিশেছে। হাবড়ার ভিতর দিয়ে একদা বয়ে যেত পদ্মা খাল। বর্তমানে তা একেবারে মজে যাওয়ায় সেখানে গড়ে উঠেছে অসংখ্য বাড়িঘর।'

এ প্রসঙ্গে উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা শহর বারাসতের আঞ্চলিক পরিবহন আধিকারিক (আরটিও) সিদ্ধার্থ রায় বলেন, 'আমাদের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষজন জলপথে যাতায়াত করেন। তার মধ্যে একটা বারাকপুর মহকুমার গঙ্গানদী তথা হুগলি নদীর উপর দিয়ে। আর বসিরহাট সাব ডিভিশনে অনেকগুলি নদী আছে। সেগুলো দ্বীপ রয়েছে, সেখানে ফেরিঘাট রয়েছে। এই মহকুমায় আছে প্রায় ৪৬–৪৭টি ফেরিঘাট। বারাকপুর সাবডিভিশনে হুগলি নদীর উপর দিয়ে প্রচুর মানুষ যাতায়াত করেন। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার এই মহকুমায় রয়েছে প্রায় ২১টি ফেরিঘাট। নদীর ওপারে হুগলি জেলা। উত্তর চব্বিশ পরগনা ফেরিঘাটগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধোবি ঘাট, নিমাইতীর্থ ঘাট, নৈহাটির রামঘাট, উটি ঘাট, শ্যামনগর ঘাট, বাবুঘাট ইত্যাদি। পরিবহন দফতর এখন প্রত্যেক আরটিওকে ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সপোর্ট অফিসার করেছে। ফলে শুধু স্থলপথ নয়, জলপথও রয়েছে এর অন্তর্ভুক্তিতে। ফেরিঘাটগুলির পরিকাঠামো সংস্কার ও উন্নয়নে শুধু উত্তর চব্বিশ পরগনা নয়, সব জেলাতেই টাকা অনুমোদন হয়েছে। তার মাধ্যমে ইঞ্জিনিয়াররা বিভিন্ন এজেন্সিকে দিয়ে সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজ করাবেন।' জলপথে মাল পরিবহন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যেখানে সড়ক পরিবহনের ব্যবস্থা নেই, সেখানে জলপথেই মাল পরিবহন করা হচ্ছে। সুন্দরবন এলাকার অধিকাংশ জায়গাতেই জলপথে মাল পরিবহন করা হয়। বনগাঁ মহকুমায় রয়েছে চারটি ফেরিঘাট।' নদীগুলি সংস্কারের জন্যে বিশ্বব্যাঙ্কের তরফ থেকে এক হাজার কোটি টাকা অনুমোদন প্রসঙ্গে সিদ্ধার্থবাবু বলেন, 'এ বিষয়টা আমার জানা নেই'।

গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের অধ্যক্ষ দীপককুমার দাঁ বলেন, 'স্বাধীনতার পরে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় টাটা কোম্পানির লরিকে প্রোমোট করার জন্যে যতরকমের নৌ পরিবহন ছিল, সেগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই বিষয়টা সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। পাশাপাশি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও কোনও জনমত গড়ে তুলবে না। কারণ, চলতি হাওয়ায় সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি ও নেতারা ভয় পাবেন টাটা, বিড়লা, জিন্দাল, মাহিন্দ্রা, আম্বানিদের বিরুদ্ধে কথা বলতে। এছাড়াও গোটা পৃথিবীর অভিমুখ হল, গাড়িতে চড়ে ফূর্তি করা। আগামী দিনে ব্যাটারি চালিত গাড়ি ছাড়াও সৌরশক্তি দ্বারা চালিত গাড়িও আসতে চলেছে ভারতে। বায়ু শক্তি থেকেও বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। ইউরোপ, আমেরিকায় যে কারণে পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার অনেক কমে গিয়েছে। ফলে নদীকে বাঁচাতে ও জলপথ পরিবহনকে নুতন করে ফিরিয়ে আনার রাজনৈতিক মানসিকতার যথেষ্ট অভাব আছে।'

নবজাতকের কাছে নব প্রভাতের দিশারী

বর্তমানের শৈশবই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ স্রষ্টা। তাই নবজাতকদের কাছে প্রকৃত শিক্ষা, শিক্ষা আনে চেতনা। চেতনা আনে সমাজ সংস্কারের পথ। তাই প্রত্যেক অভিভাবকদের মধ্যেই চাই সচেতনতা। কারণ প্রকৃত স্কুলের আঙিনায় গড়ে ওঠে শিশুর মনের বিকাশ। লক্ষ্য একটাই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। বর্তমানের পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে আলোকিত হতে কে না চায়। যাদের আছে উন্মুক্ত পরিবেশ, আছে খেলার মাঠ, আছে অডিটোরিয়াম, আছে ই–ক্লাস রুম, ই–লাইব্রেরি এবং মডার্ন ল্যাব।

অঙ্ক, জীবন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, কম্পিউটর, সঙ্গে বিএড এবং টিচার ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা, আছে সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবস্থা। আছে সব ক্লাসরুমে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। কিন্তু দক্ষিণ শহরতলির গোবর ঝুড়ি মেন রোডের পাশেই রয়েছে একমাত্র এমন একটি স্কুল যেখানে রয়েছে শিক্ষার উন্মুক্ত পরিবেশ। বিবিআইটি পাবলিক স্কুলে যে সব বাচ্চারা পড়াশোনা ঠিকমতো বুঝতে পারে না, তাদের জন্য রয়েছে বিশেষ কোচিং ক্লাসের ব্যবস্থা।

প্রত্যেক বছর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, পাশাপাশি অভিভাবক, অভিভাবিকাদের নিয়েও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা করা হয়। অধিকাংশ স্কুলের গাড়ি বাচ্চাদের মেন রোডের ধারেই নামিয়ে দিয়ে চলে যেতে হয়। কিন্তু বিবিআইটি পাবলিক স্কুলের গাড়ি ছাত্র–ছাত্রীদের নিয়ে ক্যাম্পাসের মধ্যে ঢুকে যায়। এর ফলে বাচ্চাদের বাবা মায়েরা ভীষণ খুশি ও চিন্তামুক্ত থাকে। এর পাশাপাশি আছে স্কুলের নিজস্ব ক্যান্টিন ও তার সঙ্গে হেলথ চেক আপের ব্যবস্থা। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর স্কুল বলতে যা বোঝায় তার সমস্ত কিছুই পাওয়া যাবে এই বিবিআইটি পাবলিক স্কুলে।

এবছর থেকে আর্টস, কমার্স, সায়েন্স বিভাগ শুরু হয়ে গিয়েছে একমাত্র এই স্কুলটিকেই সম্পূর্ণ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর স্কুল আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই স্কুলের পরিচালন কমিটি শুধু এইসব ব্যবস্থা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি। এই সব বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা মাথায় রেখে সিবিএসসি বোর্ড অনুমোদিত স্কুল থেকে বি বি আই টি কলেজে B. Tech, Diploma ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন। এই সব বাচ্চারা যখন ভবিষ্যতে বড় হয়ে এই সব কোর্স পড়বে তখন তারা একটি বিশেষ ছাড় পাবে। তাই সমস্ত দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে যে দক্ষিণ শহরতলির একমাত্র এই বিবিআইটি পাবলিক স্কুল হল নবজাতকের কাছে নব প্রভাতের দিশারী। Advt.

BBIT Public School

(Nursery to Class XII, Affilated English Medium CBSE)
(Started in April, 2014)
Addmission for **2019–20** session from Nursery to Class XI
Commences from September, **2018**
Enquiry : E-mail : school@bbit.edu.in

Mob : 8420116666/842013333/9831168582
Budge Budge, Kolkata–**700 137**

মহানগরে

১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোয় ভারতের প্রতিনিধিরূপে যে হুঙ্কার দিয়েছিলেন তা ভারতকে উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। সেই বক্তৃতার ১২৫ বছর উপলক্ষ্যে দেশ বিদেশ এবং রাজ্যেও যথাযথভাবে পালিত হয়। প্রধানমন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী সকলেই এদিনের বিশেষ বক্তব্য রাখেন। রামকৃষ্ণ মিশন এবং বেলুড় মঠের উদ্যোগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। গোলপার্ক ইনস্টিটিউটে শতাধিক ছাত্রছাত্রীদের এক সম্মেলনেরও আয়োজন হয়েছিল এবং গোলপার্কে স্বামীজি নেতাজি আইডিয়াল সোসাইটির তত্ত্বাবধানে রামকৃষ্ণ মিশনের সহযোগিতায় স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে মাল্য ও পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি যথা দেবাশিস কুমার, বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়সহ রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘের সম্পাদক দিলীপ মহারাজ। সোসাইটির দুই কর্তা শুভাশিস চৌধুরী এবং জয়দীপ মুখার্জী বলেন, শুধু ১২৫ বছর ধরে নয় আমরা বহু বছর ধরে এখানে আজকের দিনে মিলিত হই। স্বামীজির দান সমাজকে বোঝাতে হবে তাঁরই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

ব্রিজ প্রস্তাব বাতিল অধিবেশন সরগরম

বরুণ মণ্ডল : দক্ষিণ কলকাতার মাঝেরহাট ব্রিজ সংক্রান্ত মুলতুবি প্রস্তাব কলকাতা পুরসংস্থার মাসিক পুর অধিবেশনে তোলা থেকে বাতিল হওয়ায় গত ১৩ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় পুরভবন জুড়ে তুমুল হইচই হট্টগোল বাকযুদ্ধ বাধে। পুর অধ্যক্ষা মালা রায় অধিবেশন শেষে নিজ ঘরে এক সাক্ষাৎকারে জানান, 'বামফ্রন্ট যে মাঝেরহাট ব্রিজ সংক্রান্ত মুলতুবি প্রস্তাব জমা দিয়েছিল সেখানে 'ব্রিজ' সংক্রান্ত ভুল তথ্য ছিল। তাদের জানা উচিত কলকাতা শহরের যে ১৮টি ব্রিজ আছে, তা আমরা মেরামতও করি না, নির্মাণও করি না। আর রঙও আমাদের করার কথা নয়। সেটা রাজ্য সরকারের অধীনস্থ একটি দফতর করে থাকে। সেক্ষেত্রে এটা কলকাতা পুরসংস্থার 'রিলেটেড ম্যাটার' নয়। তাই নিয়মানুযায়ী এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারি না। আর কংগ্রেস কী করেছিল, না করেছিল কংগ্রেস যখন মুলতবি প্রস্তাব জমা দিয়েছিল আমরা দেখেছি, ওটা 'ব্রিজ' সংক্রান্ত ব্যাপারে নয়। ব্রিজের আশেপাশের রাস্তা সংক্রান্ত। কলকাতাবাসী যেসব রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করে থাকেন সেই সংক্রান্ত একটি মুলতুবি প্রস্তাব এসেছে। সেজন্যই আমি ওটা পুর অধিবেশনে রাখতে পেরেছি। কিন্তু মুলতুবি প্রস্তাব যে কোনও পুর অধিবেশনে একটিই হয়। তার সঙ্গে বামফ্রন্ট আলোচনা প্রসঙ্গে ওই রাস্তা দিয়ে ঢুকতে পারত। কিন্তু বামেরা যদি শুধু ওই 'মাঝেরহাট ব্রিজ' নিয়ে আটকে থাকে তাহলে বলবো সেটা কলকাতা পুরসংস্থার আওতাভুক্ত নয়। সেক্ষেত্রে পুর আইনানুযায়ী পুর কর্তৃপক্ষ আলোচনা করতে পারে না।' এদিকে বাম পুরপ্রতিনিধিদের বক্তব্য ও অভিযোগ, ব্রিজটি দক্ষিণ কলকাতায়। সুতরাং কলকাতাবাসীর

নিরাপত্তা জড়িত বলেই পুর অধিবেশনে আলোচনার জন্য মুলতুবি প্রস্তাবটি পুর অধ্যক্ষার কাছে জমা দিয়েছিলাম। কিন্তু পুর অধ্যক্ষা আলোচনা থেকে বাতিল করে দিলেন। আর এটা নিয়ে কক্ষে ও কক্ষের বাইরে তুমুল বাগবিতণ্ডা চলে। শাসক দলের পুর প্রতিনিধিরাও দফায় দফায় চিৎকার শুরু করেন। লাউড স্পিকার না পুর অধ্যক্ষা না মহানাগরিক কারোর কোনও কথাবার্তা শোনা যায় না।

দেশ–দেশান্তরে

বাংলাদেশে তিনটি প্রকল্পের সূচনা দুই প্রধানমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব যৌথভাবে গত সোমবার এক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বাংলাদেশে তিনটি প্রকল্পের সূচনা করেন। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ঢাকা থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রকল্পগুলির সূচনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে – বাংলাদেশের ভিরামারা ও ভারতের বহরমপুরের মধ্যে বর্তমানে সংযুক্ত বিদ্যুত লাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে অতিরিক্ত ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুত সরবরাহ। আখাউরা–আগরতলা রেল সংযোগ এবং বাংলাদেশ রেলের কুলাউরা–শাহবাজপুর শাখার পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

এই উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী মোদী সাম্প্রতিককালে কাঠমান্ডুতে বিমস্টেক শীর্ষ বৈঠকে, শান্তিনিকেতনে এবং লন্ডনে আয়োজিত কমনওয়েল্থ শিখর সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাতের কথা স্মরণ করেন। প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কের কথা পুনরায় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রচলিত প্রোটোকলের বাইরে গিয়ে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ–আলোচনা ও স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পারস্পরিক দেশে সফর অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি বলেন, প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তাঁর এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে আলাপ–আলোচনা তথা সাক্ষাতেরই প্রতিফলন ঘটায়।

দুই দেশের মধ্যে ১৯৬৫–র আগে যে ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল, তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিকল্পনার কথাও প্রধানমন্ত্রী মোদী উল্লেখ করেন। এই লক্ষ্যে বিগত কয়েক বছরের অগ্রগতিতে মোদী সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, আজ আমরা বিদ্যু সরবরাহ বৃদ্ধি তথা রেল যোগাযোগ বাড়াতে দুটি প্রকল্পও শুরু হয়েছে। ২০১৫–তে তাঁর বাংলাদেশ সফরের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, তখন সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে বাংলাদেশকে অতিরিক্ত ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুত সরবরাহ করা হবে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যুত সংযোগ ব্যবস্থাকে ব্যবহার করে সরবরাহের কাজ করা হচ্ছে। বিদ্যুত সরবরাহের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকারও প্রশংসা করেন। তিনি আরও বলেন, এই প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার ফলে ভারত থেকে বাংলাদেশে ১.১৬ গিগাওয়াট বিদ্যু সরবরাহ করা হচ্ছে। ভারত ও বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্যে বিদ্যু সরবরাহ মেগাওয়াট থেকে গিগাওয়াটে নিয়ে যাওয়ার এই যাত্রাপথ এক সোনালী যুগের প্রতীকস্বরূপ।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আখাউরা–আগরতলা রেল যোগাযোগ দুই দেশের মধ্যে সীমান্তপারের যোগাযোগের ক্ষেত্রে আরও একটি যোগসূত্র স্থাপন করবে। সুষ্ঠুভাবে এই কাজ সম্পন্ন করতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের ভূমিকারও প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে মধ্যবিত্ত আয়ের দেশ হিসেবে এবং ২০৪১–এর মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার যে লক্ষ নিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী তার প্রশংসা করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও মানুষে–মানুষে যোগাযোগ দু'দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান উৎসবের নান্দিমুখ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাননীয় কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান প্রযুক্তি, আর্থ সায়েন্স তথা বন ও পরিবেশ দফতরের মন্ত্রী ডাঃ হর্ষবর্ধন আজ কলকাতার সেন্ট্রাল গ্লাস সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্স ফেস্টিভাল–এর নান্দীমুখ করেন। তিনি এই বিজ্ঞান উৎসবের (আইআইএসএফ–২০১৮) পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানে বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান ভারতীর আধিকারিক, ছাত্র–ছাত্রী সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের ৩০০ প্রতিনিধির সামনে মাননীয় মন্ত্রী এই উৎসবের রূপরেখা মেলে ধরেন। মাননীয় মন্ত্রী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তার সার্বিক জাতীয় বিকাশের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বিভিন্ন বিজ্ঞান–গবেষণা সংস্থা এক সঙ্গে কাজ করার অনুরোধ জানান– যাতে বিজ্ঞানের উপকারিতা সর্বত্র প্রসারিত হয়। মাননীয় মন্ত্রী জানান কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ কিভাবে সামাজিক প্রতিরোধকে উপেক্ষা করে উন্নয়নে ব্রতী হয়েছে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্বারা শিল্প উৎপাদনে সহায়তা করেছে। মাননীয় মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে কেন্দ্র সরকার দেশের আর্থ–সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়নে এবং দেশবাসির সার্বিক বিকাশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে অঙ্গীকারবদ্ধ।

এই অনুষ্ঠানে উপলক্ষে সেন্ট্রাল গ্লাস সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল বায়োলজি এবং বিজ্ঞান ভারতী দিনভর এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করে। সারাদিন বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা, ছাত্র–ছাত্রীদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্ব, সামাজিক সংস্থার সঙ্গে আলোচনা ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট ও আউটরিচ প্রোগ্রামগুলির বিষয়ে বিস্তারিত মত বিনিময় হয়।

দ্য কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (সিএসআইআর) দেশের অগ্রগন্য সংস্থা যার অধীন ভৌত, রসায়ন, জীববিদ্যা, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং তথ্য বিজ্ঞান সহ নানা বিষয়ের ৩৮টি ল্যাবরেটরি রয়েছে। এই সংস্থা সরকারি অর্থ প্রাপ্ত বিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্রগুলির মধ্যে দেশে প্রথম স্থান ও বিশ্বে নবম স্থান অধিকার করেছে। প্রায় ৪০০০ বিজ্ঞানী, অসংখ্য উদ্ভাবনের পেটেন্ট এবং বার্ষিক প্রায় ৪৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করা সংগঠন বা সরকারি অর্থে চলা বিশ্বের সর্ব বৃহৎ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র। কলকাতা থেকে প্রায় ২৭টি বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র এবং বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ২৫০ করে হবু বৈজ্ঞানিক এবং ছাত্রছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করবে এই উৎসবে। বিভিন্ন জেলা গ্রাম থেকে ছাত্রছাত্রীদের বেছে নেবে সেই জায়গার সাংসদরা। গ্রামে গ্রামে বিজ্ঞান চর্চা পৌঁছে দেওয়াই লক্ষ এই উৎসবের। যার উদ্বোধন করবেন দেশের রাষ্ট্রপতি ৫ অক্টোবর লখনৌতে। চলবে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত।

আটকে টাউন হলের সংস্কার

প্রথম পাতার পর

২৪ কোটি টাকার এই সংস্কার প্রকল্পের জন্য কাজ শুরুর আট মাস পর পুরসংস্থা থেকে পূর্ত দফতর মাত্র ৮০ লক্ষ টাকা পেয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রায় পাঁচ কোটি টাকার কাজ পূর্ত দফতর শেষ করে ফেলেছে। কিন্তু পুরসংস্থা থেকে টাকা না আদায় হওয়ায় ঠিকাদারদের বিল মেটানো নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। এদিকে বর্তমানে মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় বলছেন, কিছু টাকা পূর্ত দফতর নিজেরাই দেবে। কিন্তু 'ডিজিটাল প্রজেক্ট রিপোর্টে' বলা ছিল পুরো টাকাই ব্যয় করবে কলকাতা পুরসংস্থা। আবার ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখতে সময় সীমা বেঁধে কাজ করার কথা বলা হয়। কিন্তু এই অর্থাভাবে সেই সময় সীমা নিয়ে প্রশ্ন চিহ্ন উঠতে শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, এই ঐতিহ্যশালী ভবনটি 'ডোরিক স্থাপত্য রীতি'তে নির্মিত। ১৮৯৩–তে এর নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়েছিল। কলকাতা পুরসংস্থা ১৮৬৭–এ এই ভবনটির মালিকানা পায়। এই ঘটনায় কাঠগড়ায় উঠেছে মুখ্যস্ত্রীর পুজো অনুদানের ঘোষণা। পুরসভা যেখানে হেরিটেজ বাঁচাতে অর্থ সংস্থান করতে পারছে না সেখানে রাজ্য সরকারের এই বিলানোর বিলাসিতা রাজ্যবাসীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে।

যুব শিবিরে আয়োজিত নকল যুব সংসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় যুব ও ক্রীড়াবিষয়ক মন্ত্রকের নেহরু যুব কেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা, রাষ্ট্রসংঘ এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের সম্মিলিত উদ্যোগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃণ্ময়ী মধুসূদন প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হল দুইদিনব্যাপী শিক্ষামূলক জেলা যুব শিবির। দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন কলেজ– বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক যুবক যুবতীর অংশগ্রহণে এই শিবিরে বিতর্ক এবং নকল যুব সংসদ আয়োজন করা হয়। বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিল 'জাতীয় এবং রাজ্যের

শিক্ষাব্যবস্থার পরিকাঠামো কতটা সন্তোষজনক' এবং 'জাতীয়তাবাদ ও আঞ্চলিকতাবাদ'। শিক্ষাব্যবস্থা বিতর্কে জাতীয় শিক্ষাবিল ও জাতি– ধর্ম– বর্ণ নির্বিশেষে সমান শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে জোরালো সওয়াল ওঠে। এছাড়া আয়োজিত জাতীয় এবং রাজ্য বিধানসভার আদলে গঠিত নকল সংসদে শাসক–বিরোধীর বিতর্কে উত্থাপিত হয় নোটবন্দী– জিডিপি– মুদ্রাস্ফীতির মতো কেন্দ্রীয় ইস্যু এবং সেতু বিপর্যয়– শিক্ষা ও স্বাস্থের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সংক্রান্ত ইস্যু। সমগ্র অনুষ্ঠানটির বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন চারুচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক বিমলশংকর নন্দ এবং প্রাক্তন অধ্যাপক অচিন্ত্য চ্যাটার্জী। অনুষ্ঠানের অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নেহরু যুব কেন্দ্রের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অধিকর্তা নবীন নায়েক, রাষ্ট্রসঙ্ঘের ইউএনডিপি শাখার সদস্য ঋষি বনশল, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জেলা যুবকল্যাণ বিভাগের সদস্য বাপ্পা মল্লিক এবং নেহরু যুব কেন্দ্রের দক্ষিণ কলকাতার জেলা আধিকারিক রঘুমণি চট্টোপাধ্যায়।

হৃদরোগ মহামারির আকার নিচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : যত দিন যাচ্ছে তত বাড়ছে হৃদরোগ। শুধু বয়স্কদের নয় দিনে দিনে দেখা যাচ্ছে অল্পবয়সীদেরও হচ্ছে এই রোগ। যা ভাবাচ্ছে ডাক্তারদের। ডাক্তারদের কথায় ধীরে ধীরে এই

রোগ নিয়ে আসছে এক মহামারি। এ বিষয়ে ৮ এবং ৯ সেপ্টেম্বর কলকাতায় দশম বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল সোসাইটি ফর কার্ডিয়াক ইন্টারভেনশন। এই সম্মেলনে দেশের এবং বিদেশের ডাক্তাররাও অংশগ্রহণ করেছিল। এছাড়াও প্রায় ৩০০ জন ডেলিগেট হিসেবে এসেছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে। সংস্থার সভাপতি ডাক্তার মনোতোষ পাঁজা এবং অন্যান্য ডাক্তারদের দাবি এই আলোচনা এবং সম্মেলনের মাধ্যমে নতুন নতুন দিশার চিকিৎসা তুলে ধরা হয় যা এখনকার হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের অনেকটাই সাহায্য করবে। এই সম্মেলনের সম্পাদক ডাঃ পিসি মণ্ডল বলেন, হৃদরোগের যাবতীয় নতুন নতুন চিকিৎসা আবিষ্কার হয়েছে তা আমাদের দেশেও শুরু হয়েছে এবং শুধু দেশেও নয় কলকাতাতেও এইসব অত্যাধুনিক চিকিৎসা হচ্ছে। তিনি সেক্ষেত্রে উল্লেখ করেন কলকাতাতে এক বেসরকারি হাসপাতালে কিছুদিন আগে হৃদয় প্রতিস্থাপন হয়েছে এবং তা সফল।

সমগ্র ডাক্তারকূলের দাবি খাওয়া দাওয়ার অনিয়ম এবং অত্যাধিক দূষণের ফলে বাড়ছে হৃদরোগ। তাঁরা বলেন, প্রকৃতি যা আমাদের দিয়েছেন সেইসব খাবারই বিশেষ করে খাওয়া প্রয়োজন। বেশি তৈলাক্ত বা মশলাদার খাবার খেলে এই সব হৃদরোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন আয়ুর্বেদ বা হোমিওপ্যাথি নিয়ে তাদের মতামত। ডাক্তারেরা বলেন, বিজ্ঞানসম্মত ভাবে অ্যালিওপাথি বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে আসে। যেমন প্রথমে ওষুধ পশুদের ওপর পরীক্ষা করা হয়। তারপর টেস্ট হিসেবে পরীক্ষা করা হয় মানুষদের ওপর। তারপরই তার যথাযথ ব্যবহার হয়। তাঁরা বলেন, আয়ুর্বেদিক এবং হোমিওপ্যাথি তেমন কোনও পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে আসে কিনা তাঁদের জানা নেই। এবিষয়ে এক হোমিওপ্যাথি ডাক্তারকে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, হোমিওপ্যাথি ওষুধে কি কোনও কাজ হয় না। যথেষ্ট হয় এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও কম হয়।

উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন সল্টলেকের ইনস্টিটিউট অফ হোমিওপ্যাথি হাসপাতালের অবস্থা দেখলে বোঝা যায় মানুষের হোমিওপ্যাথির ওপর অনেকটাই আস্থা এসেছে। কারণ সেই হাসপাতালে তিলধারণের জায়গা থাকে না। পড়ে বিশাল লাইন।

বিজ্ঞানে ভারতের ক্রমবিবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৭৬ সালের ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্সে–র প্রতিষ্ঠা করেন বহুবাজারে। আইএসিএস হলো সবচেয়ে পুরনো বিজ্ঞান গবেষণার প্রতিষ্ঠান। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রথম বিজ্ঞানের কাগজ ১৮৮১ সালে এই সংস্থান থেকে সি ভি রমনের রমন এফেক্ট বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং পায় নোবেল পুরস্কার। মেঘনাদ সাহা আইএসসিএস–এর প্রথম কার্যকরী ডিরেক্টর হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন ভারত সরকারের তত্ত্বাবধানে এবং সেই সময়ই বহুবাজার থেকে যাদবপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। চলতে থাকে আইএসিএস। গত ১৩ সেপ্টেম্বর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি অ্যাডভান্স রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং আইএসিএস–এর বারুইপুর শাখার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিবেশ বন্য এবং আবহাওয়া পরিবর্তন এবং পৃথিবী বিজ্ঞান বিষয়ক মন্ত্রী ড. হর্ষবর্ধন। তিনি বলেন, এই ভিত্তিপ্রস্তর শুধু ভবনের নয় নতুন প্রজন্মের নোবেল পুরস্কার আনার ভিত্তিপ্রস্ত। তিনি ভারতের বিজ্ঞান প্রসারের বিষয়ে বলেন, ভারত এখন ন্যানো টেকনোলজিতে তৃতীয় স্থান অধিকার করছে। যে সুনামি বহু মানুষের প্রাণ কেড়েছিল এখন বিজ্ঞানের সাহায্যে ভারতে সুনামির আগাম আভাস দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। ভারত এখন মহাকাশ বিজ্ঞানে অনেকটাই এগিয়ে। বিভিন্ন স্যাটেলাইট পাঠিয়ে তা থেকে মহাকাশের যাবতীয় খবরাখবর পাচ্ছে। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ এগিয়ে আসছে ভারতের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার জন্য এটা ভারতের গর্ব। চন্দ্রযান পাঠাতে ভারতের আর বেশিদিন লাগবে না তিনি একথাও বলেন। তিনি আরও বলেন, আইএসিএস শুধু বাংলার গর্ব নয় সারা ভারতবর্ষের গর্ব। এইসব মহান কৃতী বাঙালিরা শুধু বাংলার লোক নন সমগ্র পৃথিবী এবং ভারতের গর্ব। তিনি বলেন ২০২০–র ৩১ মার্চের মধ্যেই নতুন ক্যাম্পাস তৈরি সম্পূর্ণ হবে তিনি ৬ মাস অন্তর অন্তর এর পরিদর্শনে আসবেন। কারণ এটি শুধু হবু বিজ্ঞানীদের নয় সমগ্র দেশের কর্তব্য।

তবে তাঁর বক্তব্যের শেষে এক হবু বিজ্ঞানী প্রশ্ন করেন

২০১৬ থেকে সিএসআইআর–এর বিজ্ঞানীদের অনুদান বন্ধ আছে যাতে তারা নতুন গবেষণা করতে পিছিয়ে যাচ্ছেন। সে বিষয়ে আলোকপাত করা যায় কিনা। কিন্তু মন্ত্রী এবিষয়ে কিছু জানেন না বলে ব্যক্ত করেন। তাতে কিছুটা ক্ষোভ উগরে ওঠে হবু বিজ্ঞানীদের মধ্যে। এক হবু বিজ্ঞানী সবুজ কান্তি দাস বলেন ২০১৬ সাল থেকে কোনও এক ঝামেলায় তাদের সার্টিফিকেট সহ নতুন গবেষকদের যে অনুদান তা বন্ধ রয়েছে। এবং সে বিষয়ে কোর্টে কেসও চলছে। এবং দিল্লিতে সিএসআইআর–এর ৫০ জন হবু বিজ্ঞানী গত ১০ সেপ্টেম্বর থেকে অনশনও চালাচ্ছেন তারা তাদের বক্তব্য এ বিষয়ে যেন সরকার খুব শীঘ্রই ব্যবস্থা নেয় কারণ নতুন গবেষণা আটকে থাকলে ভারত পিছিয়ে যাবে।

জেলা ও নিম্ন আদালতে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক

ই–আদালত মিশন মোড প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে (২০১৫–১৯) অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (ডব্লুএএন) স্থাপন করে দেশের সমস্ত জেলা ও অন্যান্য নিম্ন আদালতগুলির সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলা হচ্ছে। দেশের ১৬ হাজার ৮৯টি জেলা ও অন্যান্য নিম্ন আদালতে কম্পিউটার–চালিত ব্যবস্থার প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ই–কমিটির প্রস্তাবে ই–আদালত প্রকল্পে লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি হয়েছে। এই আদালতগুলিতে কেস ইনফরমেশন সফ্টওয়্যার, হার্ডওয়্যার এবং লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ফলেই ওই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। এমনকি, আদালতগুলিতে দ্রুত, কার্যকর ও স্বচ্ছভাবে কাজকর্ম পরিচালনার জন্য এই ব্যবস্থা বিচার বিভাগকে ব্যাপক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের উপযোগী করে তুলেছে। যার ইতিবাচক প্রভাব সমগ্র বিচার ব্যবস্থায় পড়বে।

কেন্দ্রীয় ন্যায়বিচার দপ্তর মর্যাদাপূর্ণ ই–আদালত ডব্লু এএন প্রকল্প' রূপায়ণের দায়িত্ব রাষ্ট্রায়ত্ত বিএসএনএল–কে দিয়েছে। প্রকল্প রূপায়ণে খরচ ধরা হয়েছে ১৬৭ কোটি টাকা। এই নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় দেশের ২ হাজার ৯৯২টি জেলা ও অধীনস্থ আদালতের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হবে। এছাড়াও, ৫৪৭টি আদালত চত্বরকে এই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্প রূপায়ণের কাজকর্মে অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য এনআইসি একটি অনলাইন নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। বিএসএনএল ইতিমধ্যেই জেলা ও অধীনস্থ আদালতগুলিতে এই নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য ৪৫৮টি ক্ষেত্রে সমীক্ষার কাজ শেষ করেছে। কাজকর্মের অগ্রগতির ওপর ন্যায়বিচার দপ্তর নিয়মিত নজর রেখে চলেছে। আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

চলছে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ

প্রথম পাতার পর

এই দিনগুলিতেও চলবে ফর্ম দেওয়া নেওয়ার কাজ। এবার নির্বাচিত কমিশন অনেক বেশি ডিজিটাল। নাগরিকদের জন্য চালু করেছে এনভিএসপি (ন্যাশনাল ভোটার সার্ভিস পোর্টাল)। এই পোর্টালের মাধ্যমে যে কেউ বিএলওদের কাছে না গিয়েও অনলাইনে ৬, ৭, ৮ এবং ৮এ পূরণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নথিপত্র আপলোড করতে হবে পোর্টালে। বাড়িতে বসেই মোবাইলে বা ই–মেলে পেয়ে যাবেন জমা দেওয়ার রসিদ সহ শুনানির নোটিশ ও প্রয়োজনীয় তথ্য। পাশাপাশি নির্বাচনী আধিকারিকদের জন্য চালু হয়েছে ইআরও নেট। যেখানে অনলাইনেই চলবে ফর্ম পরীক্ষা, গ্রহণ ও বর্জন পদ্ধতি। ইতিমধ্যেই আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে কমিশন। এমনকি সহ আধিকারিকদের বসানো হয়েছে পরীক্ষায়।

বিশেষ সংশোধনের পাশাপাশি এবার ভবিষ্যত প্রজন্মকে প্রকৃত সচেতন ভোটার করে তুলতে কমিশন বিভিন্ন পন্থায় প্রচারের ব্যবস্থা করেছে। যার মধ্যে রয়েছে ফুটবল, মেলা, অঙ্কন, ক্যুইজ, নাটক প্রভৃতি বিষয়। ইলেকটোরাল লিটারেসি ক্লাব তৈরিরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে পিছিয়ে পড়া বুথগুলিতে। উদ্দেশ্য ভোট শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। এছাড়াও এবার জোর দেওয়া হয়েছে ভোটার তালিকায় শারীরিক প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্ত করার কাজে।

মাঙ্গলিকী

শব্দের ঝংকারের মাসিক সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'শব্দের ঝংকার' পত্রিকার মাসিক সাহিত্য অধিবেশন ২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হল পত্রিকা দফতরে। স্বাগত ভাষণ দেন সম্পাদক সুনীল মুখোপাধ্যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে হাজির ১৯ জন কবি। প্রথমে অসমে বাঙালিদের ওপর যে নিগ্রহ, নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে তার তীব্র প্রতিবাদ ও ধিক্কার জানানো হয়। এরপর শুরু হয় গল্প, কবিতাপাঠ। ছোটগল্প পাঠ করেন অরুণ কুমার মণ্ডল। অসমের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন তন্বী দাস, শান্তা কর রায়। কবিতায় সোচ্চার হলেন রবিন কুমার দাস, মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুদীপা সাহা, চিরন্তন মুখোপাধ্যায়, রিন্টা বন্দ্যোপাধ্যায়,ঝুনু ভৌমিক ডাঃ সমীর কুমার বেতাল, ঘনশ্যাম কল্পতরু, স্বপন পাল, প্রতীক চক্রবর্তী প্রমুখ। সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন ঝুনু ভৌমিক। পত্রিকার ৪০ বছরের শারদ সংকলন আনুষ্ঠানিক প্রকাশ পাবে ৭ অক্টোবর। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংযুক্ত সম্পাদক স্বপন পাল।

খোলা চিঠি পত্রিকার অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : তাহেরপুর (নদিয়া) থেকে প্রকাশিত তারক দেবনাথ সম্পাদিত 'খোলা চিঠি' পত্রিকার উদ্যোগে শিশির মঞ্চে ২০ আগস্ট অনুষ্ঠিত হল সাহিত্য সম্মেলন। বেলা ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ১২ ঘন্টার এই অনুষ্ঠান ছিল অত্যন্ত মনোগ্রাহী। মঞ্চে ছিলেন নবনীতা দেব সেন, কৃষ্ণা বসু, অরুণ চক্রবর্তী, কমল দে শিকদার, সুকুমার রুজ, অশোক রায় চৌধুরী। ওপার বাংলারও বহু কবি উপস্থিত ছিলেন। কবিতা পাঠ, নৃত্য, সমবেত আবৃত্তি, সঙ্গীত সব কিছুই ছিল। ছিল শিশুদের আবৃত্তি কোলাজ। ২০০ জন আমন্ত্রিত কবি কবিতা পাঠ করেন। শ্রোতা, দর্শক সংখ্যা উল্লেখ করার মতো। উল্লেখযোগ্য কবিগণ হলেন শিবশংকর বক্সী, গৌতম কুমার দে, সুদীপা সাহা, ইতিকা বিশ্বাস, দীপেন ভাদুড়ী, সর্বাণী দাস, গীতশ্রী সাহা, তনুজা চক্রবর্তী, রথীন মণ্ডল, শিউলি সরকার, সুনীল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। কবিদের সুদৃশ্য স্মারক সহ শংসাপত্র হাতে তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। মঞ্চের নামকরণ করা হয় সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী মঞ্চ। প্রাতঃরাশ মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা ছিল। এতো সুশৃঙ্খল পরিবেশ সচরাচর কোনও অনুষ্ঠানে দেখা যায় না। সম্পাদক ও সহকর্মীদের আন্তরিকতায় সকলেই মুগ্ধ।

বৃক্ষরোপণ উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেলঘরিয়া নেতার ওয়েলফেয়ার সোসাইটি আয়োজিত 'বৃক্ষরোপণ উৎসব' ১৯ আগস্ট সকালে বান্ধব নগর যুব সঙ্ঘের সহযোগিতায় সংঘের মাঠে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে এলাকার মানুষেরা অংশগ্রহণ করেন। সভাপতি আশিস কুমার গাঙ্গুলি, সম্পাদক অভিষেক ঘটক, সভ্য তারক চন্দ্র পাল, চয়ন ব্যানার্জী, কৌশিক ভট্টাচার্য প্রমুখ সদস্যরা অনুষ্ঠানের সাফল্যমণ্ডিত করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

তারুণ্যে–র ১৭৫তম মাসিক সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সেপ্টেম্বরের (২০১৮) প্রথম শনিবার ১লা তারিখেই তরুণ দল ক্লাবে তারুণ্যের ১৭৫ তম সভাটি হয়ে গেল। গত ১৫ বছরে এই সভা নিয়মিত আয়োজিত হয়ে আসছে। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করলেন শ্যামল বিশ্বাস। কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করলেন প্রবীর নন্দী, কানাই লাল সাহু, তারাশংকর দত্ত, স্বপন দাস, আরতি দে, অণিমা বিশ্বাস, শেফালী সরকার, বিধান সাহা, তাপস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুজিত দেবনাথ (কৃষ্ণচূড়া ষান্মাসিকের সম্পাদক), কামাক্ষ্যা রঞ্জন দাস, শাশ্বতী বন্দ্যোপাধ্যায় পাল, বিজন চন্দ, স্বপন কুমার ঘোষ, অরুণ ভট্টাচার্য, উদয় চক্রবর্তী প্রমুখ। এদিনের উজ্জ্বল আবিস্কার কলেজ–পড়ুয়া নবীন কবি অর্পণ সাহা। যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিময় লেখা। পরিচিত সঞ্চালক জয় ভট্টাচার্য কথিকা, ছড়া ও কবিতায় জমিয়ে দিলেন আসর।

গৌর দাস, ঝুমা ঘটক, অভয় গঙ্গোপাধ্যায় গল্প শোনালেন। অভয় বাবুর স্ত্রী শোভা গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রথম এই আসরে এলেন, শোনালেন কবিতা। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করলেন সৌরীন চট্টোপাধ্যায়। গান পরিবেশন করলেন অঞ্জলী চক্রবর্তী, মালা চন্দ, পিউ মুখার্জী (লালন–গান), স্বপ্না নন্দী (লোকগীতি) ও প্রবীণ শিল্পী শ্যামল বিশ্বাস।

এদিনের সভার সঞ্চালক তথা তারুণ্য পত্রিকার সম্পাদক সুকুমার মণ্ডল পুনরায় সকলকে অবগত করলেন, আগামী অক্টোবর মাসের সাহিত্য সভাটি শারদ সভা হিসাবে মহা–পঞ্চমীর (১৪ই অক্টোবর ২০১৮) বিকাল ৪–টায় অনুষ্ঠিত হবে। মহাপঞ্চমীর ওই সভায় তারুণ্যর শারদ সংখ্যা ও অন্যান্য বই–পত্রিকাও প্রকাশ হবে। প্রায় তিন ঘন্টার অনুষ্ঠানে সেইসঙ্গে থাকবে স্বরচিত লেখা পাঠ, আবৃতি, গান ও জাদু–প্রদর্শনীর আয়োজন। শারদ সভার প্রস্তুতি–পর্ব হিসাবে অক্টোবরের প্রথম শনিবার (৬ই অক্টোবর ২০১৮ শনিবার) একটি বিশেষ আলোচনা সভার জন্য আগ্রহী ও উদ্যোগী সদস্যদের হাজির হতে অনুরোধ করা হল।

স্বামীজির শিকাগোর বক্তৃতার ১২৫ বছর উপলক্ষ্যে স্বামীজির বাড়িতে এক ভাষণের আয়োজন করা হয়েছিল। ভাষণ রাখেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছিল স্বামীজির শিকাগো বক্তৃতার মাধ্যমে আমাদের ভারতের সংস্কৃতির ভাবনা। যেই ধর্ম সম্মেলন হিন্দু ধর্মের মাথা উঁচু করে দিয়েছিল সেই সম্মেলনের প্রাসঙ্গিকতাও উঠে আসে। তিনি বলেন, সেই সময় স্বামীজিকে নিয়ে সমগ্র পৃথিবীতে যে তোলপাড় হয়েছিল সে প্রসঙ্গ উঠে আসে বক্তব্যে। তাঁর বক্তৃতা শুনতে উপস্থিত ছিল প্রায় শ'খানেক শ্রোতা।

পর্যটনে বহু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শান্তিপুর এখনও দুয়োরাণি

অমিতাভ মিত্র

প্রায় দেড় হাজার বছরের অঞ্চল শান্তিপুর। শান্তির আবাসস্থল, সাধকের পীঠস্থান, নম্রতা–ভদ্রতা–শিল্প–সাহিত্য ও সংস্কৃতির পীঠস্থানও বলা যেতে পারে। অদ্বৈতাচার্যের জন্ম ১৪৩৪ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর পিতামহ শ্রীহট্ট থেকে শান্তিপুরে চলে আসেন শুধুমাত্র গঙ্গাতীরে বসবাস করবেন বলে। সেটা চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ কিংবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। আবার একটা মতে ৭৩৭ খ্রিস্টাব্দে শান্তিপণ বা শান্তমুণি নামে এক ঋষি এখন যেখানে বুড়ো শিবের মন্দির সেখানে তখন প্রবাহিতা সুরধুনি গঙ্গার তীরে এক কুটিরে বাস করতেন। তাঁরই নামে শান্তিপুর এবং বুড়োশিব তাঁরই প্রতিষ্ঠিত শিব। আবার তারও অনেক–অনেক আগে সুরধুনি গঙ্গা সরে গলে এক জায়গায় লোহাজানি বা লোহাজাংঘী দেবতার অস্তিত্ব দুটো ছিদ্র যুক্ত পাথরের রূপে পাওয়া গেলে কোনও এক সময়ে শান্তিপুরে বৌদ্ধ সংঘের অস্তিত্ব ছিল বলে ধরে নেওয়া হয়। তবে দীর্ঘদিনের পলিমাটি সঞ্চিত গঙ্গার এই দ্বীপ যে অত্যন্ত প্রাচীন তাতে কোনওই সন্দেহ নেই।

এত সম্ভাবনাময় একটা অঞ্চল পর্যটনের দিক থেকে যে শুধু দুয়োরানিই নয়, একেবারে চরম অবহেলিত। এই শান্তিপুরেই আছে (১৬৪৮ শকাব্দ) ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে তৈরি শ্যামচাঁদ মন্দির। বাংলায় ইঁটের তৈরি মন্দিরের মধ্যে শ্যামচাঁদের মন্দিরই বৃহত্তম আটচালা মন্দির। এই মন্দির পাঁচ খিলান বিশিষ্ট, অলিন্দযুক্ত দক্ষিণমুখী মন্দির। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রাজা রঘুরাম বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দিন শান্তিপুরে এসেছিলেন। তাঁর সম্মান দক্ষিণা হিসাবে একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দান করেছিলেন রামগোপাল খাঁ চৌধুরীরা। সন্ধ্যা হলেই অন্ধকারে ডুবে যায় এই মন্দির। শুধু এই মন্দিরই কেন অসাধারণ টেরাকোটা সমৃদ্ধ গোকুল চাঁদ মন্দির, জলেশ্বর মন্দির যার অসামান্য সূক্ষ্ম টেরাকোটার কাজ সারা বিশ্বকে স্তম্ভিত করার ক্ষমতা রাখে তাদের কথা কেউ জানতেই পারে না। ৩৭টি রাধাকৃষ্ণের মন্দির, এছাড়া বুড়োশিব, জলেশ্বর কাশিনাথ শিব মন্দির, সিদ্ধেশ্বরী মাতার মন্দির, বাবলার অদ্বৈত পাট, অসাধারণ পরিবেশে বগাঁচড়ার বাগদেবী মন্দির, বণিকের নীলকুঠি, ফুলিয়ায় কৃত্তিবাসের জন্মস্থান, বাগাঁচড়ার রামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, খুব কম করে হলেও ৫০টি জমিদার বাড়ির রাজকীয় স্থাপত্য (অবশ্য অধিকাংশই এখন প্রোমোটারের থাবায় নিহত) চিরকাল অগোচরেই থেকে গেল। আজকের নীলকুঠী যদিও স্থানীয়ভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা যেত তাহলে একদিকে যেমন অত্যাচারিত নিহত নীলচাষিদের সম্মান জানানো যেত তেমনি স্থানীয় মানুষদের গাইড হিসাবে নিযুক্ত করলে পর্যটন প্রিয় মানুষগুলো আসলে স্থানীয়ভাবে অর্থ রোজগার করতে পারতেন। ধরা যাক একটা মন্দিরের সামনে যদি তিনটে করে ফুল–ফল–প্রসাদী মালার দোকান হয় তাহলে একটা পরিবারের ৩ জন স্বামী–স্ত্রী–সন্তান তাঁদের অন্নসংস্থানের জোগাড় হয়। তাহলে ৩×৫০টি দর্শনীয় স্থান = ১৫০ জনের অন্নসংস্থান? ঠিক এমনি করেই রিকশাওয়ালা, টোটো, চায়ের দোকান, গাইড সকলেই তো জড়িয়ে যাবে। শুধু তাই নয় কাপড়ের ব্যবসাদাররাও লাভবান হতেন এতে। কারণ মানুষ পর্যটক হিসাবে আসলেই বিখ্যাত শান্তিপুরী শাড়ির খোঁজ করবেন। আমার মনে হয় এলাকার চেহারাটাই পাল্টে যেত। আমরা ভাবিনি। পাশেই কালনা ভাবে, নবদ্বীপ ভাবে, আমরা ভাবি না। ও তোপখানা মসজিদের কথাটা বলাই হয় নি। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সেনাপতির তৈরি। সুদৃশ্য ২৭খানি মসজিদ আছে এই শান্তিপুরে। হিন্দু ও মুসলিমের অপূর্ব সমাবেশ। এখন যদি না ভাবি আর কবে ভাবব?

মানছি শান্তিপুরের বেশিরভাগ মন্দিরই গোস্বামীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এখানে রাসের উৎসব সুষ্ঠুভাবে করবার জন্য বিগ্রহবাড়ি সমন্বয় সমিতির আছে; তাদের সঙ্গে বসা যেতে পারত। মোট কথা সবাই মিলে একসঙ্গে বসে ভাবলে একটা না একটা রাস্তা বেরোতই যে আমরা সকলে মিলে যেভাবেই হোক বিশ্বের দরবারে শান্তিপুরকে মেলে ধরবো।

শুধুমাত্র শ্যামচাঁদ মন্দিরকে বিপণন করলেই শান্তিপুরকে চেনানো যেত। লোকে জানতেই পারল না কাছে পিঠে কি আছে। বিদেশে দৌড়লো দেখতে।

দোকানের হিসাবটা এইরকম হবে– প্রসাদী ফল–ফুল–মালা ৩×৫০=১৫০ জন

চায়ের দোকান আর খাবার দোকান = ৫০×৩ = ১৫০ জন। এছাড়া টোটো–অটো–রিক্সা–গাইড। এছাড়া পরোক্ষভাবে অনেকে।

কয়েকটি ভাগে শান্তিপুরকে ভাগ করা যায় :

● বাবলার সীতানাথ পাট– বানকের নীলকুঠি– লোহাজঙ্গিতলা– বড়গোস্বামী বাড়ি– আগমেশ্বরী মাতার মন্দির– লোকনাথ মন্দির– শ্যামচাঁদ মন্দির– সিদ্ধেশ্বরী মন্দির– বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বাড়ি– হাটখোলা মন্দির– জলেশ্বর মন্দির– ঘাট চাঁদুনী– পিতলের দুর্গা, মদনগোপাল বাড়ি– চাকফেরা বাড়ি– শেষ করে বাড়ি ফেরা যেতে পারে।

● যদি সেদিনটা শান্তিপুরে থাকেন কেউ : তোপখানা মসজিদ– গণেশমন্দির– হরিপুর ব্রহ্ম শাসন– গাছতলা মা–র থান– চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কারের পঞ্চমুণ্ডির আসন– ছাড়িগঙ্গার ঘাট– বাগাঁচড়া–র বাগদেবী মন্দির। (অসাধারণ সবুজের সমারোহ। খুব ইচ্ছা আছে গ্রামের মানুষকে বুঝিয়ে বলা যে যদি কেউ একদিন বা দুদিনের জন্য বাইরে থেকে বেড়াতে আসে, তোমরা থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিও। তাতে তোমাদের বাড়তি দুটো পয়সা আসবে। অবশ্যই এই কাজটা সৎভাবে করতে হবে যাতে মানুষকে ঠকতে না হয়। আর একটা জিনিসের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে গ্রামের শান্ত সবুজ পরিবেশ যেন দূষিত না হয়। অ্যালকোহলকে কঠোরভাবে বর্জন করতে হবে।

● ফুলিয়া কৃত্তিবাসের জন্মস্থান, সংগ্রহশালা, যবন হরিদাসের তপোস্থল, কানাই বলাই মন্দির, গঙ্গার ঘাট, তারাপুর বাঁধ, তারাপুর বাঁধের ধারে আদিবাসী গ্রাম– সূর্যাস্ত অসাধারণ, এটা তৃতীয় যদি কেউ থকেন। এর মাঝেও অজস্র দেখার জিনিস।

লেখক স্থানীয় ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের গবেষক, লেখক ও আলোকচিত্র ও একাধারে সমাজকর্মী।

লেখকের কীর্তি

২০১১ সালে শান্তিপুরের ভৌগোলিক ইতিহাস ধর্ম–সংস্কৃতি–উৎসব–দ্রষ্টব্য একটা ফ্রেমে এনে তৈরি করেছেন স্থির–তথ্যচিত্র 'স্পন্দনহীন শান্তিপুর'। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিতে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মহাশ্বেতা দেবী ভুয়সী প্রশংসা করেন। নিজের চেষ্টায় শান্তিপুরের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক, স্কুলগুলোতেও দেখিয়ে বেড়িয়েছেন, যাতে ভবিষ্যত প্রজন্ম তাদের জন্মভূমিকে জানতে পারে। সরকারি সাহায্য তো দূরের কথা স্থানীয়ভাবেও কেউ সাহায্য না করায় কিছু ক্ষোভ উগরে দেন তিনি। কিন্তু শান্তিপুরের বাইরে উচ্চ–প্রশংসিত হয়।

শান্তিপুরের বনেদী বাড়ি নিয়ে তথ্যচিত্র, বড় বড় জমিদার বাড়িগুলো, যেগুলো একটার পর একটা বিলীন হয়ে যাচ্ছে, সেই নিয়ে চিলেকোঠার চিঠি তথ্যচিত্র করেন তিনি। এছাড়াও নটী নিয়ে তথ্যচিত্র করেছিলেন, যা নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদের ইতিহাস সম্মেলনের গবেষণার বিষয় ছিল।

তাঁর লেখা দুটো বই 'পত্রলেখা' প্রকাশনার ললিতমোহন সেন–শিল্পী ও শিল্প এবং ধ্রুবপদ প্রকাশনার 'শান্তিপুরের সেকাল ও একাল–প্রথম খন্ড। যার ২য় খন্ডের কাজ চলছে।

বর্তমানে 'নাটমন্দির' নিয়ে তথ্যচিত্র তৈরি করছেন অমিতাভবাবু। তিনি বলেন, তথ্যচিত্রে থাকছে কিছু অজানা তথ্য যা হল সারা ভারতের নাটমন্দির কেন এল? দেবতার হঠাৎ কি প্রয়োজন পড়ল নাটমন্দিরের? নাটক দেখবার জন্য না অন্য কিছু? সামান্য একজন পোস্ট অফিসের এজেন্ট হয়ে শান্তিপুরকে নিয়ে তাঁর এতো গর্ব কেন? প্রশ্নর উত্তরে তিনি বলেন, শুধুমাত্র নিজের জন্মভূমিকে ভালোবাসি বলেই। এছাড়াও তিনি সমাজসেবামূলক কাজেও দৃষ্টান্ত রেখেছেন। অনুষ্ঠানবাড়ির উদ্বৃত্ত খাবার গরিবদের খাওয়ান, জামাকাপড় সংগ্রহ করেও বিলি করেন। সব জায়গাতেই এমন মানুষের প্রয়োজন যাতে সেই জায়গার ইতিহাস সকলের কাছে পৌঁছে যায়।

সুশীল কর কলেজের পঞ্চাশ বছর পূর্তির সমাপ্তি অনুষ্ঠান

উজ্জ্বল সরদার : গত ৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর বারুইপুরের সুশীল কর কলেজের পঞ্চাশ বছর পূর্তির সমাপ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল বারুইপুর রবীন্দ্রভবনে। ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ও শিক্ষক দিবসকে স্মরণে রেখে ৫ সেপ্টেম্বর এই কলেজে এক উন্নতমানের রসায়ন পরীক্ষাগারের উদ্বোধন করলেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চ্যাটার্জী। দক্ষিণ ২৪ পরগনার গ্রামীণ অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের জন্য বিগত ৫০ বছর ধরে এ কলেজ জেলার উচ্চশিক্ষার মানচিত্রে যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে তা এর বিশেষ সাফল্যগুলিতে উদাহরণ হয়ে আছে। ছাত্র–শিক্ষক সুসম্পর্ক, পরিচালন সমিতির দক্ষ পরিচালনা, সর্বপরি অধ্যক্ষের বিশেষ নেতৃত্বে অধ্যাপক অধ্যাপিকাদের কর্মপ্রচেষ্টায় সুশীল কর কলেজ আজ অনন্য। সুষ্ঠ পঠন পাঠন ও পরিচ্ছন্নতায় এ কলেজ জেলার অন্যান্য কলেজের কাছে দৃষ্টান্ত।

রাজ্যের বর্তমান বিদ্যুৎমন্ত্রী সুশীল কর কলেজের উন্নতমানের রসায়ন পরীক্ষাগারের উদ্বোধন করে বেশ আপ্লুত বলেই নিজে প্রকাশ করলেন। আগামী দিনে দ্রুত এই কলেজে সৌর বিদ্যুৎ চালুর বিষয়ে তিনি বিশেষ সচেষ্ট হবে বলেই জানালেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত এ কলেজের প্রাক্তন ছাত্র তথা বারুইপুর পুরসভার পুরপিতা শক্তি রায়চৌধুরী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে কলেজের বিগত দিনের চড়াই উতরাই এর ইতিহাস তুলে ধরেন তার আকর্ষণীয় বাচনভঙ্গিতে। নিজেদের কর্মপ্রচেষ্টায় ও শুভাকাঙ্খীদের সহযোগিতায় একটি কলেজ যে সুষ্ঠভাবে এগিয়ে চলতে পারে তা জানান অনুষ্ঠানের অন্যতম অতিথি বিশিষ্ট সাংবাদিক কৃষ্ণ কুমার দাস।

পরীক্ষাগারে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বারুইপুর পূর্বাঞ্চলের বিধায়ক নির্মল মণ্ডল ও রাজের প্রাক্তনমন্ত্রী শ্যামল মণ্ডল। উপস্থিত অতিথি বৃন্দ কলেজের উন্নত পঠন পাঠন ও দক্ষ পরিচালনার জন্য অধ্যক্ষ মানস কুমার অধিকারীর বিশেষ প্রশংসা উচ্চারণ করেন। পঞ্চাশ বছর পূর্তির সমাপ্তি অনুষ্ঠানের যে সাংস্কৃতিক বাতাবরণ তৈরি করা হয়েছিল তা পরিপূর্ণতা পায় এই কলেজেরই পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য অভিজিত রায়ের বিশেষ তত্ত্বাবধানে।

কেতুগ্রামের সমাজবন্ধু অমরচাঁদ কুণ্ডুর জন্মদিন

দেবাশিস রায়, কাটোয়াঃ স্বেচ্ছায় রক্তদান, বৃক্ষরোপণ, রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ, শান্তিযজ্ঞ, সর্ব ধর্মগ্রন্থ পাঠ, সাহিত্য আলোচনা প্রভৃতি কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সমাজবন্ধু অমরচাঁদ কুণ্ডুর ৬৫ তম জন্মদিন পালিত হল ৯ সেপ্টেম্বর। পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার জ্ঞানদাস কান্দরা নিবাসী তথা বিশিষ্ট উদ্যোগপতি অমরচাঁদ কুণ্ডু সমাজের নানা কাজে প্রতিনিয়ত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় বিভিন্ন এলাকার হাজার হাজার মানুষ উপকৃত। প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষার উন্নতির জন্য একাধিক কলেজ স্থাপন, দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ প্রদান সহ নানাবিধ জনসেবামূলক কর্মসূচি পালন ইতিমধ্যেই অমরবাবুকে ভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে।

তাঁর জনসেবামূলক কাজকর্মের প্রতি কুর্নিশ জানিয়ে প্রতিবেশী বাংলাদেশের বিশ্ব বঙ্গ সাহিত্য পরিষদ অমরচাঁদ কুণ্ডুকে সেদেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে গত ফেব্রুয়ারি মাসে সমাজবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেছে। এমন একটি আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত হওয়ার পর থেকেই উচ্ছ্বসিত অমরবাবুর অসংখ্য গুণমুগ্ধরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবার সর্বসাধারণকে সঙ্গে নিয়েই তাঁর ৬৫ তম জন্মদিন পালন করবেন। সেইমতো এদিন বীরভূম নিবাসী ডঃ সুশীল ভট্টাচার্য, রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় সাহা, অর্চিষ্মান গুপ্ত, সুব্রত ভট্টাচার্য, মুর্শিদাবাদ নিবাসী কবি আব্দুর রফিক খান প্রমুখের অক্লান্ত সহযোগিতায় এই সমাজসেবকের জন্মদিন পালিত হল জ্ঞানদাস কান্দরা থেকে ২০ কিমি দূরে নানুরের কোতলঘোষায় (কীর্ণাহার) সপ্তযোগ আশ্রমে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যোগাচার্য ডঃ সুশীল ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠিত সুবিশাল এই আশ্রমের অপরূপ পরিবেশে এদিনের অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন কয়েক হাজার মানুষ। এছাড়াও বিচারপতি ডঃ শ্যামল গুপ্ত, সি কম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মঞ্জুষ তরফদার, জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পগুরু অনন্ত মালাকার, মুলুক ভারত সেবাশ্রমের স্বামী শান্তি মহারাজ, বাংলাদেশের বিশ্ব বঙ্গ সাহিত্য পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ডঃ রিক্তার হোসেন সহ সেদেশের প্রায় ৩০ জন কবি ও সাহিত্যিক প্রমুখ। কীর্ণাহারের প্রত্যন্ত এলাকায় এই সপ্তযোগ আশ্রম চত্বর এদিনের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বাস্তবিকই মহামিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

ইস্টবেঙ্গল বধ অধরা থাকলেও কলকাতা লিগ পকেটে পুরল গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জীর্ণ বাগান

অরিঞ্জয় মিত্র

কলকাতা ডার্বিতে মোহনবাগান ২–০ এগিয়ে যাওয়ার পর মনে হচ্ছিল ইস্টবেঙ্গল দুর্গ ভেঙে আরও কয়েকটা গোল দিয়ে দেবে বাগান। বিশেষ করে ১৯৭৫–এর ডার্বিতে ০–৫ হারার যে গ্লানি ছিল মোহন শিবিরের তা অনেকাংশেই লাঘব হয়ে যাবে এবার। কিন্তু কোথায় কি। মোহন কোচ শঙ্করলাল চক্রবর্তীর জোড়া ভুল ও ইস্টবেঙ্গলের হয়ে পরিবর্ত লালরিন্দিকা নামার পর আমূল পালটে গেল পরিস্থিতি। বস্তুত, বাগানের বড় ব্যবধানে জেতা ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ২–২ সমতা ফেরাল তো বটেই, একটাসময় এমন খেলতে শুরু করেছিল আল আমনারা যে মনে হচ্ছিল শেষ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল না ম্যাচ জিতে যায়। শেষপর্যন্ত অবশ্য ড্র দিয়েই শেষ হয়েছিল গত ডার্বি। যদিও ইস্টবেঙ্গল পরের ম্যাচেই পিয়ারলেসের কাছে ১–২ হেরে বেশ খানিকটাই পিছিয়ে পড়ে। তারপর মিনি ডার্বিতে মহমেডানের কাছে ১–২ হেরে এবারের কলকাতা লিগ জয়ের লড়াই থেকে কার্যত ছিটকে যায় ইস্টবেঙ্গল। ইস্ট সমর্থকরা অবশ্য বলছেন, এটা ল অফ অ্যাভারেজের অঙ্ক। যেটা অনেকদিন আগেই হওয়া উচিত ছিল। টানা ৮ বারের জয়ী দলের হাত থেকে লিগ জয়ের ব্যাটন গেল অন্য দলের হাতে। লাল–হলুদ সমর্থকরা যাই বলুন না কেন, এটা তো অস্বীকার করা যাবে না গত ৪–৫ বছরে মোহনবাগানের পারফরমেন্স অনেকটাই ভালো ইস্টবেঙ্গলের নিরিখে। বিশেষ করে এক যুগেরও বেশি সময়ের খরা কাটিয়ে মোহনবাগান যেভাবে আই লিগ জিতেছে সেদিক থেকে ইস্টবেঙ্গল অনেকটাই পিছিয়ে গিয়েছে।

তাও গত ৩–৪ বছর বাগান যে মানে নিজেদের তুলে ধরেছে তা অবশ্য ভুললে চলবে না। কিন্তু ট্রফি না পেলে যাবতীয় পারফরমেন্স মাঠে মারা যায়, এটাই ঘোর বাস্তব। মোহনবাগানের এই লাগাতার সাফল্যের পিছনে এক দল ধরে রাখা বিশাল বড় প্লাস পয়েন্ট বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বিদেশি নির্বাচনেও মোহনবাগান কর্তাদের তৎপরতা সবুজ–মেরুনকে একের পর এক সাফল্য এনে দিয়েছে। সনি নর্ডি, কাতসুমিরা ব্যারেটো পরবর্তী অধ্যায়ে ভরসা হয়ে উঠেছিল বাগান শিবিরে। ব্যারেটোর পর সনি ও কাতসুমির মধ্যে যে ক্লাব প্রেম ও আন্তরিকতা গড়ে উঠেছিল তা চট করে ময়দানে দেখা মেলে না। একটা সময় ড্যারেল ডাফি ও এডুয়ার্ডোরাও এই টিমের সঙ্গে দারুণ মানিয়ে নিয়েছিলেন। পাশাপাশি জেজে ও বলবন্তের মতো ভারতীয় তারকা দলকে আরও মাইলেজ এনে দিয়েছে। আজহারউদ্দিন, প্রণয়, সৌভিকদের মতো স্থানীয়রাও এঁদের পাশে নিজেদের উজার করে দিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে বাগান গত ৩–৪ বছরে দেশের সেরা টিম হয়ে উঠেছে। সেই সাজানো বাগান তছনছ হওয়ার পরিস্থিতিতে পৌঁছে গিয়েছিল যুযুধান দুই কর্মকর্তার দ্বন্দ্বে। টুটু বসু বনাম অঞ্জন মিত্র ঝামেলার মাঝে প্লেয়ারদের পেমেন্ট পাওয়াই সমস্যা হয়ে উঠছিল। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল ভালো স্পনসর নিয়ে এলেও মোহনবাগানের পক্ষে সে চিন্তাই আকাশকুসুম হয়ে উঠছিল। অথচ সাইডলাইনে বেশ কিছু ভালো কোম্পানি তৈরি রয়েছে বাগানে লগ্নি করার ব্যাপারে। কর্তাদের অনৈক্য তাদের ও ক্লাবের মধ্যে অদৃশ্য প্রাচীর তুলে দিয়েছে। এমতাবস্থায় বাগানের কলকাতা লিগ জয় নিঃসন্দেহে মাইলেজ দিচ্ছে অগণিত সদস্য সমর্থককে। একইসঙ্গে কর্তাদের কাছে এটা শিক্ষা হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে নিজেরা এক জায়গায় হতে পারলে শুধু স্থানীয় লিগ কেন, ভারত সেরা হওয়ার লড়াইতেও ঝাঁপাতে পারে সবুজ–মেরুন জার্সিধারীরা।

ভারতীয় ফুটবল যে এগোচ্ছে তা বলে দিচ্ছে টাটকা কিছু পরিসংখ্যান। অতি সম্প্রতি ভারতীয় ফুটবল টিমের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ৯৬ নম্বর স্থানে উঠে আসে। ভারতের ফুটবল নিয়ে যাঁরা একটু আধটু চর্চা করেন তাঁরা বুঝতে পারবেন দেশের এই অগ্রগতি যথেষ্ট উৎসাহজনক। কারণ এই কিছুদিন আগেও ভারত ছিল ১৬০–১৬২ টি টিমের পিছনে নেহাতই এক পিছনের সারির দল। সেই ভারতের প্রথম ধাপে উঠে আসা যথেষ্ট ইতিবাচক। দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন ঘটানো কোচ স্টিভেন কনস্টানটাইনের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। তাঁকে আহামরি কিছু মনে নাই হতে পারে। কিন্তু তাঁর কোচিংয়ে ভারতের এই সাফল্য তা তো অস্বীকার করা যাবে না। ধন্যবাদ প্রাপ্য সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান ভারতীয় ফুটবল দলও। বস্তুত বাইচুং ভুটিয়াদের আমল থেকে যে বীজ পোঁতা হয়েছে তার সুফল এখন পেতে শুরু করেছেন সুনীল ছেত্রীরা। তার সুফল হিসেবেই কলম্বিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে প্রায় সমান তালে যুদ্ধ চালিয়ে গেছে ভারত। ধারাবাহিকভাবে ভারতীয় ফুটবলের এই সাফল্যের দিনে বেঙ্গালুরু এফসি, পাঞ্জাব মিনার্ভা, শিলং লাজং ইত্যাদি টিমের সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দিচ্ছে মোহনবাগান বেশ কয়েক বছর ধরেই। বলাবাহুল্য, এই ল্যাপে বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে ইস্টবেঙ্গলও। এইরকম পরিস্থিতি কলকাতা লিগ জিতে এই ডামাডোলের বাজারেও বিশাল আত্মবিশ্বাস সঞ্চয় করল সবুজ–মেরুন তা বলা যায় নিসঙ্কোচে। এখন দেখার বাগান কর্তারা নিজেদের জিগো ঝেড়ে ফেলে কত তাড়াতাড়ি সবুজ–মেরুন ধ্বজা মেলে ধরতে অগ্রনি হন।

ক্যানিংয়ে স্কুলছুট মেয়েদের ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ স্কুলছুট মেয়েদের নিয়ে এক দিনের এক ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হল বুধবার। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং মহকুমার জীবনতলা থানার তাম্বুলদহের বাগমারি গ্রামে ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছিলেন স্থানীয় 'বাগমারি মাদার এন্ড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট মিশন' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

সংস্থাটির উদ্যোগে গ্রামে স্কুলছুট ছেলেমেদের নিয়ে স্কুল ও চলে। ওইসব পড়ুয়াদের পরিবারকে স্বনির্ভর করতে নানান পরিকল্পনাও নিয়েছে। সেই পরিবারের ২৫ টি গ্রামের ৯৬ টি বালিকাদের নিয়ে দল গঠন করে তাম্বুলদহ গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন মাঠে খেলার ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়।

মেয়েদের ফুটবল খেলা হবে আগে থেকেই গ্রামে খবর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। এদিন সেই সেই খেলা দেখতে বাগমারি, বকুলতলা, পাতিখালি–সহ আশপাশের গ্রামের মানুষজনের ভীড় উপচে পড়েছিল। পাশের বাগমারি স্কুলে অলিখিত ছুটি হয়ে গিয়েছিল। ফাইনালে বালিকা দলের মধ্যে বিজয়ী হয়েছে 'বেগম রোকেয়া' দল।

রানার্স হয়েছে 'মাতঙ্গিনী হাজরা' দল। বালক বিভাগে বিজয়ী হয়েছে 'আবুল কালাম আজাদ' দল এবং রানার্স 'মাস্টারদা সূর্যসেন' দল। সেরা খেলোয়ার হিসাবে রোজিনা লস্কর, কাশ্মিরা লস্কর, সেলিম শেখ, মাসুদ শেখ এবং মেহবুব হালদারদের হাতে পুরস্কার তুলেদেন আয়োজক সংস্থা। ফুটবল খেলা উদ্যোক্তা কমিটির সম্পাদক সামসুল আলম খান বলেন, 'গ্রামে প্রচুর সম্ভাবনাময় বালিকা এবং মহিলা খেলোয়াড় রয়েছে। সুযোগ না মেলায় তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটছে না।

আমরা তাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।' এদিনের খেলার মাঠে উপস্থিত থাকতে না পারলেও স্থানীয় বিধায়ক সওকত মোল্লা বলেছেন, 'যুবকদের ফুটবল খেলার বিষয়ে উৎসাহী করতে আমরা কয়েকবছর ধরে জীবনতলা থাকা এলাকায় 'বিধায়ক কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট' চালু করেছি। ছেলেদের মধ্যে উসাহ বে।াচ্ছে।'

ভাল খেলেও পরাজিত'র গ্লানি নিয়ে ঘরে ফিরছে টিম ইন্ডিয়া

রূপম জানা

শেষপর্যন্ত ১–৪ হেরে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ শেষ করল ভারত। অথচ একটা সময় ০–২ পিছিয়ে থাকা অবস্থায় কোহলি–পূজারারা যে লড়াই তুলে ধরেছিলেন, আর যে দুরন্ত বোলিং করতে আরম্ভ করেছিলেন যশপ্রীত বুমরাহ–মহম্মদ সামিরা, তাতে শুধু সিরিজ ১–২ করাই নয়। মনে হচ্ছিল এই জায়গা থেকে টিম ইন্ডিয়া ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা বড় ধরনের লড়াই শুরু করবে। অথচ কোথায় কী, শেষ দুই টেস্টে ফের হার শিকার করে ইংরেজদের কাছে কার্যত হোয়াইট ওয়াশের গ্লানির সামনে পড়ল টিম বিরাট। ব্যাটসম্যান বিরাটে কোনও প্রশ্ন না থাকলেও কোহলির অধিনায়কত্ব কিন্তু বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হল। তার সঙ্গে রবি শাস্ত্রীর ব্যক্তিজীবন ও তাঁর রগরগে প্রেম কাহিনি নিয়ে ফের মুখর হয়ে উঠল সারা দেশের মিডিয়া। এর মাধ্যমে কোহলি–শাস্ত্রী জুটির ওপরেই যেন প্রবল চাপ তৈরি করে দিয়ে গেল ইংরেজদের কাছে এই বড় হার।

যেভাবে ভারত সিরিজে ফিরে এসেছিল তাতে একটা সময় মনে হচ্ছিল টিম ইন্ডিয়া যদি ৩–২ সিরিজ জিতে যায় তবে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এরকম অধিনায়ক যিনি একাধারে নিজে দুর্দান্ত পারফর্ম করছেন, তিনি থাকলে চাপ যে অনেক কমে যায় সেটা মানছেন ভারতীয়রা। কিন্তু মুখে নয়, কাজে দেখাতে হবে সেই আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন। তবে গিয়েই সম্মানজনক শেষ করতে পারবে কোহলি বয়েজ।

অন্যদিকে ইংল্যান্ডকে এই জায়গা থেকে পালটা লড়াইটা দিতে হবে। যদি তারা আধিপত্য বজায় রাখতে চান। এমতাবস্থায় এটা বলা যায় চতুর্থ টেস্ট মারাত্মক এক ডুয়েল–এর প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল। কিন্তু, কোথায় ডুয়েল আর কোথায় কি। ভালো খেলিয়াও পরাজিত এই ক্যাপশনেই আবারও ঢেকে গেল টিম কোহলি তথা ভারতীয় ব্রিগেডের ড্রেসিংরুম।

এবার একটু তাকানো যাক ভারত–ইংল্যান্ড সিরিজের একেবারে প্রথমার্ধে। এই ইংল্যান্ড সফরে ০–২ পিছিয়ে যাওয়ার ময়নাতদন্তে বসলে প্রথমেই হিট লিস্টে আসবে ব্যাটসম্যানরা। বস্তুত, যাবতীয় কিছু গুবলেট করে দিয়েছে ভারতীয় ব্যাটিং। যেভাবে কোহলি ব্রিগেডের সবথেকে শক্তির জায়গা ব্যাটিং লাইন আপ ব্যর্থ হল তা ক্ষমার যোগ্য নয়। প্রথম টেস্টে মাত্র ২০০–রও কম রানের টার্গেটের সামনে যে কাঁপুনি ধরেছিল ও শেষপর্যন্ত ৩১ রানে হারতে হল তা ইঙ্গিত দিয়েছিল। একমাত্র বুঁদির গড় ধরে রাখতে দেখা গিয়েছিল অধিনায়ক বিরাটকে। প্রথম ইনিংসে ১৪৯ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৫১ রান তুললেন তো বটেই একা লড়ে গেলেন ইংরেজ বোলারদের বিরুদ্ধে। অথচ অন্য ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা চূড়ান্ত ফ্লপ। এমন একটা প্রেক্ষাপটে দ্বিতীয় টেস্টের লড়াইতে নেমেছিল টিম বিরাট। ৫ টেস্টের সিরিজে এই ম্যাচ হারা মানে পুরোপুরি ছিটকে যাওয়ার মতোই।

সেই প্রতিরোধ ভারত গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে হারতেও হয়েছে করুণভাবে। প্রথম টেস্টে অল্প রানে হারার জ্বালা শতগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল দ্বিতীয় টেস্টের নির্লজ্জ পরাজয়। এই জায়গা থেকেই টিম ইন্ডিয়া যেভাবে তৃতীয় টেস্টে রুখে দাঁড়িয়ে জয় তুলে নিয়েছে তাকে বাহবা দিতেই হবে। কিন্তু উপর্যুপরি জোড়া টেস্টে হার যেন ভারতীয় ক্রিকেটের কফিনে শেষ পেরেকটা বেশ ভালো করে ঠুকে দিয়ে গেল। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে পরাজয়ের চেয়েও ইংল্যান্ডের মাটিতে টিম ইন্ডিয়ার এই হার ভারতীয় ক্রিকেটের প্রসারিত মস্তককে ধাক্কা মেরে ঠেলে দিল পতনের গহ্বরে।

সুইং বোলিং মোকাবিলায় ভারত যে এভাবে ডাহা ফেল করবে তা ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে সমর্থকদের। সেই পেস অ্যাটাকের বিরুদ্ধে মাথা ঘুরে যাওয়ার পুরনো রোগ ধাওয়া করছে ভারতীয়দের। সুইংয়ের মোকাবিলায় পুরো টিমটাই থরহরিকম্প হয়ে উঠছে। যাকে বলে একেবারে শূন্য থেকে ভূতলে পতিত হওয়া। জমকালোভাবে সিরিজ শুরু করার যেভাবে ইংল্যান্ডের কাছে এভাবে গুটিয়ে গেল ভারত তাতে এই কথাটা মনে হওয়া স্বাভাবিক। আর ভারত বধে ব্রডরা যেন হয়ে উঠল একেকজন মহিরূহ। প্রথম টেস্টে ভারত বা ইংল্যান্ড কেউই বড় কোনও রান করে উঠতে পারেনি। অথচ উইকেট মোটেই আহামরি কঠিন ছিল না। লর্ডসে এসে সেই ছবিটা খানিকটা পালটে দিল পিচের আদ্রতা ও স্যাঁতসেতে আবহাওয়া। বস্তুত, এ যেন হয়ে উঠেছিল সুইং বলের রাজপাট। অথচ এই উইকেটে দুটো ইনিংসেই ডাহা ফেল মেরে দিল ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা।

অন্যদিকে ইংরেজরা দেখাল এই উইকেটেও ব্যাটিংয়ে সিদ্ধহস্ত তারা। একটু দেখে খেলে যথেষ্ট রানও পেল এখানে। ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি প্রথম টেস্টে ১৪৯ করার পর দ্বিতীয় ইনিংসেও চলে গিয়েছিলেন অর্ধশতরানের দরজায়। কোহলি না হয় বিরাট মাপের ব্যাটসম্যান। কিন্তু এই টেস্টে সেই বিরাটই কেমন ধেরিয়ে গেল। কোহলির ব্যাটিংয়ের কথা বলতে হলে শেষ টেস্টে ভারতের হয়ে তুমুল লড়াই গড়ে তোলা নবাগত উইকেটকিপার ঋষভ পন্থ ও কে এল রাহুলের সেঞ্চুরি পাওয়ার কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। তবে ঋষভ পন্থ উইকটেকিপার হিসাবে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন এখনও পর্যন্ত। যে ব্যর্থতা তাঁর শতরানের সাফল্যকেও খাটো করে দিয়েছে অনেকাংশে। ভারতীয় টেলেন্ডাররাও যে ব্যাটিংটা করল এই টেস্টে তারা কানাকড়িও করতে ব্যর্থ বাদবাকি ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা।

আসছে...

থাকছে–
- গল্প
- কবিতা
- উপন্যাস
- খেলা
- সাক্ষাৎকার
- রম্যরচনা
- প্রবন্ধ

লিখছেন–

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় • সিদ্ধার্থ সিংহ • ড. দীপক বড়পণ্ডা • ড. শচীন্দ্রনাথ বড়পণ্ডা • ড. পি সি সরকার জুনিয়র • শ্যামল সেন • দীপ মুখোপাধ্যায় • সুকুমার মণ্ডল • সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় • অশোকেশ মিত্র • জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় • স্বামী আত্মবোধানন্দ • ড. শঙ্কর ঘোষ • প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায় • শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় • রত্নেশ্বর হাজরা • জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় • অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় • মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল • তপনদেব চট্টোপাধ্যায় • ডাঃ নীলাদ্রি বিশ্বাস • নির্মল গোস্বামী • ডাঃ সুবোধ চৌধুরি • কৃষ্ণচন্দ্র দে • ড. জয়ন্ত চৌধুরী ও আরও অনেকে।

প্রচ্ছদ : আনন্দ চিত্রকর

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9062201905 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com